সেনসেক্স : ৮২,৮১৪.৭১ (+৩১৬.৫৭)
নিফটি : ২৫,৫৭১.২৫ (+১১৬.৯০)

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

এআই সম্মেলনে বিক্ষোভ কংগ্রেসের ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
৩৩° সর্বোচ্চ / ১৪° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ / ১২° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ / ১৩° সর্বনিম্ন	২৯° সর্বোচ্চ / ১৫° সর্বনিম্ন

ডিএ নিয়ে আদালত অবমাননার মামলা ৭

প্রোটিয়াদের ত্রাস বুমরাহ-বরুণ কাল লড়াই মোতেরায় ১৪

শিলিগুড়ি ৮ ফাল্গুন ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 21 February 2026 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 273

অসংগতি যাচাইয়ে বিচারক নিয়োগ

SIR-এ কোর্টের নজরদারি

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারি : নির্বাচন কমিশন ও রাজ্য সরকারের পারস্পরিক দোষারোপ ও মতপার্থক্য ঠেকাতে নজিরবিহীন পদক্ষেপ সুপ্রিম কোর্টের। বাংলায় ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীতে (এসআইআর) সরাসরি হস্তক্ষেপ বিচার ব্যবস্থার। ভোটার তালিকার তথ্যগত অসংগতির নিষ্পত্তি করবেন বিচার বিভাগীয় আধিকারিকরা। যাঁদের নিয়োগ করবে হাইকোর্ট।

আদালত স্পষ্ট করেছে, কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও অতিরিক্ত জেলা বিচারকদের এই কাজে নিয়োগ করা যাবে। নথি যাচাই করে তাঁদের গ্রহণ করা সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য হবে নির্বাচন কমিশন ও রাজ্য সরকার। শুধু তাই নয়, সেই সিদ্ধান্তকে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ হিসেবে গণ্য করা হবে।

প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির বেঞ্চ তাদের এই অন্তর্বর্তী রায় দিতে গিয়ে জানিয়েছে, 'এক্সট্রা অর্ডিনারি পরিস্থিতিতে এক্সট্রা অর্ডিনারি ব্যবস্থা।' স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে এই পদক্ষেপ বলে শীর্ষ আদালতের যুক্তি। প্রধান বিচারপতির ভাষায়, 'পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর-কে কেন্দ্র করে ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এমন পরিস্থিতি তৈরি করেছে রাজ্য সরকার যেখানে বিচার বিভাগীয় হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।'

রাজ্য সরকারের সমালোচনা করার পাশাপাশি তিন বিচারপতির বেঞ্চ নির্বাচন কমিশনকেও একতরফা সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার দেয়নি। রাজ্য ও কমিশন-দুই তরফের আধিকারিকদের শনিবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির সঙ্গে বৈঠক করে পরবর্তী পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

প্রধান বিচারপতি ছাড়াও ওই বেঞ্চে আছেন বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি এনভি অঞ্জরিয়া।

রাজ্য সরকার ও রাজ্যের শাসকদল অবশ্য সুপ্রিম কোর্টের এই বেনজির পদক্ষেপকে নিজেদের সাফল্য বলে প্রচার করছে। তৃণমূলের আইনজীবী-সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য, 'ইতিহাস তৈরি হল। এতদিন নির্বাচন কমিশনার ভাবছিলেন, তিনিই সর্বেসর্বা। এবার বিচারকরাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন।'

এরপর বারোর পাতায়

বেনজির নির্দেশ

- এসআইআর-এ তথ্যগত অসংগতি নিষ্পত্তির দায়িত্বে হাইকোর্ট নিযুক্ত আধিকারিকরা
- হাইকোর্টের আধিকারিকদের সহায়তা করবে নির্বাচন কমিশন ও রাজ্য সরকার
- হাইকোর্ট এই কাজে বর্তমান ও অবসরপ্রাপ্ত জেলা বিচারকদের নিয়োগ করবে
- ২৮ ফেব্রুয়ারি ভোটার তালিকা প্রকাশ পর্যন্ত এই কাজ চলবে
- আইনশৃঙ্খলার অবনতির কারণে রাজ্য পুলিশের ডিজি'র বিরুদ্ধে পদক্ষেপের বার্তা
- হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে শনিবার কমিশন ও রাজ্যের কর্তাদের বৈঠক
- অ্যাডভোকেট জেনারেল ও সলিসিটর জেনারেল ওই বৈঠকে থাকবেন

পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর-কে কেন্দ্র করে ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এমন পরিস্থিতি রাজ্য সরকার তৈরি করেছে, যেখানে বিচার বিভাগীয় হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।

- সূর্য কান্ত

প্রধান বিচারপতি

জন অরণ্য ছাড়িয়ে অজানার পথে শংকর

কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি : বাঙালি শহুরে মধ্যবিত্ত জীবনের এক নির্ভুল চিত্রকর আর নেই। যাঁর কলমে ধরা আছে মানুষের হাসি-কান্না, আশা-হতাশা, সাফল্য-ব্যর্থতা এবং অবশ্যই বেঁচে থাকার অদম্য ইচ্ছা। আজকের দ্রুত বদলে যাওয়া সময়েও যাঁর লেখা সমানভাবে প্রাসঙ্গিক- তিনি শংকর। সময় বদলালেও, প্রজন্ম পালটালেও শংকর বাঙালি পাঠকের আপনজন হয়ে থেকে গিয়েছেন।

৯২ বছর বয়সে বার্ধক্যজনিত অসুখে শুক্রবার কলকাতার এক হাসপাতালে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ১৫ দিন আগে ভর্তি করা হয়েছিল তাঁকে। ১৯৩৩ সালে অবিভক্ত বাংলার যশোরে জন্ম নেওয়া শংকরের বেড়ে ওঠা হাওড়ায়। বাংলা সাহিত্যের পাঠক

এরপর বারোর পাতায়

সাদা চোখে সাদা কথায়

বিদ্রোহের ভড়ং, সার্বিক দেউলিয়াপনা প্রতীক কাণ্ডে

গৌতম সরকার

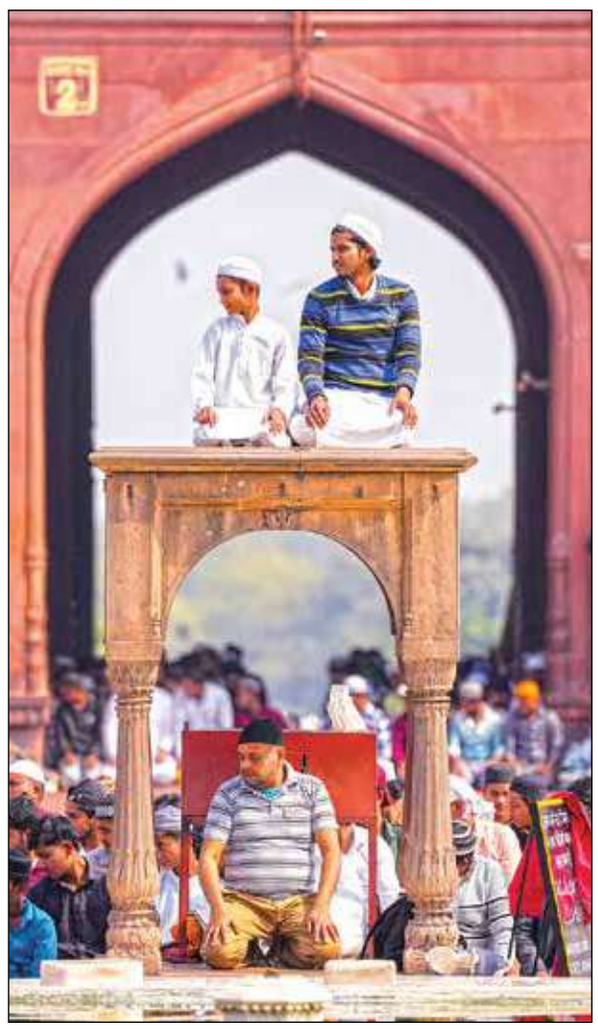

কলার খোসায় বিদ্রোহের হোঁচট। অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলে সিপিএমের একাংশে আশা জাগিয়েছিলেন প্রতীক উর রহমান। প্রশ্নগুলি প্রাসঙ্গিক। কিন্তু নটেগাছটি মুড়িয়ে যাওয়ার পথে। তাঁর তোলা প্রশ্নগুলি সিপিএমের আরও অনেকের। দলীয় নেতৃত্বের ফাঁকফোকর ও মতাদর্শগত দেউলিয়াপনা বেআব্রু হচ্ছিল তাঁর কথায়। দলের একাংশ সবে মনে মনে প্রতীকের বিদ্রোহের পাশে দাঁড়াতে শুরু করেছিল। এক সপ্তাহের মধ্যে স্পষ্ট হল, বিদ্রোহ নয় মোটেও, পেছনে অন্য উদ্দেশ্য ছিল।

ব্যক্তিগত বিদ্রোহে ইতি ফেলার পাশাপাশি সিপিএমের মধ্যে প্রশ্ন করার বা প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়ার সাহসের গোড়ায় জল ঢেলে দিয়ে

এরপর বারোর পাতায়

রমজানের প্রথম জুম্মাবারের নমাজ। নয়াদিল্লির জামা মসজিদে।

গৌতম-শংকর দ্বৈরথের অপেক্ষায়...

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২০ ফেব্রুয়ারি : ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি কেন্দ্র ছেড়ে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে শিলিগুড়ি বিধানসভা আসন থেকে প্রার্থী হতে চলেছেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। দীর্ঘদিন ধরেই রাজনৈতিক মহলে জল্পনা ছিল, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে কোন কেন্দ্র থেকে লড়াই করবেন গৌতম? শুক্রবার তিনি নিজেই জল্পনার অবসান ঘটিয়েছেন। অন্যদিকে, শিলিগুড়িতে তিনিই পদ্মের সম্ভাব্য প্রার্থী ধরে নিয়ে বাড়ি বাড়ি প্রচার শুরু করে দিয়েছেন শিলিগুড়ির বর্তমান বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ। সূত্রের খবর, বিজেপির যেসব বিধায়ক ফের একই জায়গায় টিকিট পাচ্ছেন তাঁদের নিজের কেন্দ্রে প্রচার শুরু করে দিতে বলেছে দল। বিশেষ করে শহরের আসন হলে সেখানে তৃণমূলের দখলে থাকা ওয়ার্ডগুলিতে গিয়ে প্রচার করতে বলা হয়েছে। সেইমতো শুক্রবার বিকেলে ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কলেজপাড়ায় অর্থাৎ মেয়রের পাড়াতেই প্রচারে গিয়েছিলেন শংকর। এর আগে তিনি ৪৬ নম্বর ওয়ার্ড, ৩ নম্বর ওয়ার্ড সহ একাধিক এলাকায় ঘুরেছেন।

এরপর বারোর পাতায়

নেতৃত্ব বদলাতেই ক্ষমতার অলিন্দে দ্বন্দ্ব

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২০ ফেব্রুয়ারি : গ্রাম পঞ্চায়েতে মহিলা প্রধান। অভিযোগ, দলের উপপ্রধানই পঞ্চায়েতের কাজ চালাচ্ছেন। তা নিয়ে প্রধানের ক্ষোভ প্রকাশ পেলেও সমস্যার সমাধান হয়নি। দুজনের মধ্যে এই দড়ি টানাটানিতে পঞ্চায়েত কর্মীরা সমস্যায় পড়ছেন। সরকারি প্রকল্পের কাজের বিষয়ে শেষ কথা কার হবে তা ঠিক করতে তাঁরা দোটানায় পড়ছেন। শিলিগুড়ি মহকুমার লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটনা। মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েত ও গোঁসাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রেও এমনই অভিযোগ রয়েছে। এই কোন্দলকে কেন্দ্র করে দলের মধ্যে পরিস্থিতি ক্রমেই তপ্ত হচ্ছে।

মমতা বর্মন লোয়ার বাগডোগরার প্রধান। অভিযোগ, সরকারি কাজ সামলাতে তিনি সেভাবে দক্ষ নন বলে যুক্তি দিয়ে উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ সমস্ত কাজ সামলাতেন। মমতাকে নামমাত্র প্রধানের চেয়ারে বসিয়ে ঘুরপথে বিল পাশ থেকে কোন খাতে কত বরাদ্দ হবে, কী কী কাজ হবে, সবই তিনি সামলাতেন। তাঁকে এড়িয়ে কাজ চলায় মমতার ক্ষোভ বাড়তে থাকে। অভিযোগ, এনিয়ে তিনি দলের অন্দরে জানালেও কাজ হয়নি। কারণ হিসাবে দলের একাংশের অভিযোগ, পাপিয়া তখন দার্জিলিং জেলা (সমতল) তৃণমূলের সভানেত্রী ছিলেন। বিশ্বজিৎ পাপিয়ার আত্মীয়।

এরপর বারোর পাতায়

केन्द्रीय विद्यालय सी.सु.ब. अरधपुर
KENDRIYA VIDYALAYA BSF ARADHPUR
KENDRIYA VIDYALAYA BSF ARADHPUR, NARAYANPUR MALDA (W.B) PIN - 732141

DATE OF INTERVIEW	SUBJTCT	VENUE OF THE INTERVIEW
26.02.2026 (THURSDAY) TIME: 8.00 AM	1. **Trained Graduate Teacher's Subjects:** English, Math Science Social Science- SST), SANSKRIT, Hindi 2. **Primary Teachers** 3. **Miscellaneous Posts:** Games & sports teacher, Computer Instructor, Yoga Instructor, Special Educator.	**Kendriya Vidyalaya, BSF Aradhpur, P.O: Narayanpur, Malda Distt: Malda West Bengal PIN:732141**

Details of qualification, criteria, application form etc. are available on http:/bsfaradhpur.kvs.ac.in **The eligible candidates as per kvs Recruitment rules (www.kvsangathan.nic.in) will appear for the interview with Bio-Data along with all originaldocuments and a set of Photo copy of the same.**
SALARY- As per KVS norms.
Reporting time at venue: by 8.00 A.M on 26.02.2026 (THURSDAY). Interview may be cancelled or rescheduled due to any inevitable reason only. Please visit the official website of KV BSF ARADHPUR regularly for further update.
PRINCIPAL

পরিদর্শনে ডিআরএম

আলিপুরদুয়ার, ২০ ফেব্রুয়ারি : সেবক-রংপো রেলপ্রকল্প চালুর আগে ডুয়ার্সের বেশ কয়েকটি স্টেশনের পরিকাঠামো খতিয়ে দেখতে আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিআরএম দেবেন্দ্র সিংয়ের নেতৃত্বে শুক্রবার বিভিন্ন স্টেশন পরিদর্শন করল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের একটি প্রতিনিধিদল। দলে এডিআরএম সাহেমলুং কামই সহ অন্য রেলকর্তারা ছিলেন। দলটি আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে গুলমা পর্যন্ত ক্যারন, নাগরাকাটা, বাগ্রাকোট সহ গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলি পরিদর্শন করে। পাশাপাশি রেলসেতু, রেলট্র্যাকের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন তাঁরা।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA DAKSHIN DINAJPUR, BALURGHAT
Vill- Paschim Rainagar, P.O.- Amritakhanda Hat,
P.S.- Balurghat, Distt.- Dinajpur, WB, Pin-733103
(https//balurghat.kvs.ac.in)
PM SHRI

Interview for the Contractual Teachers (2026-27)

A walk-in-interview will be conducted at PM SHRI Kendriya Vidyalaya Dakshin Dinajpur (Balurghat) to prepare a Panel of contractual teachers for the session 2026-27 on 03.03.2026 (Tuesday).
Registration from **8 AM to 8:30 AM only** on 03.03.2026
There will be a selection written exam, if there are more candidates for same post.
Interview will be held for the follwing posts.
PGT :- Physics, Chemistry, Biology, Computer Science, Economics, Geography, History, Political Science.
TGT :- Mathematics, Social Science, Hindi, Special Educator, Science, Computer Instructor.
PRT's, Nurse, Yoga Instructor, Balvatika - NTT, Dance Instructor, Counsellor, Vocational Instructor, Sports Coach.
Qualified and interested candidates may download the registration form from the Vidyalaya website (https//balurghat.kvs.ac.in) fill up the same and bring it with a set of photocopies of testimonials along with original documents on the day of interview by 8:30 AM.
Note :-
1. No TA/DA will be paid for attending the interview.
2. For PRT and TGT post candidates must be CTET Qualified.
3. PRT must have 24 months D.Ed and CTET Paper 1 Qualified.
4. Candidates must have the essential qualification as per the KVS norms.
5. Essential Qualification for various posts along with details of remuneration are available in school website.
Principal

NOTICE INVITING e-TENDER
Tender are invited vide (I) e-NIT No.20/2025-26, Memo No.2039/ G-II, Dated: 19/02/2026, (2) e-NIT No.21/2025-26, Memo No.2040/G-II, Dated: 19/02/ 2026 of the undersigned, intending bidders may participate through **http:// wbtenders.gov.in** and /or may contact this office for details.
Sd/-
Executive Officer
Goalpokher-II Panchayat Samity

CORRIGENDUM NOTICE
With reference to Notification No: 129/CMOH/DARJ, Dt :16.01.2026, the TOR for the post of District Programme Manager (AYUSH) has been revised and timeline for submission of applications is further extended. For more details please visit www.wbhealth.gov.in & www.darjeeling.gov.in
Sd/-
Member Secretary, District Level Selection Committee, Darjeeling & Chief Medical Officer of Health, Darjeeling

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ কেআইআর/ইএনজিজি./০৫ অব ২০২৬, তারিখঃ ১৭-০২-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ টেন্ডার নং. ১। **কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এডিইএন/মালদা টাউনের অধীনে মেজর ব্রিজ নং. এমকে/৯, এমকে/১১, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬ আপ এবং ডাউন লাইন, এমকে/১২ কুমেদপুর- কাটিহার (কেডিপিআর-কেআইআর) সিঙ্গল লাইন সেকশন ১, ২, ১৩, ১৮, ২০, ২৪, ৩০, ৪৫, ৪৯, ৫৭, ৬০, ৬৫, ৬৮, ৭১, ৭৭, ৮৬, ৯৯, ১০১ একলাখি - বালুরঘাট (ইকেআই-বিএলজিটি) সিঙ্গল লাইন সেকশন এবং ওল্ড মালদা - সিংহাবাদ (ওএমএলএফ- এসকিউবি) সিঙ্গল লাইন সেকশন ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫৪-এর সুরক্ষা (মোট ৩৮ টি)। টেন্ডার মূল্যঃ ৩,৯৬,৬৯,৩১৪.১৫ টাকা, বিড সিকিউরিটিঃ ৩,৪৮,৪০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নং. ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** সিনিয়র ডিইএন/III/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে দুই বছরের জন্য (কেবলমাত্র হিমালয়ান ওআরএইচ, ভিআইপি ট্রানজিট এবং শিলিগুড়ি জংশন ওআরএইচ/এসআরএইচ) দার্জিলিং কেন্টনমেন্ট ওআরএইচ, হিমালয়ান ওআরএইচ, ভিআইপি ট্রানজিট এবং শিলিগুড়ি জংশন ওআরএইচ/এসআরএইচ-এর রক্ষণাবেক্ষণ এবং ওআরএইচ এবং এসআরএইচ এর লিনেন পরিষ্কার করা, ধোয়া, ল্যান্ডস্কেপিং এবং বাগান করা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজ (ওআরএইচ, এসআরএইচ এবং ভিআইপি ট্রানজিট)। টেন্ডার মূল্যঃ ৯৮,৭৭,৯০০.৩৩ টাকা, বিড সিকিউরিটিঃ ১,৯৭,৩০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১৭-০৩-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ১৭-০৩-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৭-০৩-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

PWD (GOVT OF WB SHORT NOTICE INVITING SEAL BID
SE, NBHC P.W.(Roads) Directorate invites Seal Bid (offline) for the following works:-
Rehabilitation and Restoration of Mujnai Bridge (Joist Bridge) over river Mujnai situated at 5th Km of Beltail Road under Alipurduar Highway Division in the district of Alipurduar.
Rs. 2,85,21,681.69
SHORT NOTICE INVITING SEAL BID NO. 04 OF 2025-2026 OF SE NBHC
Date of application & finalization of Seal Bid on 23.02.26 at the office of the SE NBHC. Saktigarh, Siliguri - 734005
Sd/- S.E. NBHC. PWRD, GOVT OF WB

In The Court of Subjudge-1st East, Muzaffarpur
P.S. Case No-1257/2024
Raj Kumar Das & Others.........Plaintiffs.
Versus
Deepak Kumar Das & others.........Defendants
Notice to,
1. Ruma Chanda, W/o-Sushil Kumar Chanda, D/o-Late Khitish Chandra Das resident of R.N. Venus Parichary Appartment Panihati, N-24 Pargana, West Bengal PIN-700112 (2) Nilam Das, W/o-Gora Prasad Das and D/o-Late Khitish Chandra Das resident 137/1 Dr. Haren Mukherjee Road New Baire Chakpur, Wad No-15, Uttari Pargana, West Bengal, PIN-700131, (3) Baidya Math Das, (4) Vishwanath Das Both S/o-Late Durga Rani Das & Late Ardhendu Shekhar Das (5) Tapasi Das, S/o-Late Durga Rani Das & Late Ardhendu Shekhar Das, All Resident B.G. Road Makdumpur, P.O+Dist-Malda, West Bengal, Pin Code-732103, (6) Ashok Kumar Das, S/o-Late Khitish Chandra Das (7) Hira Das Gupta, W/o-Late Devashish Gupta and D/o-Shyamal Das & Uma Das, (8) Rupa Das (9) Some Das (10) Anupam Das all S/o-Late Shyamal Das and Uma Das All R/o of Bhola Nathpur, P.O+Dist-Malda, West Bengal, Pin Code-732103 (11) Santan Das, S/o-Late Shyamal Das & Uma Das resident Sona Tala English Bazar, P.O+Dist-Malda, West Bengal, Pin Code-732103
Whereas plaintiff has instituted the above suit against you, you are hereby summoned/Notices to appear in the court in person or lay to answer the same, failing which the suit the disposed of coparti against you. Next Date 25.03.2026 Given under the signature and seal of the court, this 16 the day of 02, 2026.
Sd/-
Sub Judge 1st East, Muzaffarpur
Civil Court, Muzaffarpur

অ্যাফিডেভিট

আমি Ajad Hussain -আমার কন্যা Afrin Tamanna Hossain -এর জন্ম শংসাপত্রে আমার স্ত্রী Estalina Hauqe -এর নাম ভুল থাকায় গত 19.02.26 তারিখে জলপাইগুড়ি J.M 1st Court - 5930 অ্যাফিডেভিট বলে Estalina Hauqe এবং Estalina Haque এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলো। (C/120805)

UTTAR BANGA KRISHI VISWAVIDYALAYA
P.O. Pundibari, Dist. Cooch Behar West Bengal - 736165
Advt. No. UBKV/Rect./01/2026 Dated 19.02.2026
Walk-in-Interview will be held for Part-Time Guest Lecturer in (1) Soil Science and Agricultural Chemistry (2) Engineering Chemistry on purely temporary basis. Relevent details are available at the University website **www.ubkv.ac.in** Date : 19.02.2026
Sd/- Register (Actg.)

NIT No. DDP/N-73/ 2025-26 Dt.-20/02/2026
e-Tender for 01 (one) no. of work under 5th SFC Fund invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last Date of submission for NIT is 73 of 25-26 is 27/02/2026 at 16.00 Hours.
Details of NIT can be seen in **www. wbtenders.gov.in**
Sd/- Additional Executive Officer, Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৫১৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৫৯০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৮২০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৪৭২৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৪৭৩৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা
পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

ভাড়া

Rent for Godown 4200 Sq.ft. 2½ Mile Checkpost, Call 9434049894, 9851414992. (C/120745)

কর্মখালি

কাপড় দোকান আমন্ত্রণ শিলিগুড়িতে Sales/Cashier মহিলা/পুরুষ কর্মী আবশ্যক। M-7699990313.

•

সিকিউরিটি গার্ডের জন্য অভিজ্ঞ লোক চাই। থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। M : 9635658503 (C/120467)

কর্মখালি

সমগ্র উত্তরবঙ্গে Kitchen Chimney and Domestic Water Purifier Install & Servicing করার জন্য Contractual basis স্থানীয় টেকনিসিয়ান প্রয়োজন। নিজস্ব বায়োডেটা শুধুমাত্র হেয়োটসঅ্যাপ করুন-Mob : 98323634 62.

•

শিলিগুড়ির জন্য বাইরের লেবার ও সিকিউরিটি গার্ড প্রয়োজন। M - 86538 77529. (M/M)

ব্যবসা/বাণিজ্য

শিলিগুড়িতে বিনাভাড়ায় বাড়িতে বসে সিমেন্ট ও রড নিন। কে.পি. উদ্যোগ, ঈস্টার্ন বাইপাস রোড। (M):-7699002803/5 (শর্ত প্রযোজ্য)। (C/120433)

অ্যাফিডেভিট

আমি Narayan Majumdar পিতা Premananda Majumdar আমার জন্ম শংসাপত্রে ভুলবশত Prodip Majumder থাকায় গত ইং 13/2/26 জলপাইগুড়ি 1st class J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Premananda Majumdar ও Prodip Majumder উভয়ই এক ও একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হইল। মধ্য ডাউকিমারী পোঃ ডাউকিমারী, ধূপগুড়ি। (A/B)

•

আমি শ্রীমতী Nangshal Lama W/o- Bikash Lama, Addres - Dimabeech, PO+PS - Kalchini, Alipurduar, আমার Adhar Card এ আমার নাম বানান ভুল থাকায়, আমি আলিপুরদুয়ার CJM কোর্ট এ Affidavit করে, আমার ভুল নাম সংশোধন করি, আমার আধার এ Nagasal Lama ছিল, এবং ঠিক করে সেটি Nangshal Lama করি এবং আধার No. - 6161-47583587 04/02/2026 CJM Alipurduar এ। (B/S)

অ্যাফিডেভিট

আমি Tajmira Bibi, vill-Soleman Biswas Para, Bara Sujapur, P.S. Kaliachak, Dist-Malda. আমার মেয়ের জন্ম শংসাপত্রে যার Reg. No-12654, Dt-16/12/2009. আমার মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত 13/02/26-এ প্রথম শ্রেণি J.M. কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে Saddika Khatun থেকে Siddika Khatun করা হলো। (M/115468)

•

আমি Esha Biswas, Vill-Biswas Para, North Sujapur, P.O. Sujapur, P.S. Kaliachak, Dist-Malda. আমার জন্ম শংসাপত্রে যার Reg. No- 7258, Dt-8/08/2003. আমার নাম ভুল থাকায় গত 10/02/2026-এ প্রথম শ্রেণি J.M. কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে MD Esha Biswas থেকে Esha Biswas করা হলো। (M/115469)

•

আমি, Bilas Nunia, S/o Late Santosh Nunia, গ্রাম - কাপসিয়া, পোস্ট - মলিকান, থানা - চাঁচল, জেলা - মালদা, আমার বাবার Death Certification Patient's vide Regd. No. RL2500164253 of 2025 dated 27/11/2025 issued from Chanchal S.S. Hospital, Malda নাম লিপিবদ্ধ আছে Santo Nunia, Age- 72, S/o- Sukdeb Nunia এবং বাবার ভোটার ID কার্ডে নাম আছে Nuniya Santosh গত 13/02/2026 তারিখে J.M. 1st কোর্ট, চাঁচল মালদায় হইতে অ্যাফিডেভিট (নং 513) বলে ভুল সংশোধন করে Santo Nunia, Nuniya Santosh থেকে Santosh Nunia, Age- 58 এবং ঠাকুরদা Sukdeb Nunia থেকে Sukdeb যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হলো। (S/T)

•

আমার সন্তানের জন্ম শংসাপত্রে আমার নাম ভুল থাকায় গত 13.02.26 তারিখে J.M 2nd কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Tajmira Begam এবং Tasmira Begam এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হইলাম। (C/120300)

•

আমি Ajad Hussain -আমার কন্যা Afrin Tamanna Hossain -এর জন্ম শংসাপত্রে আমার নাম ভুল থাকায় গত 19.02.26 - জলপাইগুড়ি J.M 1st Court - 5929 অ্যাফিডেভিট বলে Ajad Hussain এবং Azad Hossain এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম। (C/120804)

BREAKING NEWS
আগেও কখনও হয়নি, হবেও না
৯০% পর্যন্ত ছাড়ে সমস্ত রিটেল কাস্টমারদের জন্য সরাসরি সেল
The Real Factory SALE
স্বনামধন্য গার্মেন্টস কোম্পানিগুলির দ্বারা প্রস্তুত ২০২৫ সালের সাম্প্রতিক ডিজাইনের ফ্রেশ স্টকের সেল এত তাড়াতাড়ি কী করে সম্ভব হল?
শিলিগুড়িকে সরাসরি কোম্পানি সেলের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে, যেটি ২৮ ফেব্রুয়ারি তারিখের পূর্বে কোনো একটি বড় শহরে বছরে একবার আয়োজিত হয়।
All Garments, Footwear, Jewellery will be sold at
SIDDHI VINAYAK BANQUET
at prices you would not have even imagined.
Note: In case of heavy rush, customers are requested to maintain peace while shopping.

পুরুষদের পোশাক-
শার্টস, টি-শার্টস, জিন্স প্যান্টস, ট্রাউজার্স, ট্র্যাক প্যান্টস, বারমুডা, পুরুষদের জ্যাকেটস, পুলওভারস, সোয়েট শার্টস, হুডিস এবং অন্যান্য অনেক কিছুর বিপুল সম্ভার
টা. ২৫০/- থেকে টা. ৫৫০/-

মহিলাদের পোশাক- ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডস
জিন্স প্যান্টস, টপস, কুর্তি, প্লাজো, জেগিন্স, সোয়েটার্স, জ্যাকেটস, ট্র্যাক সুটস, উলেন কুর্তি, উলেন লোয়ার্স, সোয়েট শার্টস, হুডিস
টা. ১০০/- থেকে টা. ৪৫০/-

শিশুদের পোশাক-
শার্টস, টি-শার্টস, জিন্স প্যান্টস, ট্রাউজার্স, ট্র্যাক প্যান্টস, বারমুডা, সোয়েটার্স, হুডিস জ্যাকেটস, ট্র্যাকসুটস, লোয়ার্স
টা. ১০০/- থেকে টা. ৩৫০/-

শেরওয়ানি, পুরুষদের কোর্ট, সুটস এবং ব্লেজার্স, মহিলাদের জুয়েলারি, ফুটওয়্যার-এর একটি বিপুল সম্ভার সাশ্রয়ী মূল্যে বিক্রয় করা হবে।
এই সেলটি কেবলমাত্র ২ দিনের জন্য ➡ 21st (Sat.) & 22nd Feb. (Sun.)
এই সেলটি সরাসরি কোম্পানির থেকে আয়োজিত হবে, অন্যান্য সেলের সঙ্গে এটিকে তুলনা করবেন না।
Sale Venue: **SIDDHI VINAYAK BANQUET**
Time: 10:00 am to 10:00 pm
FREE ENTRY
S. F. Road, Near Siliguri Fire Station, Siliguri

টাকার ব্যাগ ছিনতাই

চাকুলিয়া, ২০ ফেব্রুয়ারি : গ্রামীণ ব্যাংকের গেটের সামনে থেকে শুক্রবার দুষ্কৃতীরা এক মহিলার কাছ থেকে টাকার ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। নাজেমা খাতুন নামের ওই মহিলা এদিন ব্যাংকে টাকা তুলতে এসেছিলেন। টাকা তুলে ব্যাংকের গেটের সামনে পৌঁছাতেই দুই দুষ্কৃতী তাঁর হাত থেকে টাকার ব্যাগ ছিনতাই করে মোটর সাইকেলে পালিয়ে যায়।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, এই ধরনের ছিনতাইয়ের ঘটনা ব্যাংক এলাকায় আগেও ঘটেছে। তবে এবার ব্যাংকের গেটের সামনে হওয়ায় স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহের চেষ্টা চলছে। দুষ্কৃতীদের খোঁজে এলাকায় তল্লাশি চলছে। ঘটনায় স্থানীয়রা এলাকায় নিরাপত্তা বাড়ানো দাবি জানিয়েছেন।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন উত্তর ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা আরিফুল মন্ডল - কে 28.11.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 88L 57362 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমার স্মৃতি মনে পড়লে, জীবনে লটারির টিকিট কিনতে আমি অনিচ্ছুক ছিলাম। কিন্তু ডিয়ার লটারির বেশ কয়েকজন পুরস্কার বিজয়ীকে দেখার পর আমি কয়েকটি দশ টাকা খরচ করে ভাগ্য পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। ডিয়ার লটারি বানিজ্যে একটি শক্তিশালী নাম হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং আমি কোটিপতি হতে পেরে আনন্দিত।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

আদিবাসী মিছিলে সরব তৃণমূল জনপ্রতিনিধিরাও

‘ভাতার সরকার দূর হটো’

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি আদিবাসী জনজাগরণ সমিতির মিছিল। শুক্রবার।

নকশালবাড়ি, ২০ ফেব্রুয়ারি : বিধানসভা ভোটের আগে নকশালবাড়িতে অস্বস্তিতে তৃণমূল কংগ্রেস। শুক্রবার নকশালবাড়ি আদিবাসী জনজাগরণ সমিতির তরফে বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে প্রতিবাদ মিছিল করা হল। বিভিন্ন চা বাগান এলাকার প্রায় ৫০০ শ্রমিক মিছিলে যোগ দেন। নকশালবাড়ি, মণিরাম, হাতিঘিসা অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসের অনেক আদিবাসী নেতা-কর্মী প্রকাশ্যে তিরধনুক, ঝান্ডা নিয়ে মিছিলে হাঁটেন। এই মিছিলে বিভিন্ন চা বাগান এলাকার তৃণমূল কংগ্রেসের বেশ কয়েকজন বিক্ষুব্ধ পঞ্চায়েত সদস্য ও উপপ্রধান উপস্থিত ছিলেন। যা নিয়ে এলাকায় গুঞ্জন শুরু হয়েছে। নকশালবাড়ি রথখোলা থেকে মিছিল শুরু হয়। শেষ হয় আদিবাসী ময়দানে।

মিছিলের সামনের ব্যানারে এসআইআর-এর প্রতিবাদ এবং অসমে আদিবাসীদের উপর অত্যাচার বন্ধের দাবি জানানো হলেও মিছিলের ভেতরে ছিল অন্য গল্প। শ্রমিকরা বিভিন্ন প্ল্যাকার্ডে চা বাগানের জমিতে পাট্টার দাবি, ভাতার সরকার দূর হটো, ভুয়ো এসটি সার্টিফিকেট বাতিল করো, বাগানের শ্রমিকদের পিএফ গ্র্যাচুইটি আটকে রাখা মালিকদের হুঁশিয়ারি, বিধানসভা ভোটের আগে ন্যূনতম মজুরি চালু করা সহ বিভিন্ন ইস্যু তোলা হয়। তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্যরাই এই সব ইস্যু মিছিলে তোলেন।

রাজনৈতিক মহলের মতে, বিধানসভা ভোটের আগে এক অন্য সমীকরণের ইঙ্গিত দিল আদিবাসী জনজাগরণের এই মিছিল। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রঞ্জন চিকবড়াইক, হাতিঘিসা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন অঞ্চল সভাপতি তথা পঞ্চায়েত সদস্যা পুষ্পা কুজুর সহ অন্যরা। রঞ্জন নকশালবাড়ি আদিবাসী জনজাগরণ সমিতির সভাপতি পদেও রয়েছেন। রঞ্জন বলেন, ‘এসআইআর প্রক্রিয়ায় নথিপত্র গোলমাল হলেই প্রচুর আদিবাসীর নাম কাটা হবে বলে আমাদের আশঙ্কা। বর্তমানে এই এলাকার তৃণমূল নেতারাও আদিবাসীদের সঙ্গে বিমাতৃসুলভ আচরণ করে চলেছে। অথচ এই বিধানসভায় বিভিন্ন চা বাগানের আদিবাসী ভোটাররা নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে থাকেন। এদিন দলের বিরুদ্ধে আমরা মিছিল করিনি। আদিবাসী সমাজের কল্যাণে আমরা মিছিল করেছি। আগামী বিধানসভায় যারা চা বাগানে ভালো কাজ করবে আদিবাসী ভোট তাদের পক্ষেই যাবে।’

মিছিলে যোগ দিয়ে পুষ্পা বলেছেন, ‘হাতিঘিসা অঞ্চলজুড়ে চা বাগানের সংখ্যা অনেক বেশি। এই এলাকায় আদিবাসীদের জন্য বিরসা মুন্ডা কলেজ, আদিবাসী হস্টেল, স্কুল রয়েছে। কিন্তু এই সব সরকারি প্রতিষ্ঠানে আদিবাসীদের ঘরের ছেলেমেয়েরা চাকরি পায়নি। তৃণমূল নেতাদের বড় ঘরের ছেলেমেয়েরাই কলেজ, স্কুল, হস্টেল দখল করে রেখেছে। যে কোনও অনুষ্ঠানে আদিবাসীদের সংস্কৃতিকে প্রচার করা হয় না। ভোটে এখানকার নেতারা শুধুমাত্র আমাদের ব্যবহার করছে। বিধানসভা ভোটের আগে হুঁশিয়ারি দিতেই এই মিছিল করা হয়েছে।’

যদিও এদিনের মিছিল নিয়ে নকশালবাড়ি তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি পৃথ্বীশ রায় বলেন, ‘আদিবাসী শ্রমিকদের মিছিল ছিল এসআইআর-এর বিরুদ্ধে। যার পক্ষে আমরাও রয়েছি। দলের কারা মিছিলে ছিলেন, জানি না। তবে আদিবাসী সমাজ থেকে যারা দাবিগুলি তুলেছে সেটা তাদের ন্যায্য দাবি।’

বিজেপির নকশালবাড়ি মাটিগাড়ার বিধায়ক আনন্দময় বর্মন বলেন, ‘এই সরকার যে ভাতার সরকার সেটা আদিবাসী সমাজ বুঝে গিয়েছে। এই সরকারের আয়ু মাত্র দুই মাস। এসআইআর নিয়ে আদিবাসী শ্রমিকদের ভয়ের কিছুই নেই। দুই মাস পর নতুন সরকার গঠন হলেই সমস্ত সরকারি সুযোগসুবিধা মিলবে।’

হুজুরের মাজারের গেটে তালা।

তালাবন্ধ হুজুর সাহেবের মাজার

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ২০ ফেব্রুয়ারি : বিতর্কের কেন্দ্রে হুজুর সাহেবের মেলা। মেলার আগে নতুন কমিটি গঠন নিয়ে জলঘোলা হয়েছিল বিস্তর। এবার হুজুরের মেলায় প্রাপ্ত টাকাপয়সা নিয়ে নতুন করে সমস্যা তৈরি হয়েছে। তারই জেরে ইসালে সওয়াব অর্থাৎ হুজুরের মেলা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই কার্যত তালাবন্ধ অবস্থায় স্বয়ং হুজুর সাহেব। মাজারে চাঁদোয়া চড়াতে না পারায় ক্ষোভ বাড়ছে ধর্মপ্রাণ মানুষের মধ্যে।

প্রতিবছর রমজান মাসের নবম দিনে হুজুর সাহেবের প্রয়াণ দিবস পালন করা হয়। কিন্তু পরিস্থিতি যা, তাতে এবছর প্রয়াণ দিবসেও তালাবন্ধ অবস্থায় হুজুরের মাজার থাকতে পারে বলে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। যা নিয়ে ক্ষুব্ধ মুসলিম ধর্মপ্রাণ মানুষ।

রমজান মাসের কারণে এবছর প্রায় এক মাস আগে ১৫-১৬ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় উত্তরবঙ্গে ঐতিহ্যবাহী হলদিবাড়ি হুজুর সাহেবের মেলা। নজিরবিহীনভাবে মেলা শেষের এক মাস পরেও তালা ঝুলছে মাজারের মূল গেটে। ২৪ ঘণ্টা রয়েছে পুলিশি পাহারা। হুজুরের কবরে চাঁদোয়া চড়াতে পারছেন না দূরদূরান্ত থেকে আসা হুজুরভক্তরা। প্রত্যেক বছর হুজুর সাহেবের মেলা শেষে দানের টাকাপয়সা মাজারের ভেতরে রেখে হুজুরদের ওয়ারিশদের তরফে মাজারের গেট তালাবন্ধ করে দেওয়া হয়। কয়েকদিন ধরে সেই টাকা গোনা হয়। টাকা গোনার কাজ শেষ হলে গেট খুলে দেওয়া হয়।

হলদিবাড়ির পিরজাদা সৈয়দ খন্দকার শরিফুল আরফিন বলেন, ‘মুর্শিদাবাদে বসবাসকারী হুজুরের বংশধররা হলদিবাড়িতে না আসার কারণে এবছর টাকা গোনা সম্ভব হচ্ছে না। হুজুরের বংশধরদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁরা জানান, এসআইআর সংক্রান্ত কাজের জন্য এখন আসতে পারছেন না।’

> এই ঘটনার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ভুল বার্তা যাচ্ছে। রমজান মাসে হুজুরের দর্শন থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন ভক্তরা।
>
> **-লুৎফর রহমান**
> যুগ্ম সম্পাদক, এক্রামিয়া ইসালে সওয়াব কমিটি

সূত্রের খবর, মুর্শিদাবাদের হুজুরের বংশধরদের একাংশ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন। এক্রামিয়া ইসালে সওয়াব কমিটির যুগ্ম সম্পাদক লুৎফর রহমানের স্বীকারোক্তি, ‘এই ঘটনার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ভুল বার্তা যাচ্ছে। রমজান মাসে হুজুরের দর্শন থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন ভক্তরা।’

ক্ষোভ শিলিগুড়িতেও

দলে থেকেও অনেকে নিষ্ক্রিয়

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২০ ফেব্রুয়ারি : প্রতীক উর হয়তো শনিবার সিপিএমের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক বিচ্ছেদ ঘটাবেন। কিন্তু যাঁরা দলে থেকে গেলেন, তাঁদের আক্ষেপ, বিক্ষোভ কম নয়। নেতাদের ‘প্রিয়পাত্র না হলে কোণঠাসা করে দেওয়া’, ‘ভয়ের পরিবেশ’, ‘স্বজনপোষণ’, ‘সঠিক মূল্যায়ন না করার’ মতো যে অভিযোগগুলি প্রতীক তুলেছেন, তার সঙ্গে সহমত সিপিএমের দার্জিলিং জেলার অনেকে।

তাঁদের কথায়, যোগ্যতার বিচার করে মর্যাদা দিলে শংকর ঘোষকে সিপিএম ছেড়ে বিজেপির হাত ধরতে হত না। শংকরের পরপর দলত্যাগী তরুণ প্রজন্মের আরেক নেতার কথায়, ‘২০-২২ বছর পার্টি করেছিলাম। আমাকে গুরুত্বপূর্ণ কাজের জায়গা দেওয়া হয়নি। দু-একজন ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখেছিলেন বলে দল ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলাম।’

তাঁরা না হয় দল ছেড়েছেন, কিন্তু সিপিএমে থেকেও অনেকের ক্ষোভ প্রচণ্ড। যেমন, অতীতে মাটিগাড়া বাজারের এক দাপুটে যুব নেতা, যিনি পার্টির কাজকর্ম থেকে নিজেকে সরিয়েই নিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘ভোট আসছে, দলের কাজ করতে হবে। কিন্তু এত বছর ছাত্র ও যুব সংগঠন, তারপর মূল পার্টির ঝান্ডা ধরেও জেলা স্তরে জায়গা পেলাম না। এখন নিজের ব্যবসায় মন দিয়েছি। ভোট এলে কাজ করি মাত্র।’

যদিও দলের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক সমন পাঠক বলেন, ‘যদি কারও কোনও বক্তব্য থাকে, তা নিয়ে দলে আলোচনা করা যেতেই পারে। আমরা সবাইকে এই সুযোগ দিয়ে থাকি।’ কিন্তু সিপিএমের অন্দরে কান পাতলে ভিন্ন ছবি ধরা পড়ে। পাহাড়ে সংগঠন শক্তিশালী নয়। কিন্তু সেখানকার এক নেতাকে পাহাড়ে কাজ করতে না দিয়ে সমতলে এনে দলীয় সভাগুলিতে শুধু ভাষণ দেওয়ানো হচ্ছে বলে অভিযোগ। অথচ শহরের তরুণ নেতারা দীর্ঘদিন দলীয় কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত থাকলেও তাঁদের যোগ্য কাজ দেওয়া হচ্ছে না।

দীর্ঘদিন ছাত্র-যুব সংগঠনের জেলা কমিটির এক সদস্যের কথায়, ‘প্রতীক উরের সব অভিযোগ মিথ্যা নয়। আদর্শের কারণে অনেকে মুখ খুলতে চান না।’ ছাত্র আন্দোলন থেকে উঠে আসা এক নেতার কথায়, ‘আন্দোলনের মাধ্যমে উঠে আসা অনেক তরুণ দলে গোলাপ হয়ে ফুটতে পারতেন, লবি করে তাঁদের কাঁটা ভেবে ফেলে দিয়েছে।’

- শিলিগুড়িতেও যোগ্যতা অনুযায়ী মর্যাদা না পাওয়ার অভিযোগ সিপিএমের অন্দরে
- দলে থাকলেও তাই কর্মসূচিতে যেতে অনীহা প্রকাশ একাংশের
- প্রতিবাদ করলে রোষের মুখে পড়ার অভিযোগও উঠে আসছে

সিপিএমের জেলা কমিটির এক সদস্যের কথায়, ‘প্রতিবাদ করে রোষের মুখেও পড়েছি।’ অভিযোগ, মহম্মদ সেলিম রাজ্য সম্পাদক হওয়ার পর থেকে দলে লবি কালচার বেড়েছে।

উত্তরবঙ্গ উন্নয়নে বরাদ্দ চাইলেন শ্রিংলা

নির্মলার সঙ্গে বৈঠক সাংসদের

শিলিগুড়ি, ২০ ফেব্রুয়ারি : উত্তরবঙ্গ সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির জন্য বাজেটে নির্দিষ্টভাবে বরাদ্দ রাখার দাবি তুললেন রাজ্যসভার সাংসদ হর্ষবর্ধন শ্রিংলা। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের সঙ্গে বৈঠক করে তিনি এই দাবিগুলি নিয়ে স্মারকলিপিও দিয়েছেন। শুক্রবার শ্রিংলা বলেন, ‘কেন্দ্রের প্রত্যেকটি মন্ত্রকই যাতে নির্দিষ্ট পরিমাণে এই অঞ্চলের জন্য বরাদ্দ করে সেই দাবি জানিয়েছি।’ তাঁর বক্তব্য, ‘উত্তরবঙ্গ সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের নিরাপত্তার স্বার্থেও এই অঞ্চল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি মন্ত্রক মিলিয়ে যদি বাজেটে বাধ্যতামূলকভাবে এখানকার জন্য ০.৩ শতাংশও বরাদ্দ হয়, তাহলে প্রতি বছর উত্তরবঙ্গ এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি ৩ হাজার ৬০০ কোটি টাকা পেতে পারে।’ এই বরাদ্দ এই এলাকাগুলিতে উন্নয়নের পথকে আরও প্রশস্ত করবে বলে তাঁর মত।

উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার হিসাবে শিলিগুড়ি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শহর হিসাবে বিবেচিত হয়। এই ‘চিকেন নেক’-এর গুরুত্বের কথা ভেবে এখানকার উন্নয়নের স্বার্থে এই অঞ্চলকে নর্থ-ইস্টার্ন কাউন্সিলে অন্তর্ভুক্তির দাবিও বহুদিন ধরেই উঠছে। পাশাপাশি এই অঞ্চলকে ফ্রি ট্রেড জোন ঘোষণার দাবিও নতুন নয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এখনও পর্যন্ত এই দাবিকে মান্যতা দেয়নি। যদিও জাতীয় সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটে শিলিগুড়ি থেকে বারাণসী বুলেট ট্রেন করিডরের ঘোষণা করা হয়েছে।

তবে, সুরক্ষা ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি এই অঞ্চলের মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রের প্রতিটি মন্ত্রকের বাজেট বরাদ্দে উত্তরবঙ্গের অংশীদারিত্ব চাইছেন রাজ্যসভার সাংসদ হর্ষবর্ধন শ্রিংলা। তাঁর দাবি, উত্তরবঙ্গ, বিশেষ করে শিলিগুড়ি সহ দার্জিলিং জেলা, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারের মতো সংবেদনশীল এলাকার উন্নয়নের দিকে আরও নজর দেওয়া প্রয়োজন।

কাজের শিলান্যাস

নকশালবাড়ি, ২০ ফেব্রুয়ারি: বিধানসভা ভোটের আগে মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েত আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান প্রকল্পে ৫০ লক্ষ টাকার কাজের শিলান্যাস হল। শুক্রবার নকশালবাড়ি ব্লকের মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে প্রধান গৌতম ঘোষ পাঁচটি সংসদে মোট ৫০ লক্ষ টাকার কাজের শিলান্যাস করেন। উত্তর দয়ারাম, দক্ষিণ দয়ারাম, ছোট মণিরামজোত, ঢাকনাজোত, বেঙ্গাইজোত সংসদে কাজ শুরু হয়। রাস্তাঘাট, নিকাশিনালা, স্কুলের মাঠ ভরাট সহ নানা কাজ হবে। প্রধান বলেন, ‘প্রতিটি সংসদের বাসিন্দাদের ইচ্ছেমতো পাড়ায় সমাধানের কাজগুলি করা হয়েছে। আগামী এক মাসের মধ্যেই সমস্ত কাজ সম্পূর্ণ হবে।’

দুই পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যু

চোপড়া, ২০ ফেব্রুয়ারি : চোপড়া থানা এলাকায় দুটি আলাদা জায়গায় দুজন পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শুক্রবার চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের এক এলাকায় নিজের বাড়ি থেকে এক কিশোরীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতার কাকা বলেন, ‘ও এবারেই মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেছিল। বাড়িতে কারও সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটিও হয়নি। শোয়ার ঘর থেকে এদিন দেহ উদ্ধারের ঘটনায় আমরা হতভম্ব।’ পুলিশ দেহটিকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অন্যদিকে, এদিন সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এক এলাকার এক দশম শ্রেণির ছাত্রের বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় গ্রামে শোকের ছায়া নেমে আসে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মায়ের সঙ্গে এদিন সে সকালে ছাগলের জন্য গাছ থেকে পাতা পাড়তে গিয়ে এই অঘটন ঘটে। বাড়ি থেকেও কিছুটা দূরে জাতীয় সড়কের ধারে একটি কাঁঠাল গাছের পাশ দিয়ে বিদ্যুতের তার গিয়েছে সেটা সে বুঝতে পারেনি। গাছ থেকে ছিটকে পড়ে যায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলেও বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

প্রকৃতি পাঠ শিবির

লাটাগুড়ি, ২০ ফেব্রুয়ারি : মূর্তি নদীর পাড়ে নদী ও জঙ্গলে ঘেরা প্রাকৃতিক পরিবেশে শুরু হল বিশেষভাবে সক্ষমদের নিয়ে চারদিনের প্রকৃতি পাঠ শিবির। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা প্রায় ১২০ জন এই শিবিরে যোগ দিয়েছেন। বেসরকারি রিসর্টে অনুষ্ঠিত শিবিরের আয়োজন করেছে ন্যাফ। সহযোগিতায় রয়েছে লাটাগুড়ি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন এবং গয়েরকাটার আরণ্যক। এবার শিবিরের ২৪তম বর্ষ। ন্যাফের কোঅর্ডিনেটর অনিমেষ বসু জানান, উত্তরবঙ্গের বিশেষভাবে সক্ষমদের সহায়তা করাই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। গাছের পাতা স্পর্শ করা, বিভিন্ন গাছের গন্ধ চেনা, পাখির ডাক শোনার সুযোগ থাকবে। শনিবার গরুমারায় কুনকিদের স্পর্শ করিয়ে বুনোদের চেনানো হবে। শিবির উদ্বোধন করেন পদ্মশ্রী করিমুল হক।

স্টোরস ই-প্রকিউরমেন্ট

ই- প্রকিউরমেন্ট টেন্ডার নোটিস নং. এস/৪১/২০২৫-২৬ তারিখঃ ১৮-০২-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেন্ডার আহ্বান করছে:

ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেন্ডার সংখ্যা. ৬১/২৫/৫৬৯৫এ/৩টি/২২৩/২০২৫-২৬
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১৩-০৩-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ পিএল. সংখ্যা. এবং পরিমাণঃ ১) আরডিএসও ড্রয়িং সংখ্যা. টি-৮৯৭১ থেকে ৮৯৭৮ পর্যন্ত সর্বশেষ পরিবর্তন সহিত ৬০ কেজি (ইউআইসি)/৬০ই১/৫২ কেজি রানিং রেল এবং যদি আছে আইআরএস স্পেসিফিকেশন নং. টি-৩৯ (ষষ্ঠ সংশোধনী-মার্চ ২১) এর উপযোগী হওয়া পথ বাহন/ওয়াগনে উপযুক্তভাবে লোড করে ওয়াইডার বেস ব্রিজ অ্যাপ্রোচ স্লীপারের জন্যে পিএসসি মোনোব্লক কংক্রিট স্লিপারের (প্রীটেনশন টাইপ) নির্মাণ এবং যোগান। [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস]। [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: প্রযোজ্য হবে না, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউডিএএম লিংকিং: আইটেমঃ ৩১০০৫৮৯, ব্রডগেজ, মিটারগেজ এবং ন্যারো গেজের জন্যে প্রিটেনশনড প্রিষ্ট্রেসড কংক্রিট স্লিপার], আইটেম টাইপ গুডস (যোগান), পরিমাণ- জেষ্ঠ/ডিইএন/সি/কাটিহার, এনএফআর (বিহার) এর জন্য ২২২ সেট। পিএল. সংখ্যা. ৬০০৪০০১৩০৯৯। ২) আরডিএসও ড্রয়িং সংখ্যা. টি-৮৯৭১ থেকে ৮৯৭৮ পর্যন্ত সর্বশেষ পরিবর্তন সহিত ৬০ কেজি (ইউআইসি)/৬০ই১/৫২ কেজি রানিং রেল এবং যদি আছে আইআরএস স্পেসিফিকেশন নং. টি-৩৯ (ষষ্ঠ সংশোধনী-মার্চ ২১) এর উপযোগী হওয়া পথ বাহন/ওয়াগনে উপযুক্তভাবে লোড করে ওয়াইডার বেস ব্রিজ অ্যাপ্রোচ স্লীপারের জন্যে পিএসসি মোনোব্লক কংক্রিট স্লিপারের (প্রীটেনশন টাইপ) নির্মাণ এবং যোগান। [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস]। [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: প্রযোজ্য হবে না, পর্যায়সমূহঃ ০]। [ইউডিএএম লিংকিং: আইটেমঃ ৩১০০৫৮৯, ব্রডগেজ, মিটারগেজ এবং ন্যারো গেজের জন্যে প্রিটেনশনড প্রিষ্ট্রেসড কংক্রিট স্লিপার]। আইটেম টাইপ গুডস (যোগান), পরিমাণ- সিএইচ.ওএস/জি/ইএনজিজি/রঙ্গিয়া, এনএফআর (অসম) এর জন্য ৬৪ সেট। পিএল. সংখ্যা. ৬০০৪০০১৩০৯৯। (৩) আরডিএসও ড্রয়িং সংখ্যা. টি-৮৯৭১ থেকে ৮৯৭৮ পর্যন্ত সর্বশেষ পরিবর্তন সহিত ৬০ কেজি (ইউআইসি)/৬০ই১/৫২ কেজি রানিং রেল এবং যদি আছে আইআরএস স্পেসিফিকেশন নং. টি-৩৯ (ষষ্ঠ সংশোধনী-মার্চ ২১) এর উপযোগী হওয়া পথ বাহন/ওয়াগনে উপযুক্তভাবে লোড করে ওয়াইডার বেস ব্রিজ অ্যাপ্রোচ স্লীপারের জন্যে পিএসসি মোনোব্লক কংক্রিট স্লিপারের (প্রীটেনশন টাইপ) নির্মাণ এবং যোগান। [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস]। [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: প্রযোজ্য হবে না, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউডিএএম লিংকিং: আইটেমঃ ৩১০০৫৮৯, ব্রডগেজ, মিটারগেজ এবং ন্যারো গেজের জন্যে প্রিটেনশনড প্রিষ্ট্রেসড কংক্রিট স্লিপার]। আইটেম টাইপ গুডস (যোগান), পরিমাণ- এসএসই/পি.ওয়ে/লামডিং, এনএফআর (অসম) এর জন্য ১৯৭ সেট। পিএল. সংখ্যা. ৬০০৪০০১৩০৯। আরডিএসও ড্রয়িং সংখ্যা. টি-৮৯৭১ থেকে ৮৯৭৮ পর্যন্ত সর্বশেষ পরিবর্তন সহিত ৬০ কেজি (ইউআইসি)/৬০ই১/৫২ কেজি রানিং রেল এবং যদি আছে আইআরএস স্পেসিফিকেশন নং. টি-৩৯ (ষষ্ঠ সংশোধনী-মার্চ ২১) এর উপযোগী হওয়া পথ বাহন/ওয়াগনে উপযুক্তভাবে লোড করে ওয়াইডার বেস ব্রিজ অ্যাপ্রোচ স্লীপারের জন্যে পিএসসি মোনোব্লক কংক্রিট স্লিপারের (প্রীটেনশন টাইপ) নির্মাণ এবং যোগান। [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস]। [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: প্রযোজ্য হবে না, পর্যায়সমূহঃ ০] [ইউডিএএম লিংকিং: আইটেমঃ ৩১০০৫৮৯, ব্রডগেজ, মিটারগেজ এবং ন্যারো গেজের জন্যে প্রিটেনশনড প্রিষ্ট্রেসড কংক্রিট স্লিপার]। আইটেম টাইপ গুডস (যোগান), পরিমাণ- এসএসই/পি.ওয়ে/আলিপুরদুয়ার জংশন, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্য ৯২ সেট। পিএল. সংখ্যা. ৬০০৪০০১৩০।

ক্রমিক সংখ্যা. ২। টেন্ডার সংখ্যা. ৫০/২৫/৫৪০০/৩টি/২২৪/২০২৫-২৬
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০৪-০৩-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণ পিএল. সংখ্যা. এবং পরিমাণঃ (১) সর্বশেষ সংশোধনী/স্পেসিফিকেশন সহিত আইআরএসঃ এস-৬৩/২০১৪ (আরইভি. ৪.০) অনুসারে ১২ কোর × ১.৫ বর্গমিলিমিটার পিভিসি ইনসুলেটেড আর্মার্ড, আনস্ক্রীনড, আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে সিগন্যালিং ক্যাবলের যোগান। [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস]। ইউডিএম আইটেমের সন্দর্ভে (আইটেম আইডিঃ ৩১০০০৫৪- পিভিসি ইনসুলেটেড আর্মার্ড, আনস্ক্রীনড, আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে সিগন্যালিং ক্যাবল, সাব আইটেম আইডিঃ ৩১০০০৫৪০০১- পিভিসি ইনসুলেটেড আর্মার্ড, আনস্ক্রীনড, আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে সিগন্যালিং ক্যাবল, পরিমাণঃ জ্যেষ্ঠ খণ্ড অভিযন্তা/এসআইজি/ফকিরাগ্রাম, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৩০.০০ কিলোমিটার। পিএল. সংখ্যা. ৫৩১৮০৯৯৪২২৬০ (২) সর্বশেষ সংশোধনী/স্পেসিফিকেশন সহিত আইআরএসঃ এস-৬৩/২০১৪ (আরইভি. ৪.০) অনুসারে ১২ কোর × ১.৫ বর্গমিলিমিটার পিভিসি ইনসুলেটেড আর্মার্ড, আনস্ক্রীনড, আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে সিগন্যালিং ক্যাবলের যোগান। [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস]। ইউডিএম আইটেমের সন্দর্ভে (আইটেম আইডিঃ ৩১০০০৫৪-পিভিসি ইনসুলেটেড আর্মার্ড, আনস্ক্রীনড, আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে সিগন্যালিং ক্যাবল, সাব আইটেম আইডিঃ ৩১০০০৫৪০০১- পিভিসি ইনসুলেটেড আর্মার্ড, আনস্ক্রীনড, আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে সিগন্যালিং ক্যাবল, পরিমাণঃ জ্যেষ্ঠ খণ্ড অভিযন্তা/এসআইজি/নিউ মাল জংশন, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ৬.০০ কিলোমিটার। পিএল. সংখ্যা. ৫৩১৮০৯৯৪৫১১০। (৩) সর্বশেষ সংশোধনী/স্পেসিফিকেশন সহিত আইআরএসঃ এস-৬৩/২০১৪ (আরইভি. ৪.০) অনুসারে ১২ কোর × ১.৫ বর্গমিলিমিটার পিভিসি ইনসুলেটেড আর্মার্ড, আনস্ক্রীনড, আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে সিগন্যালিং ক্যাবলের যোগান। [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস]। ইউডিএম আইটেমের সন্দর্ভে (আইটেম আইডিঃ ৩১০০০৫৪- পিভিসি ইনসুলেটেড আর্মার্ড, আনস্ক্রীনড, আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে সিগন্যালিং ক্যাবল, পরিমাণঃ এসএসই/এসআইজি/নিউ কোচবিহার, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ২৪.০০ কিলোমিটার। পিএল. সংখ্যা. ৫৩১৮৬১০৫০৮৮২। (৪) সর্বশেষ সংশোধনী/স্পেসিফিকেশন সহিত আইআরএসঃ এস-৬৩/২০১৪ (আরইভি. ৪.০) অনুসারে ১২ কোর × ১.৫ বর্গমিলিমিটার পিভিসি ইনসুলেটেড আর্মার্ড, আনস্ক্রীনড, আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে সিগন্যালিং ক্যাবলের যোগান। [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস]। ইউডিএম আইটেমের সন্দর্ভে (আইটেম আইডিঃ ৩১০০০৫৪-পিভিসি ইনসুলেটেড আর্মার্ড, আনস্ক্রীনড, আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে সিগন্যালিং ক্যাবল, সাব আইটেম আইডিঃ ৩১০০০৫৪০০১- পিভিসি ইনসুলেটেড আর্মার্ড, আনস্ক্রীনড, আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে সিগন্যালিং ক্যাবল, পরিমাণঃ জ্যেষ্ঠ খণ্ড অভিযন্তা/এসআইজি/নিউ মাল জংশন, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ২৬.০০ কিলোমিটার। পিএল. সংখ্যা. ৫৬১১৯৫৭৩১৭৫৩। (৫) সর্বশেষ সংশোধনী/স্পেসিফিকেশন সহিত আইআরএসঃ এস-৬৩/২০১৪ (আরইভি. ৪.০) অনুসারে ১২ কোর × ১.৫ বর্গমিলিমিটার পিভিসি ইনসুলেটেড আর্মার্ড, আনস্ক্রীনড, আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে সিগন্যালিং ক্যাবলের যোগান। [ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস]। ইউডিএম আইটেমের সন্দর্ভে (আইটেম আইডিঃ ৩১০০০৫৪- পিভিসি ইনসুলেটেড আর্মার্ড, আনস্ক্রীনড, আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে সিগন্যালিং ক্যাবল, সাব আইটেম আইডিঃ ৩১০০০৫৪০০১- পিভিসি ইনসুলেটেড আর্মার্ড, আনস্ক্রীনড, আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে সিগন্যালিং ক্যাবল, পরিমাণঃ এসএসই/এসআইজি/গুয়াহাটি, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৩৫০.০০ কিলোমিটার। পিএল. সংখ্যা. ৫৬৫০৯৯৫৯।

নোটঃ টেন্ডার নোটিস এবং টেন্ডার প্র-পত্রের সম্পূর্ণ তথ্যের জন্যে টেন্ডারকর্তাগণ (www.ireps.gov.in) ওয়েবসাইটে লগ অন করতে পারবেন। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণ যারা উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে চায়, যদি উনারা ইতিমধ্যে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে পঞ্জীয়নভুক্ত হয়, তাহলে উনারা উপরোক্ত ওয়েবসাইটে নিজেদের লগ অন করতে হবে এবং ইলেক্ট্রনিক্যালি ওনাদের প্রস্তাব দাখিল করতে হবে। যদি উনারা আইআরইপিএসে পঞ্জীয়ন করে নেই, তাহলে ভারত সরকারের আইটি য়্যাক্ট ২০০০ এর অধীনে অনুমোদিত এজেন্সী থেকে ক্লাস-III ডিজিট্যাল সিগনেচার প্রাপ্ত করার জন্যে এবং উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার জন্যে উনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হল।

পিসিএমএম, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

Abridge Copy of e-Tender for NIT being invited by the Executive Engineer, WBSRDA, Alipurduar Division vide e-NIT No-21/APD/WBSRDA/TCMRS/2025-26 (2nd Call), Dated-19/02/2026. Details may be seen in the state govt. portal **https://wbtenders.gov.in, www.wbprd.nic.in** & Office notice board.

Sd/-
EXECUTIVE ENGINEER/WBSRDA/ ALIPURDUAR DIVISION

স্টোরস ই-প্রকিউরমেন্ট

সামগ্রী যোগানের হেতু ই-প্রকিউরমেন্ট টেন্ডার নোটিস নং. এস/৬৬/০১৭/২৫-২৬ তারিখঃ ১৩-০২-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে:

টেন্ডার সংখ্যা. কেটি২৬৫১৬৩
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০৯-০৩-২০২৬

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/এসপিএন/১৬৫/২০২৩ (ভার্সন ৪.০) অনুসারে অনন্তিম সংশোধনী সহিত সম্পূর্ণ সরঞ্জামের সঙ্গে ২০০ এএইচ ক্ষমতাসম্পন্ন এলএমএলএ ব্যাটারির সাথে ইন্টারলকড এলসি গেট থ্রাই এরিয়া ১১০টির হেতু একত্রিত বিদ্যুৎ যোগানের উপরে আধারিত এসএমপিএসের যোগান, স্থাপন এবং কমিশনিং। কনসাইনিঃ এসএসই/এসএসই/শিলিগুড়ি জংশন, এনএফআর। পরিমাণঃ ০৫ সেট।

নোটঃ টেন্ডার নোটিস এবং টেন্ডার প্র-পত্রের সম্পূর্ণ তথ্যের জন্যে টেন্ডারকর্তাগণ (www.ireps.gov.in) ওয়েবসাইটে লগ অন করতে পারবেন। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণ যারা উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে চায়, যদি উনারা ইতিমধ্যে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে পঞ্জীয়নভুক্ত হয়, তাহলে উনারা উপরোক্ত ওয়েবসাইটে নিজেদের লগ অন করতে হবে এবং ইলেক্ট্রনিক্যালি ওনাদের প্রস্তাব দাখিল করতে হবে। যদি উনারা আইআরইপিএসে পঞ্জীয়ন করে নেই, তাহলে ভারত সরকারের আইটি য়্যাক্ট ২০০০ এর অধীনে অনুমোদিত এজেন্সী থেকে ক্লাস-III ডিজিট্যাল সিগনেচার প্রাপ্ত করার জন্যে এবং উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার জন্যে উনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হল।

উপ মুখ্য সামগ্রী প্রবন্ধক, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

প্রশ্নেই ২৪ ঘণ্টা ডায়ালিসিস

চিকিৎসকরা নিয়মিত আসেন না উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২০ ফেব্রুয়ারি : ২৪ ঘণ্টা ডায়ালিসিস পরিষেবা শুরু হচ্ছে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। শনিবার থেকেই এই পরিষেবা শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। যদিও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, রোগীরা আদৌ ২৪ ঘণ্টা পরিষেবা পাবেন তো? কেননা, নেফ্রোলজি বিভাগের অধীনে থাকা ৬ শয্যার ডায়ালিসিস বিভাগের চিকিৎসকরা নিয়মিত হাসপাতালে আসেন না বলে অভিযোগ। এমনকি বিভাগের প্রধান ডাঃ অর্পিতা রায়চৌধুরী কোনও মাসে দু'-তিনদিন আবার কোনও মাসে বিভাগে আসেন না বলে অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে আদৌ ২৪ ঘণ্টা পরিষেবা পাওয়া যাবে কি না, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে।

মেডিকেলের কর্তারা নেফ্রোলজি বিভাগের চিকিৎসকদের অনিয়মিত যাতায়াতের বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েও দাবি করেছেন, পর্যাপ্ত মেডিকেল টেকনলজিস্ট রয়েছেন। কাজেই সমস্যা হওয়ার কথা নয়। মেডিকেলের সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিকের বক্তব্য, '২৪ ঘণ্টা ডায়ালিসিস বিভাগ চালু রাখতে সমস্ত ব্যবস্থা করা হচ্ছে।'

নেফ্রোলজি বিভাগের অধীনে থাকা ৬ শয্যার ডায়ালিসিস বিভাগে সপ্তাহের কাজের দিনগুলিতে শুধুমাত্র সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত পরিষেবা পাওয়া যায়। হাসপাতালের তথ্য অনুযায়ী, ফলে প্রতিদিন গড়ে ৬ থেকে ৭ জন রোগীর ডায়ালিসিস করানো সম্ভব হয়। অথচ মেডিকেলে প্রতিদিন প্রচুর রোগী ডায়ালিসিসের জন্য আসেন। পরিষেবা না পেয়ে অনেকেই বাধ্য হয়ে বেসরকারি হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে মোটা টাকার বিনিময়ে ডায়ালিসিস করান। রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠকেও একাধিকবার মেডিকেলে ২৪ ঘণ্টা ডায়ালিসিস চালু রাখার দাবি উঠেছে। যদিও কাজের কাজ কিছু হয়নি।

গত মাসে রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব নারায়নস্বরূপ নিগম মেডিকেল পরিদর্শনে এসেছিলেন। তিনি মেডিকেল কর্তৃপক্ষ, বিভিন্ন বিভাগের চিকিৎসকদের নিয়ে বৈঠক করেন। সেখানে ২৪ ঘণ্টা ডায়ালিসিস বিভাগ চালু রাখার দাবি ওঠে। প্রসূতি বিভাগের চিকিৎসক সন্দীপ সেনগুপ্তের দাবি ছিল, 'এখানে মাত্র কয়েক ঘণ্টা ডায়ালিসিস বিভাগ খোলা থাকছে। বহু মানুষ ডায়ালিসিস করাতে এসে ফিরে যাচ্ছেন। ফলে গরিব মানুষ পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।'

সেই সময়ই স্বাস্থ্যসচিব সপ্তাহের সাতদিন ২৪ ঘণ্টা ডায়ালিসিস বিভাগ চালু রাখার জন্য কলেজের অধ্যক্ষ এবং হাসপাতালের সুপারের দায়িত্বে থাকা ডাঃ মল্লিককে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এরপরই পদক্ষেপ করেন ডাঃ মল্লিক। নেফ্রোলজি বিভাগের সমস্ত চিকিৎসক, চিকিৎসাকর্মীদের নিয়ে বৈঠক করে দ্রুত ২৪ ঘণ্টা ডায়ালিসিস চালু রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। পরে শোনা যায় শনিবার থেকে ডায়ালিসিস বিভাগ ২৪ ঘণ্টার জন্য চালু রাখা হচ্ছে।

আর এখানেই প্রশ্ন উঠছে, যেখানে নেফ্রোলজি বিভাগের চিকিৎসক, প্রধানের বিরুদ্ধে অনিয়মিত হাসপাতালে আসার অভিযোগ রয়েছে, সেখানে কীভাবে ২৪ ঘণ্টা পরিষেবা দেওয়া হবে? এমনকি বিভাগীয় প্রধান ডাঃ রায়চৌধুরী বর্তমানে লম্বা ছুটিতে রয়েছেন বলে খবর। এই পরিস্থিতিতে প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টা রোগী পরিষেবা আদৌ দেওয়া সম্ভব হবে কি না বা রোগীরা সঠিক পরিষেবা পাবেন কি না সেই প্রশ্ন উঠছে। বিষয়টি নিয়ে নেফ্রোলজি বিভাগের প্রধান ডাঃ রায়চৌধুরীকে শুক্রবার একাধিকবার ফোন করা হলেও তাঁর ফোন সুইচ অফ থাকায় প্রতিক্রিয়া মেলেনি। মেডিকেল সুপার অবশ্য জানিয়েছেন, রোগী পরিষেবার স্বার্থে সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তবে এখন দেখার ২৪ ঘণ্টা পরিষেবা চালু হলেও, তার সুবিধা রোগীরা কতটা পায়।

- শনিবার থেকে মেডিকেলে শুরু হচ্ছে ২৪ ঘণ্টা ডায়ালিসিস পরিষেবা
- যদিও পরিষেবা সাধারণ মানুষ কতটা পাবেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে
- কেননা নেফ্রোলজি বিভাগের চিকিৎসকরা নিয়মিত হাসপাতালে আসেন না বলে অভিযোগ

২৪ ঘণ্টা ডায়ালিসিস বিভাগ চালু রাখতে সমস্ত ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক
সুপার, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

দোলের আগে শিলিগুড়ির জ্যোতিনগরে আবির শুকোতে ব্যস্ত মহিলা শ্রমিকরা। শুক্রবার। ছবি : দীপ্তেন্দু দত্ত

এসসি-এসটি ধারায় অভিযোগ দায়ের

নার্সিং কেন্দ্রের প্রতারণায় একজোট পড়ুয়ারা

শিলিগুড়ি, ২০ ফেব্রুয়ারি : দেবীডাঙ্গা ও শালবাড়িতে ভুয়ো প্যারামেডিকেল ও নার্সিং ইনস্টিটিউশনের প্রতারিত পড়ুয়ারা একজোট হয়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ শুরু করেছেন। এমনকি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তপশিলি জাতি এবং উপজাতি ধারা লাগাতে মরিয়া ওই পড়ুয়ারা। শুক্রবার দুই জায়গার তপশিলি উপজাতি পড়ুয়ারা একজোট হয়ে প্রধাননগর থানায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। মূল অভিযোগকারী মালবাজারের সিমরন বাক্সলা নিজেকে তপশিলি উপজাতি পরিচয় দিয়ে প্রতারণার অভিযোগ দায়ের করেছেন।

অভিযোগপত্রে সিমরন লিখেছেন, 'আমি দেবীডাঙ্গার ভুয়ো প্যারামেডিকেল ও নার্সিং ইনস্টিটিউশনের দ্বিতীয় বর্ষের পড়ুয়া। নিজের পাশাপাশি দেবীডাঙ্গা ও শালবাড়ির ভুয়ো প্যারামেডিকেল ও নার্সিং ইনস্টিটিউশন মিলিয়ে ১০০ তপশিলি পড়ুয়ার হয়ে এই অভিযোগ লিখছি।' অভিযোগপত্রে কোথায় কোথায় এই ইনস্টিটিউশনের ত্রুটি রয়েছে, সেটা তুলে ধরা হয়েছে। তাছাড়া কীভাবে প্রতারিত পড়ুয়াদের টার্গেট করা হয়েছে সেটাও বিস্তারিতভাবে জানানো হয়েছে অভিযোগপত্রে।

তবে শুধু তপশিলি উপজাতিরাই নয়, ২৩ তারিখের মধ্যে প্রতারিত তপশিলি জাতির পড়ুয়ারাও প্রধাননগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করবেন বলে খবর। প্রতারিত পালডেন শেরপার কথায়, 'আজকে আমরা প্রতারিত তপশিলি উপজাতিরা এসে লিখিত আকারে অভিযোগ দায়ের করলাম। তপশিলি জাতিরাও একসঙ্গে এসে লিখিত অভিযোগ দায়ের করবে।' বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিংয়ের মন্তব্য, 'এদিনের অভিযোগপত্র দেখব। প্রয়োজনমতো ধারা যুক্ত করা হবে।'

অভিযোগ দায়ের করা সিমরনের অভিযোগ, 'দেবীডাঙ্গার প্যারামেডিকেল ও নার্সিং ইনস্টিটিউশন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কাউন্সিল ও রাজ্য নার্সিং কাউন্সিলের অনুমোদন ছাড়াই কাজ করে গিয়েছে। এমনকি যে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে সেটাও ভুয়ো। সার্টিফিকেটে বলা হয়েছিল ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ ভোকেশনাল অ্যান্ড রিসার্চ ট্রেনিং (এনসিভিআরটি)-এর অথরাইজেশন রয়েছে। কিন্তু সেটার কোনও অস্তিত্ব নেই।'

নিজের পরিস্থিতির কথা তুলে ধরে সিমরন বলেন, 'আমার বাবা নেই। আমার পরিবারের কোনও আয় নেই। প্রতিবেশীদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে পড়াশোনা করছি। প্রতারণার শিকার হয়ে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে রয়েছি।' প্রধাননগর থানার পাশাপাশি এই অভিযোগপত্র জেলা শাসক, শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ কমিশনারকেও পাঠানো হয়েছে। সেইসঙ্গে নিউদিল্লিতে কমিশনার ফর শিডিউলড ট্রাইবকেও এই অভিযোগপত্র পাঠানো হয়েছে।

বেতনের ১৫ হাজার টাকায় সংসার চলে না, তাই চুরি!

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২০ ফেব্রুয়ারি : মাসিক ১৫ হাজার টাকায় সংসার চলে না, তাই কর্মস্থল ওয়্যারহাউস থেকে মোবাইল ফোন চুরি। অনলাইন ডেলিভারি সংস্থার ওয়্যারহাউস থেকে ১৫ লক্ষ টাকার মোবাইল ফোন চুরি কাণ্ডে পুলিশের জেরায় এমন কথা বলেছেন ধৃত ঢাকনিকাটার সমীর চৌধুরী ও গুরুংবস্তির রোহিত ভগত।

চুরি করার কৌশল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না থাকায় কয়েকদিন ধরে তাঁরা ক্রাইম সম্পর্কিত বিভিন্ন ওয়েব সিরিজ দেখেছেন বলেও পুলিশ জানতে পেরেছে। এরপরেই ফিল্মি কায়দায় চুরির ঘটনাটি ঘটান। চুরি সংক্রান্ত অভিযোগ পেয়েই প্রধাননগর থানার পুলিশ তদন্তে নেমে ওই দুজনকে জেরা করে। তাঁদের অসংলগ্ন কথাবার্তায় তদন্তকারীরা বুঝতে পারেন, চুরিতে হাত রয়েছে সমীর ও রোহিতের। এরপরেই তাঁদের গ্রেপ্তার করার পাশাপাশি বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের মাধ্যমে তিনদিনের হেপাজতে নেয় পুলিশ।

ওয়্যারহাউসের একটি কাচের জানলা রয়েছে। ওই জানলায় একটি গ্রিলও রয়েছে। জানলার

সমীর-রোহিতের বয়ানে হতবাক পুলিশও

সামনে থাকা একটি টেবিলে ছিল ১৫টি মোবাইল ফোন। সিসিটিভি ফুটেজে শুধু চারটে হাত দেখতে পায় পুলিশ। তদন্তকারীরা দেখেন, প্রথমে কাচের জানলাটি খোলা হয়। এরপর চার হাতে গ্রিলে ধাক্কা দেয় এবং তার একটি অংশ বেঁকিয়ে ফেলে। এরপর ওই হাতগুলির সাহায্যে টেবিল থেকে তুলে নেওয়া হয় মোবাইল ফোনগুলি।

চার হাত দেখে পুলিশ বুঝতে পারে, চুরি কাণ্ডে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত দুজন এবং টেবিলে মোবাইল ফোন রয়েছে তা বাইরের দুষ্কৃতীদের পক্ষে জানা সহজ নয়। এরপরেই পুলিশ জেরা করে সমীর ও রোহিতকে। দুজন চুরির কথা স্বীকার করে নেওয়ার পর পুলিশ গ্রেপ্তার করে দুজনকে। পুলিশ জানতে পারে, চুরির পরিকল্পনা ওই দুজন করছিলেন তিন মাস ধরে। ওয়্যারহাউসের ভিতরে চুরি করলে সিসি ক্যামেরায় ছবি উঠবে এবং ধরা পড়ার আশঙ্কাতেই তাঁরা বাইরে থেকে ঘটনাটি ঘটিয়েছে বলে পুলিশকে জানিয়েছেন।

পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে ধৃতরা দাবি করেছেন, সংসার ঠিকমতো না চলায় টাকার জন্য তাঁরা নজর রাখতেন ওয়্যারহাউসে কী কী আসছে সেদিকে। অপেক্ষায় ছিল দামি জিনিসের। মোবাইল ফোনগুলি আসার পরই তারা চুরির পরিকল্পনা পাকা করে ফেলে। ১৫ লক্ষ টাকার ফোন বাজারে ১০ লক্ষ টাকায় বিক্রি করে পাঁচ লক্ষ টাকা করে পকেটে ভরার পরিকল্পনা ছিল সমীর ও রোহিতের। কিন্তু তাঁদের কল্পনাতেও ছিল না, শুধু হাত দেখেই পুলিশ চিহ্নিত করে ফেলবে।

এদিকে, চুরি যাওয়া ১৫টি ফোনের খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিং বলেন, 'দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পাশাপাশি ঘটনার তদন্ত চলছে।'

অগ্নিকাণ্ডে আতঙ্ক

খড়িবাড়ি, ২০ ফেব্রুয়ারি : ভারত-নেপাল সীমান্তের খড়িবাড়ি এলাকার একটি সোশ্যাল ফরেস্টে আচমকা অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল শুক্রবার সকালে। পরে ঘটনাস্থলে দমকল এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এদিন সোশ্যাল ফরেস্ট ও মেচি নদীর চরের ফাঁকা জমিতে অবস্থিত শুকনো আগাছায় আগুন লেগে যায়। পাশেই আন্তারাম ছাট গ্রাম থাকায় গ্রামবাসীদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। প্রথমে গ্রামবাসীরাই আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। পরে খবর পেয়ে সীমান্তে মোতায়েন এসএসবি জওয়ান, নকশালবাড়ি দমকল ও পুলিশকর্মীরা ঘটনাস্থলে আসেন। দীর্ঘক্ষণ চেষ্টার পর দমকলের একটি ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। কেউ ধূমপান করে বিড়ি কিংবা সিগারেটের টুকরো বনে ফেলে দেওয়ায় অগ্নিসংযোগের ঘটনাটি ঘটেছে বলে দমকলের প্রাথমিক অনুমান।

রানিগঞ্জ-পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সদস্য জীবন নিরালা বলেন, 'হঠাৎ সকালে সোশ্যাল ফরেস্টে আগুন লাগে। সোশ্যাল ফরেস্টের গাছের ক্ষতি হয়েছে। বড়সড়ো দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন আন্তারাম ছাটের গ্রামবাসীরা।'

বসন্তের দেশে।। *শিলিগুড়ির দেশবন্ধুপাড়ায় ছবিটি তুলেছেন অরিজিৎ ভট্টাচার্য্য।*

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

মোষ পাচারের অভিযোগে ধৃত

খড়িবাড়ি, ২০ ফেব্রুয়ারি : অসমে মোষ পাচারের ছক বানচাল করল পুলিশ। শুক্রবার ভোরে ১০টি মোষ উদ্ধার করার পাশাপাশি দুটি গাড়ি সহ দুজন চালককে গ্রেপ্তার করা হল। সূত্রের খবরের ভিত্তিতে এদিন ভোরে খড়িবাড়ির থানঝোরা চা বাগান এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশের খড়িবাড়ি থানার একটি দল। অভিযানের সময় দুটি পিকআপ ভ্যান আটক করা হয়। তল্লাশি চালাতেই দুটি ভ্যান থেকে মোট ১০টি মোষ উদ্ধার হয়। চালকদের কাছে মোষ নিয়ে যাওয়ার বৈধ নথি না থাকায় তাঁদের আটক করা হয়। পরে পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে মোষ পাচারের কথা স্বীকার করলে গ্রেপ্তার করা হয় দুজনকে। ধৃত মহম্মদ আফজল ও মহম্মদ নজরুল আনসারি নকশালবাড়ি এলাকার বাসিন্দা। ধৃতদের শুক্রবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ২০ ফেব্রুয়ারি : বকেয়ার দাবিতে এবার পিএইচই-র শিলিগুড়ি ওয়াটার সাপ্লাই ডিভিশনের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের দপ্তরের সামনে হল অবস্থান বিক্ষোভ। শুক্রবার বেলা ১২টা নাগাদ শিলিগুড়ি পিএইচই কনট্রাক্টরস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা বকেয়ার দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভ করেন। বিকাল ৫টা পর্যন্ত বিক্ষোভ চলে। তাঁদের বক্তব্য, পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গিয়েছে। নিরুপায় হয়ে আন্দোলনের পথ বেছে নিতে হয়েছে। সংগঠনের সম্পাদক অনুপ বসু বলেন, 'বকেয়া আদায়ে আমরা আট বছর ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু কোনও সুরাহা হচ্ছে না। ২৫ ফেব্রুয়ারি রাজ্যজুড়ে সার্কেল অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভে শামিল হব।'

স্মারকলিপি

শিলিগুড়ি, ২০ ফেব্রুয়ারি : একাধিক দাবিতে শুক্রবার অতিরিক্ত দায়রা আদালতের বিচারকের কাছে স্মারকলিপি জমা দিলেন অল ইন্ডিয়া ল'ইয়ার্স ইউনিয়নের দার্জিলিং জেলা কমিটির সদস্যরা। সংগঠনের সম্পাদক দিবাকর রায় বলেন, 'জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ফার্স্ট কোর্ট ও জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সেকেন্ড কোর্ট দীর্ঘদিন ধরেই বিচারকহীন রয়েছে। দ্রুত বিচারক নিয়োগ করা হোক। সেইসঙ্গে নয়া কোর্ট বিল্ডিং নির্মাণ সহ ভেতরের রাস্তা সংস্কার ও সাফাইয়ের দাবি জানিয়েছি। এছাড়াও কোর্ট ফি ও নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পের সংকট রুখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আর্জি জানানো হয়েছে।'

সরকারি প্রকল্পে অনিয়ম

বাগডোগরা, ২০ ফেব্রুয়ারি : 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্পের বরাদ্দ টাকায় তৈরি হচ্ছে বেসরকারি ক্লাবের সীমানা প্রাচীর। এমনই অভিযোগ তুলে শুক্রবার সরব হলেন মাটিগাড়া ব্লকের মাটিগাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কাওয়াখালি এলাকার বাসিন্দারা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, এলাকার বেহাল রাস্তা এবং নিকাশিনালা তৈরির বদলে একটি ক্লাবের প্রাচীর তৈরির কাজ শুরু করা হয়েছে। এই অভিযোগ নিয়ে এদিন মাটিগাড়া ব্লকের বিডিও-র দ্বারস্থ হলেন স্থানীয় বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য সহ এলাকাবাসী। এই অভিযোগ খণ্ডন করেছেন মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ভোলা ঘোষ। তাঁর দাবি, ''আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্পে গ্রামবাসীরাই সেই কাজের নাম দিয়েছিলেন।''

এই ঘটনার জেরে মাটিগাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কাওয়াখালির ওই কাজ ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক জল্পনা। স্থানীয় বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্য মোহন মণ্ডলের অভিযোগ, 'এলাকায় রাস্তাঘাট বেহাল। নিকাশিনালা সহ বিভিন্ন কাজ থমকে রয়েছে। তা সত্ত্বেও রাজ্য সরকারের ৭ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা খরচ করে তৈরি করা হচ্ছে একটি বেসরকারি ক্লাবের প্রাচীর।'

পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সুশান্ত ঘোষ বলেন, 'এই কাজের নাম স্থানীয়রাই দিয়েছিলেন। প্রকল্পের কাজ সঠিক নিয়মেই হচ্ছে।' এবিষয়ে মাটিগাড়া ব্লকের বিডিও বিশ্বজিৎ দাসকে ফোন করা হলে তিনি ফোন ধরেননি।

জেইই মেইনস-এ অ্যালেনের সাফল্য

নিউজ ব্যুরো

২০ ফেব্রুয়ারি : দেশের সবচেয়ে বড় ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষা জেইই মেইনস ২০২৬-এর জানুয়ারি সেশনের ফলাফল প্রকাশ করেছে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)। এই পরীক্ষায় অ্যালেন-এর শিলিগুড়ি শাখার পড়ুয়ারা ভালো ফল করেছে। অ্যালেন শিলিগুড়ি সেন্টার হেড কুলদীপ সিং জানান, অ্যালেন-এর শিলিগুড়ি শাখার আটজন পড়ুয়া ৯৯ পার্সেন্টাইলের অধিক স্কোর করেছে। তাদের মধ্যে রয়েছে আদিত্য আগরওয়াল, ওজস কুমার, অভিজ্ঞান চক্রবর্তী, হর্ষ কুমার, অভিরূপ মজুমদার, আদিত্য সিংহাল, আয়ুষকুমার ঝা, সায়ক দাশগুপ্ত।

এছাড়া এই সেন্টারের মোট ৪৪ জন পড়ুয়া ৯০ পার্সেন্টাইলের অধিক স্কোর করেছে। অ্যালেন কেরিয়ার ইনস্টিটিউটের সিইও নীতিন কুকরেজা জানিয়েছেন, দেশজুড়ে ৮ জন অ্যালেনের পড়ুয়া ১০০ পার্সেন্টাইল স্কোর করেছে।

গ্রহণযোগ্য মুখের খোঁজ সিপিএমের

শিলিগুড়ি, ২০ ফেব্রুয়ারি : '২৬-এর ভোট বৈতরণি পেরোতে সিপিএমের ভরসা গ্রহণযোগ্য মুখ! দার্জিলিং জেলার পাহাড়ের আসনগুলির জন্য এমনই প্রার্থীর খোঁজ শুরু করছে সিপিএম। পাহাড়ের তিন আসনে রাজনীতি সচেতন, সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং দলের দায় নিতে পারবেন এমন মানুষকে প্রার্থী করতে চাইছে দল। তবে ভোটের আগে তেমন কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

শুক্রবার কলকাতায় সিপিএমের বৈঠক হয়। সেই বৈঠকের পর দার্জিলিং জেলা সিপিএমের সম্পাদক সমন পাঠক বলেন, 'তৃণমূল এবং বিজেপির বিরুদ্ধে যাঁরা একসঙ্গে লড়াই করতে চাইছেন আমরা তাঁদের খুঁজছি। পাহাড়ের কয়েকটি স্থানীয় সংগঠনের সঙ্গেও কথা হচ্ছে। তাঁদের মধ্য থেকে কমন ম্যান পেলে দলীয় স্তরে আলোচনা করে প্রার্থী ঠিক করার ক্ষেত্রে অগ্রগতি হবে।'

এমনিতে পাহাড়ে সেভাবে সিপিএমের সংগঠন নেই। বর্তমানে তাদের শ্রমিক সংগঠনও অনেকটা নিষ্ক্রিয়। এদিকে, কংগ্রেসও ঘোষণা করে দিয়েছে যে তারা বামেদের সঙ্গে জোটে থাকছে না। এই পরিস্থিতিতে লড়াই আরও কঠিন হবে বলে দলের অন্দরেই আলোচনা হচ্ছে। তাই পাহাড়ের আঞ্চলিক সংগঠনগুলির মধ্যে সিপিআরএম, ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্ট, গোর্খা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের (সুবাস ঘিসিং-বাদী) মতো কিছু ছোট দলের সঙ্গে জোট করার চেষ্টা করছে তারা। প্রয়োজনে তাদের মধ্যে থেকে কমন ম্যান পেলে তাঁদেরও প্রার্থী করা হতে পারে বলে খবর।

তবে শুধু পাহাড় নয়, দার্জিলিং জেলার সমতলের প্রার্থীর বিষয়টিও ভাবাচ্ছে সিপিএমকে। কেননা, রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা শিলিগুড়ির প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য এবছর ভোটে না লড়ার কথা আগেই জানিয়ে দিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে সমতলের আসনগুলিতে কাদের মুখ করে ভোটে লড়বে সেই বিষয়টিও ভাবতে হচ্ছে বামেদের। এই পরিস্থিতিতে দলের অন্দরে যুব মুখের দাবি উঠছে।

তৃণমূল এবং বিজেপির বিরুদ্ধে যাঁরা একসঙ্গে লড়াই করতে চাইছেন আমরা তাঁদের খুঁজছি।

সমন পাঠক

সংক্রমণে সংকটে পানিকৌরির তিন গ্রাম

রামপ্রসাদ মোদক ও রণজিৎ ঘোষ

রাজগঞ্জ ও শিলিগুড়ি, ২০ ফেব্রুয়ারি : হেপাটাইটিসের উপসর্গ নিয়েই পরীক্ষা দিচ্ছে পানিকৌরির উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। শুক্রবারও পরিবারের তরফে ওই ছাত্রীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়নি। তবে, তার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে স্বাস্থ্য দপ্তর জানিয়েছে। রাজগঞ্জ ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ রাহুল রায় জানিয়েছেন, এদিন আটজন সন্দেহজনক রোগীর রক্তের নমুনা পরীক্ষার জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের মাইক্রোবায়োলজি বিভাগে পাঠানো হয়েছে।

বছরতিনেক আগে কাওয়ারবাড়িতে পানীয় জলের জন্য পাইপলাইন বসানো হয়েছিল। এখনও জল আসেনি গ্রামে। কুয়োর জল এবং টিউবওয়েলই ভরসা। সেই গ্রামে এখন এক তৃতীয়াংশ বাড়িতে হেপাটাইটিসের নানা উপসর্গ নিয়ে জ্বরের প্রকোপ। কাওয়ারবাড়ি ছাড়াও পানিকৌরির পাটাগড়া এবং বুজুরিপাড়ার মতো গ্রাম থেকে দলে দলে লোক মগরাডাঙ্গির রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে রোজ লাইন দিচ্ছেন। মাত্র সাত মাসের মধ্যে রাজগঞ্জ ব্লকে ফের সংক্রমণ ছড়ানোয় চিন্তায় স্বাস্থ্য দপ্তরও। তিনটি গ্রাম মিলিয়ে ৮০-৯০টি পরিবারের কেউ না কেউ হেপাটাইটিসে আক্রান্ত।

এদিন কাওয়ারবাড়িতে পাতকুয়ো থেকে জল তুলছিলেন হীরালাল রায়। বললেন, 'জলের দারুণ সমস্যা। এই কুয়োর জলই আমরা স্নান করা, কাপড় কাচা থেকে খাওয়ার কাজে ব্যবহার করি। আমার দুই ছেলেই হেপাটাইটিসে আক্রান্ত। শুধু আমার বাড়ি কেন, গ্রামের ৩০-৪০টি বাড়িতে হেপাটাইটিস ছড়িয়েছে। মগরাডাঙ্গি হাসপাতালে ছেলেদের চিকিৎসা করাচ্ছি। ডাক্তারবাবুরা বলছেন, জল থেকে এই অসুখ হচ্ছে। কিন্তু কী করব? পানীয় জলের পাইপলাইন তিন বছর আগে বসালেও এখনও জল পাচ্ছি না। জন্ডিস হওয়ার পর জল ফুটিয়ে খাচ্ছি।' পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন শম্পা রায়। বললেন, 'আমার একমাত্র মেয়ের জন্ডিস হয়েছে। চিকিৎসা করার পর কিছুটা কমেছে। চারিদিকে উন্নয়নের কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু আমরা পানীয় জলটুকুও পাচ্ছি না।'

পাটাগড়া গ্রামে গিয়ে জানা গেল, এলাকার দুই উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী এবং তাদের একজনের বোনও হেপাটাইটিসে আক্রান্ত। কাওয়ারবাড়ির একজনের মেয়েও উচ্চমাধ্যমিক দিচ্ছে হেপাটাইটিসে আক্রান্ত অবস্থাতেই। এই গ্রামের এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীও পরীক্ষা দিয়েছে হেপাটাইটিসে আক্রান্ত অবস্থায়। এখনও সে পুরোপুরি সুস্থ হয়নি।

পানীয় জলের সমস্যার কথা স্বীকার করেছেন স্থানীয় তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য বেণীমাধব রায়। তিনি বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে বারবার দরবার করেও লাভের লাভ কিছু হয়নি। দুটি গ্রামে প্রায় দেড় হাজার মানুষ বসবাস করলেও মাত্র একটি সৌরচালিত পানীয় জলপ্রকল্প রয়েছে। পাইপলাইনের পানীয় জল কবে পাব জানি না।' পানিকৌরি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান পাপিয়া সরকার স্বীকার করেন, 'প্রায় তিন বছর আগে জল জীবন মিশনের আওতায় পানীয় জলের পাইপলাইন বসানো হলেও জল সরবরাহ এখনও শুরু হয়নি। শুনেছি ঠিকাদার সংস্থা ঠিকমতো টাকা না পাওয়ায় কাজ ঢিমেতালে হচ্ছে।'

Public Notice

The vehicles as listed below, which have been seized in connection with cases initiated under The Bengal Excise Act, 1909, as amended upto date, and are presently lying in different Excise Malkhanas, under the custody of Excise officers in Charge of the respective Excise Circles under Cooch Behar Excise District.

Sl. No.	Vehicle Description	Registration No.	Chassis No.	Engine No.	Make & Model	Seizure List No. & Date	Excise Circle
1.	Four-Wheeler	WB-02R-9506	MA3EYB81 S00329279	----	Maruti Suzuki	SI's SM No.-02/12-13 dt.25.12.12	Tufanganj
2.	E-Rickshaw	---	Q520160 6000775	----	Big Bull	Seizure Memo No. 44/20-21 Date-25.11.2020	Mekhliganj
3.	Two-Wheeler	WB-70B-4550	----	----	TVS Sport	SI's SM No.-12/22-23 Dt.22.04.2022	Boxirhat
4.	Four-Wheeler	WB-72E-7568	----	----	Omni Maruti Van	Lying under Excise custody for more than 15 years at different Excise Circles.	
5.	Four-Wheeler	Starting with WB17. However, the full Registration number is not legible.	----	----	Omni Maruti Suzuki		
6.	Four-Wheeler	---	----	----	Sky Blue Color Alto 800		
7.	Two-Wheeler	---	----	----	A scooter		
8.	Two-Wheeler	---	----	----	Motor Bike		
9.	Two-Wheeler	---	----	----	Motor Bike		
10.	Two-Wheeler	---	----	----	Motor Bike		

Any person who has a claim on any of the aforementioned conveyance(s) may present such claim with all relevant documents, to the Special Commissioner of Revenue, Jalpaiguri Excise Division, empowered for confiscation and disposal under the West Bengal Excise (Confiscation and Disposal of Seized articles and Conveyances) Rules, 2024 read with Section 78(2) of the Bengal Excise Act, at his office at Jalpaiguri Excise Division, Siliguri Excise Complex, Court More, Siliguri, Pin 734001, within a period of 15 (fifteen) days from the date of this notice, failing which ex parte action will be taken by the competent authority in terms of section 78(2) of the Bengal Excise Act, 1909 as amended, till date.

By Order
Special Commissioner of Revenue
Jalpaiguri Excise Division

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের লক্ষ্যে নন্দনের সামনে প্রস্তুতি। শুক্রবার। ছবি-দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়।

পরীক্ষাকেন্দ্রে জুতো নয়, অনুমতি চটিতে

গ্রুপ-সি, গ্রুপ-ডি নিয়োগে এসএসসি'র নির্দেশিকা

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি : পরীক্ষাকেন্দ্রে কোনওরকম পা-ঢাকা জুতো পরে ঢোকা যাবে না। চাকরিপ্রার্থীদের পরতে হবে হাওয়াই চটি অথবা সাধারণ কোনও চটি। আসন্ন গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি নিয়োগ পরীক্ষার জন্য এমনই নির্দেশিকা জারি করল স্কুল সার্ভিস কমিশন। চাকরিপ্রার্থীদের একাংশের ক্ষোভ, ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁদের ওপর চাপ বাড়াচ্ছে এসএসসি। আবার অপর অংশ বলছে, অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার আদলেই এসএসসির এই সিদ্ধান্ত। যদিও কমিশনের যুক্তি, নিরাপত্তা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখার স্বার্থেই এবারের পরীক্ষায় এই অতিরিক্ত সিদ্ধান্ত।

চলতি বছরের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায়, একাধিক পরীক্ষার্থী অন্তর্বাস এবং জুতোর মধ্যে মোবাইল লুকিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করেছেন। এই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে জুতো ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করল এসএসসি। মার্চের ১ তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে শিক্ষাকর্মী নিয়োগের পরীক্ষা। পরীক্ষার্থীদের স্বচ্ছ কলম, স্বচ্ছ জলের বোতল ব্যবহার করতে হবে। কোনওরকম গয়না বা ধাতব বস্তু নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করা যাবে না। মোবাইল ফোন বা বৈদ্যুতিক যন্ত্র নিয়ে কোনও পরীক্ষার্থী ধরা পড়লে তাঁর পরীক্ষা সম্পূর্ণ বাতিল করা হবে। কেন্দ্রে ঢোকার পথে থাকবে ফ্রিস্কিং বা দেহ তল্লাশির ব্যবস্থা। যদিও ভোটের কাজে ব্যস্ত থাকায় পুলিশকর্মীদের এই পরীক্ষায় অভাব হবে বলে আশঙ্কা করছে কমিশন।

চাকরিপ্রার্থীদের অধিকাংশের দাবি, বহু দূর থেকে ট্রেনে-বাসে চটি পরে পরীক্ষাকেন্দ্রে যাওয়া সম্ভব নয় অনেকেরই। সেক্ষেত্রে জুতো বাইরে খুলে পরীক্ষা দিতে ঢুকতে হলে সমস্যা বাড়বে। শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষাতেও বিবাহিত মহিলা পরীক্ষার্থীদের গয়না খুলে রেখে পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢোকা নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি। তবে চাকরিহারা শিক্ষাকর্মী তথা পরীক্ষার্থী অমিত মণ্ডলের কথায়, 'নিরাপত্তা নিয়ে কড়াকড়ি করতে গিয়ে যেন বজ্রআঁটুনি ফস্কা গেরো না হয়। অযোগ্যদের সুযোগ যেন কোনওমতেই না দেওয়া হয়। পরীক্ষার পর নিয়োগে দেরি হলে এই কড়াকড়ির কোনও মানে থাকবে না।'

প্রতীক কাণ্ডে চুপ সিপিএম, আসরে পদ্ম

রিমি শীল

কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি : সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে শনিবারই প্রতীক উর রহমানের 'প্রতীক বদল' হতে চলেছে। সূত্রের খবর, দক্ষিণ ২৪ পরগনার আমতলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় তৃণমূলে যোগ দিতে চলেছেন সিপিএমের প্রতীক। কিন্তু তাঁকে নিয়ে এখনও সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। প্রতীককে নিয়ে কৌশলী পদক্ষেপ অবলম্বন করছে তারা। কোনওভাবেই যাতে সিপিএমের সিদ্ধান্তের জন্য প্রতীক বাড়তি মাইলেজ না পান তাই আপাতত তাঁকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। কৌশলীভাবে মহম্মদ সেলিম এদিন মন্তব্য করেছেন, 'এই ধরনের একজন কর্মীকে হারানোর প্রশ্ন আমার কাছে সন্তানহারা হওয়ার সমতুল্য।' সিপিএমের কাছেও খবর রয়েছে তিনি অন্যত্র যোগাযোগ উন্নত করেছেন। তাই দলের গঠনতন্ত্র ও প্রক্রিয়া অনুযায়ী পদক্ষেপের প্রস্তাব রাজ্য কমিটির বৈঠকে উত্থাপন হলেও এখনও কিছু সিদ্ধান্ত হয়নি। এরই মধ্যে ঘোলাজলে মাছ ধরতে নেমেছে বিজেপি।

এদিন প্রতীক উরের দলত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়ে জল্পনাকে সঠিক সিদ্ধান্ত বলে মন্তব্য করে তাঁকে বিজেপিতে স্বাগত জানিয়েছেন দিলীপ ঘোষ। বলেন, 'উনি ঠিকই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সিপিএম দলটা এখন ডুবন্ত জাহাজ। ডুবন্ত জাহাজে কে থাকবে? ওর বয়স কম। রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ আছে। পাশেই বিজেপির মতো বড় জাহাজ রয়েছে সেখানে চলে আসুন।' সিপিএমের তরুণ নেতাদের দলবদলের জল্পনা নিয়ে সেলিম বলেন, 'বামপন্থীদের নিকেশ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। সিপিএমের মতো নতুন প্রজন্মের কোনও নেতা-নেত্রী বিজেপি-তৃণমূলের কাছে নেই। যা আছে ভাড়া করা, কেনা, দলবদল করা।' সেলিমের কথায়, 'যা বলছে তার অনেক কিছুই স্ক্রিপ্টেড। কেউ আত্মহত্যা করতে চাইলে প্রথমে বাঁচানোর চেষ্টা করতে হয়।

কিছু স্রোতে নিজেরা ভেসে না যাই, সেটাও দেখতে হয়।' দল ছাড়ার পরেই সেলিমের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছেন প্রতীক। এমনকি তৃণমূল নেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বৈঠক হয়েছে বলেও জল্পনা। এই নিয়ে মেজাজ হারিয়ে সেলিমের মন্তব্য, 'রতনে রতন চেনে। আমরা বিচারক নই। রায় দেব কী করে? ওর যে ব্র্যান্ড ভ্যালুটা সেটা ওকে নিয়ে প্রশ্ন করা হচ্ছে বলে।' এদিকে চলতি মাসের মধ্যেই প্রার্থী তালিকা প্রস্তুত করে এগোনোর কথা জানিয়েছেন তিনি। তবে আসনরফা নিয়ে এখনও জট কাটেনি। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নামে শনিবারই সাংস্কৃতিক কেন্দ্র তৈরির কাজও শুরু হবে।

> বামপন্থীদের নিকেশ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। সিপিএমের মতো নতুন প্রজন্মের কোনও নেতানেত্রী বিজেপি-তৃণমূলের কাছে নেই। যা আছে ভাড়া করা, কেনা, দলবদল করা।
>
> -মহম্মদ সেলিম

সময়ে শুধু আংশিক চূড়ান্ত ভোটার তালিকা

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি : সুপ্রিম নির্দেশে বিতর্কিত নামের তালিকাকে বাদ দিয়েই কার্যত আংশিক চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করতে প্রস্তুতি শুরু করে দিল কমিশন। শীর্ষ আদালতের নির্দেশেই আদালতের নজরদারিতে বিতর্কিত নামের শুনানি করে দ্রুত তা নিষ্পত্তির চেষ্টা হবে। তবে তা কতদিনে সম্পূর্ণ করা যাবে তা নিয়ে ধন্দে কমিশন। ফলে শুনানিতে বিতর্কিত হিসেবে চিহ্নিতরা আদৌ '২৬-এর বিধানসভায় ভোট দিতে পারবেন কি না তার কোনও নিশ্চয়তা নেই।

রাজ্যের ৭ কোটি ৬৬ লক্ষ ভোটার তালিকা থেকে শুক্রবার পর্যন্ত সাকুল্যে বিতর্কিত নাম ৩১ লক্ষের বেশি। মনে করা হচ্ছে এই বিতর্কিত নামের তালিকাকে বাইরে রেখেই ২৮ ফেব্রুয়ারি আংশিক চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করতে চলেছে কমিশন।

সুপ্রিম নির্দেশে বিতর্কিত নামের মীমাংসায় জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটরাই এর নিষ্পত্তি করবেন। মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল বলেন, 'রায়ের কপি এখনও হাতে পাইনি। মনে হচ্ছে যেসব নথি নিয়ে মাইক্রো অবজার্ভার, রোল অবজার্ভারদের সঙ্গে ইআরওদের মতপার্থক্য হয়েছে, সেগুলি আদালতের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।'

সিইও আরও বলেন, 'এটা তো আমাদের বিষয় নয়, ২৮ ফেব্রুয়ারির পর কবে শুনানি করে কবে নিষ্পত্তি হবে জানি না।' তবে আমরা চাই একজন বৈধ ভোটারও যেন ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত না হন। সেজন্য হাইকোর্টের ওই বৈঠকে বুথ পিছু একজন করে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট দেওয়ার আবেদন জানাব। এদিন জেলা শাসকদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে সিইও বলেন, 'এখন আর ছেলেখেলা করবেন না। যা বাকি আছে আইন অনুযায়ী দ্রুত নিষ্পত্তি করে দিন।'

.জবাবে জেলা শাসকরা আগামী ৪-৫ দিনের বকেয়া নথি চূড়ান্ত করা যাবে বলে সিইওকে আশ্বস্ত করেছেন। তবে যাই হোক সুপ্রিম রায় অনুযায়ী শনিবার (২১ ফেব্রুয়ারি) রাত ১২টায় ইআরওদের তরফে নথি চূড়ান্ত করার সময়সীমা শেষ হবে। এরপর জেলা শাসকরা ও সিইও-র অনুমোদনক্রমে ২৬ তারিখের মধ্যে তা দিল্লিতে কমিশনে পাঠানো হবে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য।

ARMY PUBLIC SCHOOL SUKNA

ADVERTISEMENT

1. Applications are invited with full Bio Data, attested copies of testimonials and passport size photograph for the following post of teachers and staff alongwith a demand draft of **Rs 250/-** in favour of Principal, Army Public School, Sukna payable at Siliguri on or before **10 Mar 2026**. Application form is available at the school website (www.apssukna.com). Salary shall be as per the AWES norms. Age limit should not exceed 40 years in respect of candidates who do not have any teaching/work experience. Preference will be given to experienced candidates. Knowledge of Computer Application is desirable and should posses proficiency in teaching English Medium.

Ser	Designation		Qualifications
(a)	Career Counsellor (Anticipated Post)	Adhoc Basis	Bachelor's / Master's in Humanities / Science / Social Science / Management/Education /Technology with minimum 50% marks. Should possess the competencies for Career assessment interpretation, knowledge of higher education (India + global), research skills student/ parent career counseling, collaboration with universities / industry etc. On appointed person must also undergo 50 hours of capacity building programs (CBPs) preferred by the Board for career counseling.
(b)	PRT (Anticipated Post)		(a) Graduate holding Bachelor's degree with at least minimum 50% marks in aggregate (b) B.El.Ed./02-year D.El.Ed with at least minimum 50% marks in aggregate and Teachers who were already in service with Army Public Schools/APPS prior to 11 Aug 2023 with B Ed degree can also apply / continue, subject to enrolment /completion of Bridge Course launched by NCTE. (c) Central Teacher Eligibility Test (CTET) / Teachers Eligibility Test (TET) qualified with 60% marks conducted by CBSE/State Govt for PRTs in accordance with the guidelines framed by NCTE for the purpose.
(c)	Special Educator (Anticipated Post)		(a) Graduation with at least minimum 50% marks in aggregate and B.Ed (Special Education). (b) Central Teacher Eligibility Test (CTET) / Teachers Eligibility Test (TET) qualified with 60% marks conducted by CBSE/State Govt for PRTs in accordance with the guidelines framed by NCTE for the purpose. Mandatory Requirements: RCI Registration: A valid Rehabilitation Council of India (RCI) registration number is mandatory for special educators.
(d)	PPRT		(a) Graduation with minimum 50% marks from a recognized institution / University. (b) Diploma of minimum two year duration in Nursery Teachers Education /Pre School Education / Early Childhood Education Pgme (D E C Ed) or a B Ed (Nursery) from any NCTE recognized institution with minimum 50% marks. For Teachers in service: NTT and ECCE qualification obtained from IGNOU / NIOS /any other NCTE recognized intution.
(e)	Asst PPRT		
(f)	Nursing Assistant	Fixed Term	10+2 and diploma in nursing with minimum five years of experience. Female Paramedic is preference.
(g)	Science Laboratory Attendant (Anticipated Post)		10+2 with Science and computer literate.
(h)	Multitasking Staff (Group 'D')	Adhoc Basis	Preferably matriculate or 10 years service for Ex-Servicemen

2. Date of Interview (Call letters for the interview will be issued to shortlisted candidates only) :-
   (a) For the post of Career Counsellor, PRT, Special Educator, PPRT and Asst PPRT will be held on **17 Mar 2026 at 08.00 AM** in the school.
   (b) For the post of Nursing Assistant, Science Lab Attendant and Multitasking Staff (Group 'D') will be held on **19 Mar 2026 at 08.00 AM** in this school.
3. Computer Proficiency Test will be held at APS, Sukna on the day of interview at **08.00 AM** and interview will be held on the same day.
4. Applications duly completed should reach to **Army Public School, Sukna, PO-Sukna, Dist-Darjeeling-734009** on or before 10 Mar 2026.

Case No : 155181/AS/Adv

Dated : **19 Feb 2026**

Sd/x x x x x x

(Mrs Dola Sarkar Sinha)

Principal

Army Public School, Sukna

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর -ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক মালদা ডিভিসনে বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে ক্যাটারিং স্টলের চুক্তিস্বত্ব বণ্টনের জন্য **www.ireps.gov.in** -এ ই-নিলাম ক্যাটালগ প্রকাশ করে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **অকশন ক্যাটালগ নং. : সিএটিজি- কেটিজে-০১। নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় : ০৬.০৩.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা।**

মালদা ডিভিসনের ক্যাটারিং স্টল-এর জন্য ই-নিলাম

এসইকিউ নং. : এএ/১, লট নং./বিভাগ : সিএটিজি- এমএলডিটি - কেটিজে-জিএমইউ-১২৬-২৬-২, **স্টেশন :** খালতিপুর। সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদেরকে আরও বিশদ জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

MLD-335/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর -ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক মালদা ডিভিসনে মালদা টাউন, গোড্ডা (২), বড়হরওয়া রেলওয়ে স্টেশনে চায়ের স্টল (চায়ের দোকান)-এর ব্যবস্থা করার জন্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে। যার বিশদ নিম্নরূপ। **ক্র. নং.; ইউনিট নং.; দরপ্রস্তাব বিজ্ঞপ্তি নং.; স্টেশন ও বিভাগ, যাদের জন্য সংরক্ষিত, স্থান; ন্যূনতম লাইসেন্স ফি/সংরক্ষণ মূল্য প্রতি বছরে; বায়না অর্থ; টেন্ডার ফর্মের মূল্য নিম্নরূপ।** (১) বিএইচডব্লু- টিইএ-জিএমইউ-বি-০১; সি২৮-বিএইচডব্লু-জিএমইউ_বি_০১; বড়হরওয়া -বি; জিএমইউ;মালদা টাউন প্রান্তের দিকে প্ল্যাটফর্ম নং ২/৩ -এর দুটি প্ল্যাটফর্ম শেড-এর মধ্যে; ২,৭৩,১৯৭ টাকা; ৩৩,০০০ টাকা; ২,৩৬০ টাকা। (২) জিওডিএ-টিইএ- জিএমইউ-বি-০১; সি২৮-জিওডিএ-জিএমইউ-বি-০১; গোড্ডা-বি; জিএমইউ/যে কেউ; টার্মিনাল প্রান্তে প্ল্যাটফর্ম নং ২-এর স্টল নং. ২; ৩,০১,৪৫৯ টাকা; ৩১,৫০০ টাকা; ২,৩৬০ টাকা। (৩) জিওডিএ- টিইএ-জিএমইউ- বি-০২; সি২৮-জিওডিএ-টিইএ-জিএমইউ-বি-০২; গোড্ডা-বি; জিএমইউ/যে কেউ; প্ল্যাটফর্ম নং. ২-তে, স্টল নং. ৩, সাবওয়ে ও সাবওয়ের সিঁড়ির মধ্যে হাঁসডিহা প্রান্তে; ৩,০১,৪৫৯ টাকা; ৩১,৫০০ টাকা; ২,৩৬০ টাকা। (৪) এমএলডিটি-টিইএ-জিএমইউ- এ-০৩; সি২৮-এমএলডিটি-জিএমইউ_এ-০৩; মালদা টাউন -এ; জিএমইউ/মহিলা; প্ল্যাটফর্ম নং. ২/৩-এ কলাম নং ১০ ও ১১-এর মধ্যে; ১১,৮৪,৪৬৫ টাকা; ১,২৩,৫০০ টাকা; ৫,৯০০ টাকা। বন্ধের ও খোলার তারিখ : ১১.০৩.২০২৬।

MLD-339/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং. ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৪১০, তারিখ ১৮.০২.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর -ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক প্রখ্যাত, অভিজ্ঞ এবং আর্থিকভাবে সঙ্গতিপন্ন সংস্থা/এজেন্সি/ঠিকাদারদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে : **কাজের নাম :** (i) ''এইএন/মালদা টাউনের অধীনে মালদা টাউন -নিউ ফারাক্কা শাখায় এলএইচএস নং ২৪এ, ৪২এ, ৩১এ, ৩৩এ-তে শেড, পাম্প হাউস, নর্দমা, সাম্প, পাম্প করার ব্যবস্থা ও অন্যান্য কাজের ব্যবস্থা''-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক কাজ। (ii) ''মালদা টাউন - নিউ ফারাক্কা শাখায় গৌড় মালদা এবং মালদা টাউন স্টেশনের মধ্যে এলসি গেট নং ৬২-তে বক্স পুশিং পদ্ধতিতে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণের'' পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক কাজ। (iii) ''এইএন/মালদা টাউনের অধীনে শাখায় ১৩০ কিমি/প্রতি ঘণ্টা গতিবেগ তোলার পরিপ্রেক্ষিতে কিমি ২৭২/১-২ পদচারীদের জন্য সাবওয়ে নির্মাণের'' পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক কাজ। (iv) ''মালদা টাউন - নিউ ফারাক্কা শাখায় খালতিপুর - জামিরঘাটা-র মধ্যে এলসি গেট নং ৫৭-তে বক্স পুশিং পদ্ধতিতে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণ''-এর পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক কাজ। (v) ''মালদা ডিভিসনে আজিমগঞ্জ - নিউ ফারাক্কা শাখায় ধুলিয়ান গঙ্গা - নিউ ফারাক্কা স্টেশনের মধ্যে কিমি ২৪৭/৪-৫ -এ এলসি গেট নং ৫৩/এসপিএল-এর পরিবর্তে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণের'' পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক কাজ। (vi) ''মালদা ডিভিসনে আজিমগঞ্জ - নিউ ফারাক্কা শাখায় ধুলিয়ান গঙ্গা - নিউ ফারাক্কা স্টেশনের মধ্যে কিমি ২৪৩/০-১ -এ এলসি গেট নং ৪৭/এসপিএল-এর পরিবর্তে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণের'' পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক কাজ। (vii) ''মালদা ডিভিসনে আজিমগঞ্জ - নিউ ফারাক্কা শাখায় নিমতিতা -ধুলিয়ান গঙ্গা স্টেশনের মধ্যে কিমি ২৪০/৫-৬ -এ এলসি গেট নং ৪৪/এসপিএল-এর পরিবর্তে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণের'' পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক কাজ। (viii) ''মালদা ডিভিসনে নিউ ফারাক্কা- আজিমগঞ্জ শাখায় নিমতিতা -ধুলিয়ান গঙ্গা স্টেশনের মধ্যে কিমি ২৩৯/৭-৮ -এ এলসি গেট নং ৪২-এর পরিবর্তে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণের'' পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক কাজ। (ix) ''মালদা ডিভিসনে নিউ ফারাক্কা- আজিমগঞ্জ শাখায় নিমতিতা -ধুলিয়ান গঙ্গা স্টেশনের মধ্যে কিমি ২৩৮/৬-৭ -এ এলসি গেট নং ৪১-এর পরিবর্তে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণের'' পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক কাজ। (x) ''মালদা ডিভিসনে আজিমগঞ্জ - নিউ ফারাক্কা শাখায় নিমতিতা -ধুলিয়ান গঙ্গা স্টেশনের মধ্যে কিমি ২৩৭/৭-৮ -এ এলসি গেট নং ৩৯/এসপিএল-এর পরিবর্তে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণের'' পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক কাজ। (xi) ''মালদা ডিভিসনে আজিমগঞ্জ - নিউ ফারাক্কা শাখায় নিমতিতা -ধুলিয়ান গঙ্গা স্টেশনের মধ্যে কিমি ২৩৪/৭-৮ -এ এলসি গেট নং ৩৭/এসপিএল-এর পরিবর্তে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণের'' পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক কাজ। (xii) ''মালদা ডিভিসনে আজিমগঞ্জ - নিউ ফারাক্কা শাখায় গনকর - জঙ্গীপুর রোড স্টেশনের মধ্যে কিমি ২০৬/৬-৭ -এ এলসি গেট নং ২০/এসপিএল-এর পরিবর্তে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণের'' পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক কাজ। (xiii) ''মালদা ডিভিসনে আজিমগঞ্জ - নিউ ফারাক্কা শাখায় মহিপাল রোড - মণিগ্রাম স্টেশনের মধ্যে কিমি ১৮৮/৪-৫ -এ এলসি গেট নং ৫/এসপিএল-এর পরিবর্তে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণের'' পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য :** ১,৬০,২৪,৬৬৪.১০ টাকা। **বায়না অর্থ :** ২,৩০,১০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য :** শূন্য। **ই-টেন্ডার দাখিলের তারিখ ও সময় :** ২৬.০২.২০২৬ তারিখ থেকে ১২.০৩.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিট পর্যন্ত। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিস বোর্ড :** ওয়েবসাইট - **www.ireps.gov.in** এবং নোটিস বোর্ড - সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন-এর কার্যালয়। টেন্ডারদাতাগণকে **www.ireps. gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথি পড়ে দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। হাতে হাতে দাখিল করা কোনো প্রস্তাব কোনো অবস্থাতেই গৃহীত হবে না।

MLD-334/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সম্ভাব্য প্রার্থীপদে প্রচুর নতুন মুখ

অভিষেক-মমতা বৈঠকে চর্চায় তালিকা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি : মার্চের প্রথমেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়ে যেতে পারে বলে মনে করছেন তৃণমূল নেতারা। গত কয়েক বছর নির্বাচনের দিন ঘোষণার দিনই দলের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে দিয়েছিলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না বলেই মনে করছেন দলের শীর্ষনেতারা। বৃহস্পতি ও শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে প্রার্থী তালিকা নিয়ে দফায় দফায় বৈঠক করলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী এবং আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈন উপস্থিত ছিলেন। তৃণমূল সূত্রের খবর, প্রার্থী তালিকা প্রায় চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। অন্তত ৩৫টি আসনে এবার নতুন মুখ দেখার সম্ভাবনা রয়েছে। তরুণ সম্প্রদায় থেকে অনেকেই এবার প্রার্থী হবেন। একইসঙ্গে সাংবাদিক, শিল্পী ও টলিউডের নতুন মুখও দেখা যেতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। দলের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে।

- বিধানসভা ধরে ধরে প্রার্থীদের নাম প্রায় চূড়ান্ত
- বাদ যেতে পারেন অন্তত ৩৫ জন বর্তমান বিধায়ক
- সাংবাদিক, শিল্পী, টলিউড জগতের একঝাঁক মুখ আসার সম্ভাবনা

এবারের প্রার্থী তালিকায় স্বচ্ছ ভাবমূর্তিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন অভিষেক। বিভিন্ন এলাকায় যেসব নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে তাঁদের আর দল টিকিট দেবে না। তবে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূলের নেতা জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক অবশ্যই ব্যতিক্রম থাকছেন। তাঁর বিরুদ্ধে খাদ্য দুর্নীতির অভিযোগ থাকলেও দল তাঁর পাশে থাকার বার্তা আগেও দিয়েছে। তাই তাঁকে প্রার্থী করা হবে। কিন্তু শিক্ষা দুর্নীতিতে অভিযুক্ত পার্থ চট্টোপাধ্যায়, মানিক ভট্টাচার্যের মতো নেতারা যে এবার আর টিকিট পাবেন না, তা একপ্রকার নিশ্চিত।

তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তরবঙ্গে প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে দল অত্যন্ত সাবধানি পদক্ষেপ করছে। সেখানকার ৫৪টি আসনের মধ্যে অন্তত ৩০টি দখলে আনা তৃণমূলের প্রধান লক্ষ্য। দলের সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, কোচবিহার ছাড়া অন্য জেলাগুলিতে দলের সাংগঠনিক অবস্থা খুব ভালো নয়। এই পরিস্থিতিতে গতবারের থেকে মোট আসন বাড়াতে তাই প্রার্থী বাছাইয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

যৌন হেনস্তায় অভিযুক্ত ফিরদৌস শামিম

কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি : যৌন হেনস্তার অভিযোগ উঠল বাম আইনজীবী ফিরদৌস শামিমের বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যেই সিপিএমের রাজ্য সম্পাদককে উদ্দেশ্য করে তাঁরই এক জুনিয়ার আইনজীবী চিঠি দিয়েছেন। যা রীতিমতো ভাইরাল হয়েছে। যদিও এই অভিযোগের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সমগ্র বিষয়টি অস্বীকার করেছেন ফিরদৌস।

ভাইরাল চিঠিতে লেখা রয়েছে, ওই তরুণী আইনজীবী ক্রমাগত যৌন হয়রানির শিকার। শুধু তিনি নন, তাঁর চেম্বারে যোগদানকারী একাধিক জুনিয়ার আইনজীবী দীর্ঘদিন ধরে যৌন হেনস্তার শিকার। এই পরিস্থিতিতে তিনি নিজের জীবন ও পরিবারের বিষয়টি নিয়ে আশঙ্কায় রয়েছেন। তাই দলীয় সম্পাদককে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার অনুরোধ করেছেন। যদিও ফিরদৌসের দাবি, 'কোনও অভিযোগ থাকলে থানায় জানাতে হয়। তা তো করা হয়নি। বিষয়টি সর্বৈব মিথ্যা। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র।' এদিকে কুণাল ঘোষ কটাক্ষ করে সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'মিডিয়া-সোশ্যাল মিডিয়ায় ডায়ালগবাজীতে অভ্যস্ত এই সিপিএম আইনজীবীকে বাঁচাতে এবার নামবে আলিমুদ্দিনের পেয়ারেলালরা?'

সরকারের ঘাড়ে দোষ অধ্যক্ষের

কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি : রাজ্য বিধানসভা অধিবেশনের দিন কমে যাওয়ার জন্য এবার সরাসরি রাজ্য সরকারকেই দুষলেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। হিসেব মতো বিধানসভায় বর্তমান সরকারের শেষ অধিবেশন ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে। মে মাসে নতুন সরকার গঠনের পর ৭ মে'র মধ্যে নতুন মন্ত্রীসভা শপথ নেওয়ার কথা। ফলে সরকারের এই বিদায়বেলায় রাজ্য সরকারকে অধ্যক্ষের নিশানা করা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

সপ্তদশ বিধানসভায় ধারাবাহিকভাবে কমেছে অধিবেশনের দিন। সচিবালয়ের দেওয়া পরিসংখ্যানই বলছে ২০২১-এ ১৪ দিন, ২০২২-এ ৪২ দিন, ২০২৩-এ ৪০ দিন, ২০২৪-এ ৩৬ দিন, ২০২৫-এ ৩০ দিন, ২০২৬-এ (মুলতুবির আগে পর্যন্ত) ৪ দিন অধিবেশন বসেছে বিধানসভায়। অস্বস্তিকর এই প্রসঙ্গ নিয়ে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'সংসদীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বড় বিধানসভায় অন্তত ৬০ দিন এবং লোকসভায় অন্তত ১০০ দিন অধিবেশন বসতে হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা বিগত কয়েক বছরে ৬০ দিন তো দূরের কথা, ৪৫ দিনও বিধানসভা করতে পারিনি।' ব্যর্থতার দায় সরাসরি তাঁর দলের সরকারের দিকেই ঠেলে অধ্যক্ষ বলেন, 'সরকারের বিল ছাড়া কোনওদিন বিধানসভা চলতে পারে না। কিন্তু সরকারের বিল না থাকলে আমি কী করব? আমি তো বিজনেস তৈরি করতে পারি না।' নতুন বিধানসভায় নতুন সরকার এই বিষয়টির দিকে গুরুত্ব দেবে বলে আশা প্রকাশ করেন বিমান।

সামনেই বিধানসভা ভোট। ২০১১ থেকেই তৃণমূলের প্রার্থী হিসেবে জয়ী হয়ে বিধানসভায় অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন বিমান। সেই অধ্যক্ষের মুখে আচমকা সরকারের এই সমালোচনায় জল্পনা ছড়িয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

কর্মচারী ভবিষ্যনিধি সংগঠন

শ্রম এবং রোজগার মন্ত্রালয় :: ভারত সরকার

ক্ষেত্রীয় কার্যালয়, ভবিষ্যনিধি ভবন, দিন বাজার, জলপাইগুড়ি-735101

ই-মেইল: ro.jalpaiguri@epfindia.gov.in ফোন নম্বর: 03561-230271/230731

আবেদন

কর্মচারী ভবিষ্য নিধি সংগঠন, শ্রম এবং রোজগার মন্ত্রণালয় ডিজিটাল পরিষেবাগুলিকে উন্নততর করে তোলার মাধ্যমে নিজেদের সদস্যদের জন্য এক নতুন দিশার উদ্ভাবন করেছে। এখন ইউনিভার্সাল অ্যাকাউন্ট নম্বর (UAN) তৈরি এবং সক্রিয় করার পদ্ধতিটি সম্পূর্ণরূপে সরল এবং সহজতর করে তোলা হয়েছে। কর্মচারী ভবিষ্য নিধি সংগঠন UMANG অ্যাপের দ্বারা মুখমণ্ডল প্রমাণীকরণ প্রযুক্তি/ফেস অথেন্টিকেশন টেকনলজি (FAT) উদ্ভাবনের দ্বারা নতুন সুবিধার সূত্রপাত করেছে। মুখমণ্ডল প্রমাণীকরণ প্রযুক্তি গতেবাঁধা OTP আধারিত যাচাইকরণ থেকে অনেক বেশি সুরক্ষিত এবং সঠিক পদ্ধতি, এতে EPFO সিস্টেমে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের সম্পূর্ণরূপে যাচাইকরণ সম্পন্ন হয়ে যায় এবং সদস্যরা নিয়োগকর্তা বা EPFO এর কার্যালয়ের সুবিধা ছাড়া কিছু পরিষেবা নিজেদের মোবাইলের মাধ্যমে উপভোগ করতে পারেন। লিংক – https://www.youtube.com/watch?v=vw3k-w-3g1।

কর্মচারী ভবিষ্য নিধি সংগঠন ২০২৫ সালের বেতন মাস সেপ্টেম্বর থেকে সংশোধিত ইলেকট্রনিক চালান সহ রিটার্ন (ECR) ৩.০ – এর সূত্রপাত করেছে যার দ্বারা পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে চালান ট্র্যাকিং এর রিটার্ন ফাইলিং -এর মতো পদ্ধতিগুলি অনেক সহজ হয়ে উঠেছে। এই নতুন পদ্ধতির দ্বারা ভুল ECR জমা করা প্রতিরোধ করার জন্য সিস্টেম আধারিত যাচাইকরণ, ECR এর সাথে সাথে ক্ষতিপূরণ এবং সুদের গণনার সমাধান, ECR এর সংশোধন ইত্যাদি বিষয়গুলির সমাধান করা যাবে। ECR Revamped সংস্করণ ইপিএফ এবং এর ওয়েবসাইটের কার্যক্ষমতাকে সংশোধিত করে তোলার সাথে সাথে রিটার্ন এবং চালানের ট্র্যাক করাটিকে আরও সহজতর বানিয়ে তোলে।

কর্মচারী ভবিষ্য নিধি সংগঠন সদা সমস্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য ফর্ম ৫এ (প্রতিষ্ঠানের বিস্তারিত বিবরণ) -এর দ্বারা প্রতিষ্ঠানের নাম এবং ঠিকানা, ইপিএফ কার্ড সংখ্যা, কভারেজের এর তারিখ, শাখার সংখ্যা ইত্যাদি বিবরণ স্পষ্ট এবং সহজে দর্শিত হয় এমনকিছু স্থান যেমন-প্রতিষ্ঠানের মুখ্য প্রবেশদ্বার, কোম্পানির ওয়েবসাইট অথবা মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনে প্রদর্শিত করা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে যাতে এই বিষয়টির পারদর্শিতাকে আরও বৃদ্ধি করা যায়। এটির মুখ্য উদ্দেশ্য হল কর্মচারীদের তাদের নিয়োগকর্তা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলি সম্পর্কে জানা সঙ্গে ইপিএফও-এর নিয়মগুলি সঠিক কার্যে ব্যবহার করাটিকে সুনিশ্চিত করে।

ভারত সরকার রোজগারের বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারত রোজগার যোজনা ০১.০৭.২০২৫ তারিখে ঘোষণা করা হয়েছে। যেটির বিস্তারিত তথ্যের লিংক http://pmvbry.labour.gov.in/ এবং http://pmvbry.epfindia.gov.in/অথবা QR Code-এ উপলব্ধ।

এই যোজনাতে ১৯.০২.২০২৬ তারিখের মধ্যে অন্তত ৬০% কোম্পানি তাদের নাম নিবন্ধিকরণ করেছে। কার্যালয় সকল নিয়োগকর্তাকে অনুরোধ করছে যে, প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারত যোজনা নিয়োগকারী পোর্টালে নিঃশুল্কে নিজের নাম নথিভুক্তকরণ করার জন্য যার ফলে ০১.০৮.২০২৫ তারিখ থেকে ৩১.০৭.২০২৭ তারিখ পর্যন্ত এই যোজনার সুবিধাগুলি লাভ করতে পারেন। যার নির্মাণ ক্ষেত্রের সহিত যুক্ত তাদের জন্য যোজনার লাভ ০১.০৮.২০২৫ তারিখ থেকে ৩১.০৭.২০২৯ তারিখ পর্যন্ত উপলব্ধ থাকবে।

সঙ্গে কার্যালয় এটিও অনুরোধ করছে যে, যে সকল সংস্থা কর্মচারীদের নতুন নিয়োগ করছে (First timers) অথবা যে সকল কর্মচারী পুনরায় নিয়োগ হচ্ছে তাদের বিশেষরূপে জানানো হচ্ছে তাদের ইসিআর (ECR) এবং পেমেন্ট নির্ধারিত সময়ের আগে জমা দিতে হবে। এতে সরকার কর্তৃক নিয়োগকর্তাদের প্রদেয় অর্থ সরাসরি তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পৌঁছোতে পারবে। নতুন কর্মচারীদের তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টটিকে ডি.বি.টি (DBT)-এর জন্য এনপিসিআই-এর ওয়েবসাইট https://www.npci.org.in-এ গিয়ে সক্ষম করতে হবে। অনুগ্রহ করে কর্মচারীরা তাদের UANকে FAT-এর মাধ্যমে সক্রিয় করবেন।

কার্যালয় ওই সকল কর্মচারীকে অনুরোধ করছে যারা, ০১.০৮.২০২৫ থেকে যেকোনও ভবিষ্য নিধিতে নিবন্ধিত সংস্থাতে কাজ করছে এবং তাদের ইউএএন সক্রিয় হয়ে গেছে তারা যেন নিয়োগকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে ইউএএন সংখ্যা সদস্য সংখ্যা (MID)-এর সহিত লিংক করে যাতে তারা এই যোজনার সুবিধাগুলি লাভ করতে পারেন।

কেন্দ্রীয় সরকার শ্রম রোজগার মন্ত্রণালয়ের কর্মচারী ভবিষ্য নিধি সংগঠনের দ্বারা 'কর্মচারী নামাঙ্কন অভিযান, ২০২৫'-১লা নভেম্বর ২০২৫ থেকে চালু করেছে। এই যোজনার দ্বারা কর্মচারী যারা ১লা জুলাই ২০১৭ থেকে ৩১ শে অক্টোবর ২০২৫-এর মধ্যে কোম্পানিতে নিয়োগ হয়েছে কিন্তু তাদের পি.এফ এখন পর্যন্ত চালু হয়নি তাদের জন্য কোম্পানি ১লা নভেম্বর ২০২৫ এর পরবর্তীতে এই যোজনা ঘোষণা করবে এবং কর্মচারীরা তখনই এই যোজনা অংশগ্রহণের মাধ্যমে পেনশন, বিমা এবং রিটায়ারমেন্টের মতো সুবিধাগুলি লাভ করতে পারবে। এই যোজনার মুখ্য উদ্দেশ্য হল, কর্মচারীদের ইপিএফও-এর অধীনে নিয়ে আসা, সঙ্গে সোশ্যাল সিকিউরিটি সংযুক্ত করা তার দ্বারা কোম্পানির রেকর্ড রাখা এবং রেগুলারাইজেশন-এর জন্য অনুপ্রাণিত করা।

কর্মচারী পেনশন যোজনা ১৯৯৫-এর দ্বারা পেনশনভোগীদের এখন জীবন প্রমাণপত্র জমা করার জন্য ব্যাংক অথবা কোনও কার্যালয়ে যাওয়া বাধ্যতামূলক নয়। কর্মচারী ভবিষ্য নিধি সংগঠন এবং ইন্ডিয়ান পোস্ট পেমেন্ট ব্যাংকের মধ্যে হওয়া চুক্তির দ্বারা এখন এটির সুবিধা ঘরে বসে পাওয়া যাবে। এই অভিযানটির সূত্রপাত ১লা নভেম্বর ২০২৫ থেকে চালু হয়েছে যার দ্বারা ডাকবাহক এবং গ্রামীণ ডাক সেবক পেনশনকারীদের বাড়িতে গিয়ে ডিজিটাল প্রমাণপত্র চালু করবে।

কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

@socialepfo @socialepfo Youtube.com/@officialepfo

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৭৩ সংখ্যা, শনিবার, ৮ ফাল্গুন ১৪৩২

এআই ও আশঙ্কা

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ক্রমশ পৃথিবীর চালিকাশক্তিতে পরিণত হচ্ছে। ব্যক্তিজীবনের প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে এআই হানা দিয়েছে। একসময় যা ছিল শুধু কল্পবিজ্ঞানের বিষয়, আজ তা প্রাত্যহিক জীবনের অংশ। স্মার্টফোনের ফেস আইডি থেকে শুরু করে মহাকাশ গবেষণা- সবখানে এআই-এর জয়জয়কার।

কিন্তু মুদ্রার উলটো দিকও আছে। প্রযুক্তিবিদ ও বিজ্ঞানীদের বড় অংশের আশঙ্কা, নিয়ন্ত্রণহীন এআই মানবসভ্যতায় আরেকটি চেরনোবিল বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। এই প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন জাগছে, এআই মানুষের জন্য আশীর্বাদ না আসন্ন অভিশাপ? নয়াদিল্লিতে এআই সম্মেলনে বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্টুয়ার্ট রাসেল জানিয়েছেন, যন্ত্র যদি নিজে থেকে চিন্তা করতে শুরু করে, তাহলে পরিণতি কী হবে, তা সমাজ কল্পনাতেও আনতে পারছে না।

তাঁর আশঙ্কা, এআই-এর অনিয়ন্ত্রিত বিকাশে ভবিষ্যতে চেরনোবিল পারমাণবিক বিপর্যয়ের মাপের বিরাট দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চাকরির বাজারেও থাবা বসাচ্ছে। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের প্রধান ক্রিস্টালিনা জর্জিভার মতে, এআই এবং এআইভিত্তিক প্রযুক্তি বিশ্বে অন্তত ৪০ শতাংশ কাজের বাজারে থাবা বসাতে চলেছে। ফলে কোটি কোটি মানুষের কর্মহীন হওয়ার আশঙ্কা। এতে বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক বৈষম্য আরও বাড়তে পারে।

তার থেকেও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভীতিজনক দিকটি হল, এআই চালিত মারণাস্ত্র বা কিলার রোবট। এই প্রযুক্তি ভুল হাতে পড়লে বা মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে তা আক্ষরিক অর্থেই বিনাশের পথ প্রশস্ত করবে। এআই-এ বহুক্ষেত্রে ব্যাপক তথ্যগত ভুল, ডিপফেক বা গোপনীয়তা লঙ্ঘনের মতো বিষয় রয়েছে। এআই ব্যবহারে ব্যক্তিগত গোপনীয়তাও হুমকির মুখে।

হুজুগের গুঁতোয় ডিপফেক বা ভুয়ো তথ্য ছড়িয়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা তৈরি এখন রোজনামচায় পরিণত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অবশ্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে অহেতুক ভয় পাওয়ার পক্ষপাতী নন। বরং এর ব্যবহার সকলের জন্য উন্মুক্ত করার বার্তা দিয়ে তিনি বলেছেন, এআই-এর সুফল যেন সবাই পান। তাঁর অভয় বার্তা, এআই-কে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। তবে এর ব্যবহারে সতর্ক থাকতে হবে।

মোদি আশার কথা শোনালেও এআই সম্মেলনে গালগোটিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদর্শিত চিনা রোবট কুকুরকে যেভাবে ভারতের নিজস্ব উদ্ভাবন বলে চালানোর অপচেষ্টা হয়েছে, তাতে আন্তর্জাতিক মহলে ভারতের ভাবমূর্তি খানিকটা হলেও ম্লান হয়েছে। রাহুল গান্ধির মতে, এআই-এর ইঞ্জিনের ইন্ধন হল ডেটা আর ১৪০ কোটি ভারতীয়র ডেটায় সেই ক্ষমতা রয়েছে, যা দুনিয়ার এআই-কে চালাতে পারে।

কিন্তু এআই সম্মেলনে ভারতের প্রতিভার বিচ্ছুরণের বদলে অন্যের প্রযুক্তি নকল করে বাহবা কুড়ানোর চেষ্টা জাতির পক্ষে লজ্জাজনক বলে রাহুলের অভিযোগ। তাঁর মতে, ভারতের ডেটা বিক্রি করে চিনা পণ্য প্রদর্শন করা হচ্ছে। নিঃসন্দেহে এআই-এর ভালো দিকও যথেষ্ট। বিশেষ করে চিকিৎসা বিজ্ঞানে এর অবদান অবিস্মরণীয়। জটিল রোগ নির্ণয়, নতুন ওষুধের ফর্মুলা তৈরি এবং সূক্ষ্ম অস্ত্রোপচারে এআই এখন চিকিৎসকদের প্রধান সহযোগী।

আবার জলবায়ু পরিবর্তনের মতো বৈশ্বিক সমস্যা মোকাবিলায় বিপুল পরিমাণ তথ্য বিশ্লেষণ করে সঠিক পূর্বাভাস দিতে এআই-এর বিকল্প নেই। শিল্প-কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি, যোগাযোগ ব্যবস্থায় স্বয়ংক্রিয় চালকবিহীন যান এবং শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যক্তিগত লার্নিং মডিউল ইত্যাদিতে এআই জনজীবনকে অধিকতর দক্ষ ও সহজতর করেছে। মানুষের শ্রম ও মেধার সঙ্গে এআই যুক্ত হলে স্বাভাবিকভাবেই প্রগতির চাকা ত্বরান্বিত হয়।

কিন্তু সেক্ষেত্রে ভারসাম্য থাকা প্রয়োজন। যন্ত্র ও যন্ত্রীর মধ্যে ভারসাম্য বিগড়ে গেলে বিপদ অনিবার্য। সভ্যতার সবথেকে বড় বিপ্লব ছিল পাথরে পাথরে ঘষে আগুন জ্বালানো শেখা। সেই আগুনের নিয়ন্ত্রণকর্তা মানুষই। এআই-এর ক্ষেত্রেও অনুরূপ পথেই এগোনো দরকার। এআই-এর বিকাশে প্রয়োজন কঠোর নীতিমালা এবং আন্তর্জাতিক আইনি কাঠামো। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার লাগাম মানুষের হাতে থাকলেই স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে।

অমৃতধারা

মানুষের ইচ্ছা বজায় থাকে এক মিনিট, দু'মিনিট, দশ মিনিট, বড় জোর এক ঘণ্টা। সে চায় ভগবানে অভিনিবিষ্ট হতে, ব্যস। তারপর সে চায় আরও অনেক কিছু। মানুষ ভগবানের চিন্তা করে মাত্র কয়েক সেকেন্ড। তারপর হয়ে গেল। তার চিন্তা তখন হাজারও অন্য বিষয়ে চলে গেল। অবশ্য তেমনটা হলে স্বভাবতই তোমার অনন্তকাল লাগতে পারে। কারণ মানুষ বস্তুসমূহকে বিন্দু বিন্দু করে যোগ করে বাড়াতে পারে না, যদি সেগুলোকে বালির কণার মতো জড়ো করা যেত, যদি ভাগবতমুখী প্রতিটি চিন্তার দরুন তুমি একটি বালিকণা কোথা জমা করে রাখতে পারতে, তাহলে কিছুকাল পরে সেটা একটা পর্বত প্রমাণ হয়ে দাঁড়াত।

-শ্রীমা

কত অজানারে রেখে গেলেন শংকর

লেখক শংকরকে চেনে আপামর বাঙালি। কিন্তু তাঁর কর্পোরেট পরিচয় আর স্নেহময় অভিভাবক সত্তার কথা অনেকেরই অজানা। কঠিন সংগ্রাম পেরিয়ে সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছোনো এক কিংবদন্তির সেই না-বলা জীবনের কথা লিখলেন তাঁরই একসময়ের সহকর্মী **ডঃ আশিসকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।** শংকরের কালজয়ী 'ব্যান্ডো' চরিত্রের আসল মানুষের কলমে এ যেন তাঁর পরম শ্রদ্ধেয় 'বারওয়েল সাহেব'-এর প্রতি এক অকৃত্রিম শ্রদ্ধার্ঘ্য।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক মণিশংকর মুখোপাধ্যায়, পাঠকসমাজের কাছে যিনি চির আদরের 'শংকর', আজ তিনি প্রয়াত। ৯২ বছর বয়সে তাঁর এই প্রয়াণ বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির আকাশে এক অপূরণীয় শূন্যতা তৈরি করল। এক বর্ণময় জীবনের অবসান ঘটল, যে জীবন নিজেই ছিল আস্ত এক উপন্যাসের চেয়েও রোমাঞ্চকর, ঘাত-প্রতিঘাতে পূর্ণ এবং সাফল্যের চূড়ান্ত শিখরে আসীন। তাঁর এই চলে যাওয়ায় শুধু সাহিত্যজগৎ নয়, কর্পোরেট দুনিয়াও হারাল এক প্রখর পর্যবেক্ষককে। আর ব্যক্তিগতভাবে আমি হারালাম আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ এক অভিভাবককে। সারাজীবন তিনি তাঁর লেখায় বারওয়েল সাহেবের কাছে ঋণের কথা সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করেছেন। আজ এই শোকের দিনে, আমি তাঁকে স্মরণ করছি আমার জীবনের অকৃত্রিম 'বারওয়েল সাহেব' হিসেবেই।

শংকরের জীবনসংগ্রামের গল্প রূপকথাকেও হার মানায়। ১৯৩৩ সালে বনগাঁর এক সাধারণ পরিবারে তাঁর জন্ম। পরে বাবার কর্মসূত্রে সপরিবারে চলে আসেন হাওড়ার ব্যাঁটরায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালো মেঘ তখন ঘনিয়ে আসছে। জাপানি বোমারু বিমানের আক্রমণের আতঙ্কে পরিবার ফিরে গেল বনগাঁর নিরাপদ আশ্রয়ে। কিন্তু কিশোর শংকর থেকে গেলেন হাওড়ায়, বাবার কাছে। এরপর এল ১৯৪৭ সাল। একদিকে দেশভাগের যন্ত্রণা আর স্বাধীনতার উন্মাদনা, অন্যদিকে শংকরের জীবনে নেমে এল এক ঘোর অন্ধকার। স্বাধীনতার বছরেই অপ্রত্যাশিতভাবে পিতৃবিয়োগ ঘটে তাঁর। সম্বলহীন, কপর্দকশূন্য এক কিশোরের সামনে তখন রুক্ষ, কঠিন বাস্তব। জীবন তাঁকে খুব অল্প বয়সেই অভাব আর সংগ্রামের সবচেয়ে কঠোর পাঠটি শিখিয়েছিল।

বেঁচে থাকার তাগিদে এবং পরিবারের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার জন্য সেই কিশোর বয়স থেকেই শুরু হয় তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম। কখনও টাইপরাইটার পরিষ্কার করা, কখনও ছোটখাটো করণিকের কাজ, আবার কখনও হকার্স কর্নারে ঘুরে ঘুরে কাজ খোঁজা। এই প্রবল দারিদ্র্য আর অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ের দিনগুলোতেই রিপন কলেজে (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) পড়ার পাশাপাশি তিনি কাজ নেন কলকাতা হাইকোর্টের শেষ ব্রিটিশ ব্যারিস্টার ফ্রেডরিক নোয়েল বারওয়েলের কাছে। এই বারওয়েল সাহেবই ছিলেন শংকরের জীবনের আসল জাদুকর। এক সাধারণ কেরানি থেকে তাঁকে তিনি সাহিত্যের রাজপথে হাঁটার প্রেরণা জুগিয়েছিলেন। বারওয়েল সাহেবের অকালমৃত্যু শংকরকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। সেই শোক আর সাহেবকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি থেকেই জন্ম নেয় তাঁর প্রথম কালজয়ী উপন্যাস 'কত অজানারে'। সাহিত্যের জগতে সেটাই তাঁর রাজকীয় আত্মপ্রকাশ। এরপর আর তাঁকে কখনও পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি।

শংকরের কলম থেকে এরপর একে একে বেরিয়ে এসেছে বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সব রত্ন। তাঁর লেখনীর জাদুতে কর্পোরেট জগতের চেনা ছক, শহুরে মধ্যবিত্তের জীবনসংগ্রাম আর হোটেলের বিলাসবহুল অন্তরালের অন্ধকার দিকগুলো জীবন্ত হয়ে উঠেছে। 'চৌরঙ্গী', 'সীমাবদ্ধ', 'জন অরণ্য' বা 'বোধোদয়'-এর মতো অমর সৃষ্টি তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে জনপ্রিয়তার এক অবিসংবাদিত শিখরে। সত্যজিৎ রায়ের মতো কিংবদন্তি পরিচালক তাঁর 'সীমাবদ্ধ' এবং 'জন অরণ্য' নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন। আবার 'চৌরঙ্গী' উপন্যাসের ওপর ভিত্তি করে তৈরি সিনেমায় স্যাটা বোসের চরিত্রে অভিনয় করে মহানায়ক উত্তমকুমার ইতিহাস তৈরি করেছেন। এই সিনেমাগুলি প্রসঙ্গে শংকর নিজেই একবার বিনীতভাবে বলেছিলেন, 'সত্যজিৎই আমাকে সকলের কাছে পৌঁছে দিয়েছে, ছড়িয়ে দিয়েছে।'

তবে সাহিত্যিক শংকরের এই সুবিশাল পরিচিতির আড়ালেও তাঁর একটি প্রখর কর্পোরেট পরিচিতি ছিল। সাহিত্যের পাতায় কর্পোরেট দুনিয়ার, সাহেব কোম্পানিগুলোর অন্দরমহলের যে নিখুঁত, বাস্তবসম্মত এবং কখনো-কখনো নির্মম ছবি তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন, তা তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতারই নির্যাস। আর এই কর্পোরেট জগতেই তাঁর সঙ্গে আমার পথ চলা শুরু। আজ এই শোকের দিনে একটা কথা বলতে আর কোনও বাধা নেই। শংকরের বেশ কিছু লেখায় 'ব্যান্ডো' নামক যে এক কর্পোরেট চরিত্রের উপস্থিতি পাঠকরা উপভোগ করেছেন, তা আদতে আমার আদলেই গড়া। আমার পেশাগত জীবনের নানা দিক, আমার স্বভাবের নানা রূপ তিনি সুনিপুণভাবে ওই চরিত্রের মধ্যে মিশিয়ে দিয়েছিলেন।

তাঁর সঙ্গে আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত। লেখক হিসেবে তাঁকে জানতাম স্কুলজীবন থেকেই। এমএ পড়ার সময় তাঁর ভাই পিনাকী আমার ব্যাচমেট ছিল। তবে তাঁর সঙ্গে প্রথম চাক্ষুষ আলাপ ১৯৭৯ সালের গ্রীষ্মকালে। সিএমএ-র তরফ থেকে সাহাগঞ্জে একটি বক্তৃতা দিতে গিয়ে তাঁকে প্রথম দেখি। প্রথম আলাপেই তাঁর সেই ভুবনভোলানো হাসি দিয়ে তিনি আমাকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। কিছুদিন পর আমি অর্থনীতিবিদ হিসেবে ডানলপ সংস্থায় যোগ দিই। আমার বসার চেম্বারটি তৈরি হতে সময় লাগবে বলে, আমাকে সাময়িকভাবে ৬২এ ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের দোতলায় পি গুহ সাহেবের চেম্বারে বসতে দেওয়া হয়। পরম সৌভাগ্য, একই ফ্লোরে বসতেন শংকরবাবু। প্রথম দিনই আদর করে চা খাওয়ালেন, আর বললেন লাঞ্চের সময় তাঁর ঘরে যেতে। ডানলপে দুপুরে এক ঘণ্টার লাঞ্চ ব্রেক থাকত। অনেকেই বাড়ি চলে যেতেন, কিন্তু তিনি যেতেন না। তাঁর ঘরে আমার 'স্ট্যান্ডিং ইনভিটেশন' ছিল। মাঝে মাঝে অফিসের কাজে বা এমনিই আমাকে নিয়ে রেস্তোরাঁয় খেতে যেতেন। তাঁর সৌজন্যেই সেই সময় কত বিশিষ্ট মানুষের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়েছিলাম! দিব্যেন্দু পালিত, ডঃ সুব্রত সেন, বাদল বসু, সুধাংশু দে, হারাধন চক্রবর্তীর মতো দিকপালরা আসতেন তাঁর কাছে। সাহিত্য ও কর্পোরেট দুনিয়ার এক অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটত তাঁর ওই চেম্বারে।

তাঁর বিশাল হৃদয়ের ও আশ্চর্য মানবিকতার পরিচয় আমি পেয়েছিলাম ডানলপে যোগ দেওয়ার প্রথম কয়েক দিনের মধ্যেই। আমার একটি মেলের খামের মধ্যে সিনিয়ার সহকর্মী মিস্টার গুহর স্যালারি স্লিপ ছিল, যা আমি নিজের অজান্তেই ভুল করে খুলে ফেলি। পরের দিনই মিস্টার গুহর নিজের চেম্বারে ফেরার কথা। কর্পোরেট জগতে একজন জুনিয়ারের হাতে সিনিয়ারের বেতনের খাম খোলা অবস্থায় থাকাটা কতটা ভয়ংকর হতে পারে, তা ভেবে আমি চরম অস্বস্তিতে পড়ে যাই। তিনি সবটা শুনলেন এবং আমাকে বিন্দুমাত্র চিন্তা করতে বারণ করলেন। পরদিন আমাকে সঙ্গে করে মিস্টার গুহর কাছে গিয়ে খামটা দিয়ে নির্দ্বিধায় বললেন, 'খামটা আমি ভুল করে খুলে ফেলেছিলাম।' মিস্টার গুহ স্বভাবতই তা মেনে নিলেন। আমায় এক চরম অপ্রস্তুত অবস্থা থেকে বাঁচাতে অনায়াসে নিজের ঘাড়ে দোষ নিতে তাঁর একবারও বাধল না! সেই মুহূর্ত থেকে তাঁর প্রতি আমার মনে যে গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জন্ম নিয়েছিল, তা আজও বিন্দুমাত্র ম্লান হয়নি।

শুধু অফিসে নয়, সংসার জীবনেও তিনি এক নিবিড় অভিভাবকের মতো আমার পাশে দাঁড়িয়েছেন। সঞ্চয়ের গুরুত্ব বুঝিয়ে ১৯৮০ সালে আমাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে স্টেট ব্যাংকে পিপিএফ অ্যাকাউন্ট খুলিয়ে দিয়েছিলেন। সাহেব কোম্পানিতে কাজ করার অনেক নিয়মকানুন ছিল, যেমন লাউঞ্জ সুট পরা ছিল আবশ্যিক। সেখানেও তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে একটি মোক্ষম বুদ্ধি দিয়েছিলেন- কোটের তুলনায় প্যান্ট তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে যায়, তাই একটি কোটের সঙ্গে একই কাপড়ের দুটো প্যান্ট বানানো দীর্ঘমেয়াদে অনেক বেশি লাভজনক। এমন ছোট ছোট বাস্তবসম্মত পরামর্শ তিনি দিতেন, যা জীবনের অনেকটা পথ মসৃণ করে দিত। মেয়ের নামকরণ, বাবার পারলৌকিক কাজ, নতুন ফ্ল্যাট কেনা- জীবনের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপে তাঁর সদর্থক ভূমিকা ছিল।

অফিসের প্রতিদিনের কাজে তাঁর থেকে প্রতিনিয়ত শিখেছি। অফিস শিষ্টাচার, সময়ানুবর্তিতা, ডাইনিং টেবিল ম্যানার্স, জনসংযোগ বা পাবলিক রিলেশন- সব কিছুই তিনি শিখিয়েছিলেন। পরিবর্তনশীল কর্পোরেট পরিবেশে তিনি ছিলেন একজন দক্ষ 'মাল্টিটাস্কার'। কর্পোরেট দুনিয়া সম্পর্কে তাঁর অমোঘ মন্ত্র ছিল : 'বস বস্তুটি আগুনের মতো। বেশি দূরে গেলে তাপ পাবে না, কাছে গেলে পুড়ে যাবে!' পালাবদল এবং কর্পোরেট রাজনীতির 'আইসবার্গ' সামলে কীভাবে বিবেক অক্ষুণ্ণ রেখে কাজ করতে হয়, তা তাঁর কাছেই শেখা। পরিবর্তনশীল কর্পোরেট পরিবেশে তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত দক্ষ 'মাল্টিটাস্কার'।

তিনি আমাকে মন্ত্র দিয়েছিলেন স্বধর্মে থাকার। আমি পড়াতে ভালোবাসতাম, সেটা তিনি জানতেন। তাই সারাদিন অফিসের ক্লান্তি সত্ত্বেও সন্ধ্যায় আইআইএসডব্লিউবিএম-এ এমবিএ পড়ানোর কাজটা তিনি আমাকে কখনও ছাড়তে দেননি। তিনি যেমন তাঁর বারওয়েল সাহেবের কাছে আজীবন ঋণী ছিলেন, তেমনি আমি আজীবন ঋণী আমার এই 'ইন্ডিয়ান এডিশন' বারওয়েল সাহেবের কাছে। আজ তিনি সশরীরে আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু তাঁর রেখে যাওয়া শিক্ষা, তাঁর অমর সৃষ্টি এবং তাঁর জীবনের অগণিত আদর্শ আমার জীবনের স্থায়ী পাথেয় হয়ে থাকবে। আমার জীবনের সেই পরম শ্রদ্ধেয় মানুষটিকে আজ জানাই বিনম্র প্রণাম ও শ্রদ্ধা।

(লেখক অবসরপ্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ)

সোনালি স্মৃতি।। সাহিত্যিক মণিশংকর মুখোপাধ্যায়ের (শংকর) সঙ্গে লেখক।

আজ

১৯৪৭

সাহিত্যিক ভগীরথ মিশ্রের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৬১

আজকের দিনে জন্ম নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

আলোচিত

প্রতীক- উরের ব্র্যান্ড ভ্যালু সিপিএম থেকেই তৈরি হয়েছে। এই ধরনের কর্মীকে হারানো সন্তানের মৃত্যুর মতো বেদনাদায়ক। তবে সন্তানের মৃতদেহ মায়ের আগলে রাখাও সায়েন্টিফিক নয়। আমি কারও শুনানির বিচারক নই। এখানে কেউ ফরিয়াদ জানাতে আসেননি। সাংবাদিক বৈঠক রায় দেওয়ার জায়গা নয়।

- মহম্মদ সেলিম

ভাইরাল/১

ছত্তিশগড়ের রায়পুরে এক পেট্রোল পাম্পে বাইকে তেল ভরতে এসেছিলেন দুই বন্ধু। পাম্পের কর্মচারী যখন তেল ভরছিলেন তখন এক বন্ধু সিগারেট ধরাচ্ছিলেন। বারণ করায় তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে বাইকে আগুন ধরান। পাম্পেও আগুন লেগে যায়।

ভাইরাল/২

গুজরাটের জুনাগড়ে বিয়েবাড়িতে খাবারের খোঁজে হানা দেয় একদল সিংহ। গভীর রাতে অনাহূত অতিথিদের দেখে শোরগোল পড়ে যায়। শুরু হয়ে যায় দৌড়াদৌড়ি। রাজকীয় ভঙ্গিমায় কিছুক্ষণ বিয়েবাড়ি দর্শন করে আবার বনে ফিরে যায় সেগুলি।

জনমন

জনমত

নিয়মিত ভাষাচর্চা করতে হবে

মানুষের প্রথম পরিচয় তাঁর ভাষা। যোগাযোগ, শিক্ষা ও উন্নয়নের কৌশলগত ভূমিকা পালন করে ভাষা। তবে এই বিশ্বায়নের যুগে কিছু ভাষা ক্রমশ হুমকির মুখে পড়ছে, কিছু ভাষা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এহেন পরিস্থিতিতে আমরা যদি মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার্থে বিশ্বজুড়ে দ্রুত উদ্যোগ না নিতে পারি তাহলে ভাষা হারিয়ে যাওয়া বিশ্বসংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের জন্য একটি মারাত্মক হুমকির কারণ হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে একুশে ফেব্রুয়ারি দিনটি ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে উৎসাহিত করার একটি প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করে।

মাতৃভাষা রক্ষার্থে কিছু পদক্ষেপ করতে হবে। যেমন, মাতৃভাষার প্রচার ও রক্ষা করা সংক্রান্ত আলোচনা, নিয়মিত ভাষাচর্চা, মাতৃভাষা সম্পর্কে ব্যাপক জনমত তৈরি করা, সঙ্গে মাতৃভাষার সুরক্ষার জন্য যেসব সুপারিশ রয়েছে সেগুলো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নজরে আনতে হবে। ভুলে গেলে চলবে না, আমরা যত বেশি মাতৃভাষা ব্যবহার করব, ততই এর প্রতিপত্তি বাড়বে। প্রয়োজনে আমরা নিশ্চয়ই বিদেশি ভাষা শিখব কিন্তু কোনওভাবেই মাতৃভাষাকে অবহেলা করে নয়।

সর্বোপরি একুশের ভাবনা, একুশের চেতনা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে প্রজ্বলিত থাকুক চিরকাল - এটাই আমরা আশা করব।

কিরণ মজুমদার (সিন্টু)
১ নম্বর ডাবগ্রাম কলোনি, শিলিগুড়ি।

এখনও বাংলায় সব সাইনবোর্ড নেই

শনিবার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। দুঃখের বিষয়, গত বছর শিলিগুড়ির মেয়র মহাশয়ের বহু চেষ্টার পরও আজ পর্যন্ত শিলিগুড়ি শহরের সব সাইনবোর্ড বাংলায় নেই। নামমাত্র কিছু সাইনবোর্ডে বাংলা যুক্ত হয়েছে। এমনকি সরকারি সাইনবোর্ডের বেশিরভাগই ইংরেজিতে।

তাছাড়া মনীষীদের মূর্তিগুলিও অযত্নে পড়ে থাকে। না আছে আচ্ছাদন, না আছে চারদিক সঠিকভাবে ঘেরা।

ফলে সারাবছর ধুলোবালি, বৃষ্টির জল ও পাখির বিষ্ঠায় ভরে থাকে মনীষী-শহিদদের মর্মর মূর্তিগুলি। আবার অনেক বিপ্লবী যেমন প্রফুল্ল চাকি, বাঘা যতীন এবং আরও অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামী ও ভাষা শহিদদের মূর্তি নেই শিলিগুড়ি শহরে, যা সত্যিই লজ্জার।

মেয়রের কাছে অনুরোধ, দয়া করে গতবছর আপনার নেওয়া সিদ্ধান্ত বিশেষ করে শহরের সব সাইনবোর্ডে বাংলা যুক্ত করার উদ্যোগকে এই পবিত্র ভাষা মাসে কার্যকর করতে পদক্ষেপ করুন। সেইসঙ্গে মর্মর মূর্তিগুলি রক্ষণাবেক্ষণে যথাযথ ব্যবস্থা নিন এবং প্রফুল্ল চাকি ও বাঘা যতীনের মূর্তি বসানো হোক।

সজলকুমার গুহ
শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

এরকম অনেক দিনই তো একুশে ফেব্রুয়ারি

বাংলা শুনলে খিঁচিয়ে উঠতেন যিনি, সেই প্রিন্সিপাল বলেছিলেন, 'যে নিজের ভাষা বলতে পারে না, সে একটা অশিক্ষিত।'

শুভাশিস ঘোষ

শহরে তখন সবে বছরতিনেক হল একটিমাত্র ইংরেজিমাধ্যম স্কুল। আমার প্রাথমিকের গণ্ডি না ডিঙানো মা এক দুপুরে রিকশা চেপে আমাকে মিশনারি ইংরেজি স্কুলে পড়াবেন বলে নিয়ে গেলেন। সিস্টারকে জানালেন কেন আমাদের যাওয়া।

শুনে সিস্টার আমাকে বাংলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'নাম কী?' আমি বাড়িতে কয়েকদিন শেখা ইংরেজি বাক্যবন্ধটা বলা শুরু করলাম, 'মাই নেম ইজ...', সিস্টার থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি বাঙালি, বাংলা বলো।'

আমি বললাম, 'আমার নাম শুভাশিস।' সিস্টার হেসে মাকে শুধোলেন, 'দিদি এর মানে কী?' মা বললেন। সিস্টার আমার মাথায় হাত বুলিয়ে ভাঙা বাংলায় যা বললেন তা অনেকটা এরকম, 'বাহ, ভালো নাম, বাংলা খুব মিঠা ভাষা।' মনে নেই তারিখটা কত ছিল। তবে এরকম দিনই তো হয় একুশে ফেব্রুয়ারি। কয়েকটা বছর পর স্কুলে তখন যিনি প্রিন্সিপাল, একটা বাংলা কথাও যাঁর কানে গেলে আর রক্ষে থাকত না। কানমলা, দাঁড় করিয়ে রাখা, বাবা-মাকে ডেকে পাঠানো, ফাইন নেওয়া এসব ফরমান নিত্যনতুন জারি হত। বুঝলাম এ বড় কঠিন ঠাঁই, অতএব ইংরেজি লেখা আর বলায় এমনই শান দেওয়া শুরু হল যে নিজের সাহেব সাহেব ভাব এসে গেল। বাংলা বই দেখলেই মনে হত, 'নট ম্যাহ কাপ অফ টি।'

এর মধ্যে রবীন্দ্র জয়ন্তী। আমাদের স্কুল ইংরেজি ও বাংলা মিলিয়ে আলেখ্য পরিবেশন করবে। পরিবেশনার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক আমায় বেছেছেন 'ভারত তীর্থ' আবৃত্তি করতে। মহড়ায় সদ্য সাহেব আমার মুখে 'হেথায় আর্য, হেথা অনার্য' বারবার হয়ে যাচ্ছে 'হেথায় অ্যারিয়া, হেথা অ্যানারিয়া।' স্যর বিরক্ত হচ্ছেন, আমিও নাছোড়। হঠাৎ দরজা খুলে গেল, খিঁচিয়ে উঠলেন সেই প্রিন্সিপাল, যিনি বাংলা শুনলে কান মলে দিতেন। একদম গোদা বাংলায় বললেন, 'মায়ের ভাষা বলতে লজ্জা লাগে রে? যে নিজের ভাষা বলতে পারে না, সে একটা অশিক্ষিত।'

আমি তো হাঁ, তাজ্জব! প্রিন্সিপাল বলে চলে গেলেন, 'অ্যাম গিভিং ইউ অ্যান আওয়া, ইউ গেট ইট রাইট বাই দ্যাট অর ইউ লিভ দিস স্কুল। উই ডোন্ট ওয়ান্ট ওয়ান হু ক্যান্ট স্পিক হিজ মাদার টাং।'

আধ ঘণ্টার মধ্যে আমি ইউ টার্ন মেরে একদম ঠিক উচ্চারণে বলতে শুরু করলাম 'মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে- এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।'

প্রিন্সিপাল আবার উঁকি দিলেন, 'খুব ভালো হয়েছে রে, কী ভালো লাগে বাংলা শুনতে।' তারপর আলতো করে কান মলে দিয়ে বললেন, ''ইউ স্পিক রং বাংলা বি অ্যাশেমড অফ ইওরসেলফ অ্যান্ড ডোন্ট কল এনি ওয়ান 'মা' এগেইন।''

ওই তারিখটাও মনে নেই। কিন্তু এরকম দিনই তো একুশে ফেব্রুয়ারি হয়। উচ্চমাধ্যমিকে ইংরেজি টিউশন নিতাম ইংরেজির বিখ্যাত অধ্যাপকের কাছে। এক মাথা এলোমেলো ঝাঁকড়া চুলের স্যর সারাক্ষণ ইংরেজিতে বলে চলেন। পড়ার ফাঁকে এক-আধটা বাংলা বলে ফেললে 'ব্লাডি বেঙ্গলি' বলে গাল দেন। তার মধ্যেই একদিন বললেন, 'হাউ মেনি অফ জীবনানন্দ দাশ হ্যাভ ইউ রেড?'

আমি তখনও বাংলায় একটা কবিতা ছাড়া কিছুই পড়িনি। সেটাই বললাম। এবার চমকে উঠলাম। নস্যি বন্ধ নাকে সরু উচ্চারণে স্যর বলে উঠলেন, 'চুল তার কবেকার বিদিশার নিশা... বনলতা সেন পড়ে আয়, রবীন্দ্রসংগীত শুনে আয়, তারপর রোম্যান্টিসিজম বুঝবি।' বলেই গড়গড় করে বনলতা সেন আবৃত্তি করে গেলেন। তারপর বললেন, 'মাতৃভাষা জানা খুব দরকার বৎস।'

মোক্ষম এই গুরুবচনের শেষে আবার সেই বিখ্যাত উক্তি, 'রিমেম্বার দিস ইউ ব্লাডি বেঙ্গলি!' আর ভুলি কী করে? ক্যালেন্ডারে যাই থাক, এরকম দিনই তো একুশে ফেব্রুয়ারি।

(লেখক সরকারি আধিকারিক, জলপাইগুড়ির বাসিন্দা)

- এআই

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৭৬

পাশাপাশি : ১। অপ্রয়োজনীয় জিনিস ৩। দরবার থেকে উঠে আসা শাস্ত্রীয় নৃত্য ৫। যে সরোবরে পদ্ম ফোটে ৭। যার তিনটে পা আছে ৯। একটি ফুলের নাম ১১। চারপাশে ঘর মাঝে উঠোন ১৪। প্রতি মাসে পাওয়া যায় ১৫। অল্প বা টক স্বাদের একটা ফলের নাম।

উপর-নীচ : ১। প্রমাণ সহ পাকড়াও ২। জীবদেহে সংঘটিত রাসায়নিক বিক্রিয়া ৩। বাদামি রংয়ের গোরু ৪। দোষ, ত্রুটি বা অপরাধ ৬। শান্তির পায়রা বা কবুতর ৮। যিনি অর্থের বিনিময়ে রান্না করেন ১০। এই ফলের আর এক নাম আতা ১১। চোখের জিনিস কানের সঙ্গেও সম্পর্ক আছে ১২। সহজে মিশতে পারে ১৩। নাকের গয়না।

সমাধান ■ ৪৩৭৫

পাশাপাশি : ১। চুয়ানো ৩। রতি ৫। নাটা ৬। মক্ষিকা ৮। টিকারা ১০। তালাও ১২। মাতন ১৪। আপু ১৫। বিশ্রী ১৬। রাগবি।

উপর-নীচ : ১। চুনোপুঁটি ২। নোনাধরা ৪। তিরিক্ষি ৭। কাঞ্চি ৯। লামা ১০। তানপুরা ১১। ওলাবিবি ১৩। তগাবি।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

আমেরিকার 'প্যাক্স সিলিকা' জোটে নয়াদিল্লি

এআই সম্মেলনে বিক্ষোভ কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারি: এআই সামিট চলাকালীন সম্মেলনস্থলের ভিতরে ঢুকে গায়ের জামা খুলে বিক্ষোভ দেখালেন জনা কয়েক কংগ্রেস কর্মী। তাঁদের অভিযোগ, ভারত ও আমেরিকার মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি হলে বঞ্চিত হবেন দেশের মানুষ। এই বিক্ষোভ দেখানোর ঘটনায় ইতিমধ্যে চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। হাত শিবিরের আচরণের নিন্দা করেছে বিজেপি। তাদের কটাক্ষ, ঈর্ষার কারণেই এমনটা করেছে কংগ্রেস। ওই ঘটনার প্রতিবাদে বিজেপির যুব শাখার সদস্যরা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির বাসভবনের বাইরে বিক্ষোভ দেখান।

এআই সামিটে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন যুব কংগ্রেস কর্মীরা। শুক্রবার নয়াদিল্লিতে।

ঘটনাচক্রে এই বিক্ষোভ দেখানোর সময়ই আমেরিকার সঙ্গে 'প্যাক্স সিলিকা'-তে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিল ভারত। শুক্রবার দিল্লিতে 'এআই ইমপ্যাক্ট সামিট'-এর ফাঁকে খনিজ সম্পদ এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) সরবরাহ শৃঙ্খলকে শক্তিশালী করতে আমেরিকার নেতৃত্বাধীন এই কৌশলগত জোটে যোগ দেওয়ার ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেন কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর এবং অর্থনৈতিক বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি জ্যাকব হেলবার্গ।

এদিন দিল্লির ভারত মণ্ডপমে এআই সামিট চলাকালীন বিভিন্ন সংস্থার প্রধানেরা এই বিষয়ে ভাষণ দিচ্ছিলেন। হঠাৎ একটি কক্ষের বাইরে শোরগোল শুরু হয়। দেখা যায়, গায়ের জামা খুলে ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তির বিরুদ্ধে স্লোগান দিচ্ছেন কয়েক জন কংগ্রেস কর্মী। তাঁদের দাবি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তিতে সই করলে বঞ্চিত হবেন ভারতের মানুষ, দেশের কৃষকরা। যাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে রয়েছেন যুব কংগ্রেসের জাতীয় সম্পাদক কৃষ্ণ হরি, বিহার যুব কংগ্রেসের রাজ্য সম্পাদক কুন্দন যাদব, উত্তরপ্রদেশের যুব কংগ্রেস নেতা অজয় কুমার, যুব কংগ্রেস নেতা নরসিং যাদব। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কোনওভাবে কিউআর কোড দেওয়া পাস জোগার করে সম্মেলনের মঞ্চে প্রবেশ করেছিলেন ওই কংগ্রেস কর্মীরা। তাঁদের বাধা দিতে গিয়ে আক্রান্ত হন পুলিশ কর্মীরা। এই বিক্ষোভের নেপথ্যে বড় কোনও চক্রান্ত রয়েছে বলে ধারণা তদন্তকারীদের। কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এই ঘটনাকে দুর্ভাগ্যজনক বলে উল্লেখ করেছেন। রাজনাথ সিং বলেন, 'যখন গোটা বিশ্ব ভারতকে নয়াদিল্লিস্থিত ভারত মণ্ডপমে আয়োজিত এআই সামিটের আয়োজন করতে দেখছিল, প্রযুক্তি আর উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে আমাদের ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক নেতৃত্বের সাক্ষী হচ্ছিল তখন কংগ্রেস দেশের সম্মান বাড়ানোর পরিবর্তে আয়োজনে বিঘ্ন ঘটানোর কাজ করেছে।' কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবও একই সুরে বলেছেন, 'এটা নিছক রাজনৈতিক বিরোধ নয়, এটা ভারতের আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তিকে সাবোতাজ করার চেষ্টা।' আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতকে বদনাম করার চেষ্টা চলছে। অপর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব কংগ্রেসের পদক্ষেপকে নির্লজ্জ বলে কটাক্ষ করেছেন।

এদিকে প্যাক্স সিলিকা সম্পর্কে অশ্বিনী বৈষ্ণো বলেন, 'ভারতের ইলেক্ট্রনিক্স ও সেমিকনডাক্টর ক্ষেত্রের জন্য এটি অত্যন্ত লাভজনক হবে। বর্তমানে দেশে ১০টি সেমিকনডাক্টর প্ল্যান্ট তৈরির কাজ চলছে এবং উন্নত ২-ন্যানোমিটার চিপের নকশাও ভারতেই তৈরি হচ্ছে। এই জোট তরুণ প্রজন্মের জন্য নতুন সম্ভাবনা তৈরি করবে।' অপরদিকে জ্যাকব হেলবার্গ একে শুধু একটি চুক্তি নয়, বরং 'ভবিষ্যতের রোডম্যাপ' হিসেবে অভিহিত করেছেন।

অন্যদিকে, সার্জিও গোর প্যাক্স সিলিকাকে 'পারস্পরিক সক্ষমতার জোট' বলে বর্ণনা করেন। তাঁর মতে, উদ্ভাবন সবসময় ভারতের মতো মুক্ত সমাজব্যবস্থায় বিকশিত হওয়া উচিত। ডিসেম্বরে ওয়াশিংটন থেকে যাত্রা শুরু করা এই জোটে অস্ট্রেলিয়া, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং ব্রিটেনের মতো দেশ রয়েছে। মূলত সেমিকনডাক্টর চিপ ও এআই প্রযুক্তির ওপর চিনের একাধিপত্য কমিয়ে একটি নিরাপদ ও স্থিতিশীল বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলাই এই জোটের লক্ষ্য।

বাবরের নামে বাধা নেই

নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারি: মোগল সম্রাট বাবর বা 'বাবরি মসজিদ'-এর নামে কোনও নতুন মসজিদ নির্মাণ অথবা নামকরণের ওপর আইনি নিষেধাজ্ঞা জারির আবেদন শুনতে অস্বীকার করল দেশের শীর্ষ আদালত। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিক্রম নাথ এবং বিচারপতি সন্দীপ মেহতার ডিভিশন বেঞ্চ এই সংক্রান্ত জনস্বার্থ মামলা গ্রহণ করতে অনীহা প্রকাশ করে। শেষ পর্যন্ত আদালতের মনোভাব বুঝে আবেদনকারী নিজের মামলাটি প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হন।

এদিন মামলাকারীর আইনজীবী দাবি করেন, বাবরের নাম ব্যবহার করে কোনও নির্মাণ হলে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। তবে বিচারপতিরা এই যুক্তিতে সন্তুষ্ট হননি এবং মামলার বিষয়বস্তু নিয়ে কোনও আগ্রহ দেখাননি। সুপ্রিম কোর্টের এই সিদ্ধান্তের ফলে আপাতত মুর্শিদাবাদ বা দেশের অন্য কোথাও এই নামে মসজিদ তৈরিতে বা নামকরণে কোনও বিচারবিভাগীয় বাধা থাকল না। আদালতের স্পষ্ট অবস্থান ছিল, কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারগুলিকে এই ধরনের নামকরণের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের কোনও নির্দেশ দেওয়া হবে না।

বন্দে ভারতে পাথর

লখনউ, ২০ ফেব্রুয়ারি: বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে পাথর ছোড়ার ঘটনায় বৃহস্পতিবার চাঞ্চল্য ছড়াল উত্তরপ্রদেশের হারদৈ জেলার কাউরা গ্রামে। ওই ট্রেনেই সফর করছিলেন আরএসএসের প্রধান মোহন ভাগবত। সেই কারণে হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে এলাকায়। বৃহস্পতিবার বিকাল ৩টে ২০ নাগাদ দিল্লিগামী ওই বন্দে ভারতটিকে লক্ষ্য করে পাথর ছোড়া হয়। সেই পাথরের আঘাতে সি৪ কোচের একটি জানালার কাচ ভাঙে। তবে সেই পাথরের আঘাতে মোহন ভাগবত বা অন্য কোনও যাত্রী আহত হননি। ওই ঘটনার পর নিরাপদেই মিরাটে পৌঁছোন সরসংঘচালক। ইতিমধ্যে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে একটি এফআইআর দায়ের হয়েছে।

পবিত্র রমজানে দুই ছবি। শ্রীনগরে শুক্রবার। -পিটিআই ও এএফপি

মোদির বাসভবনের সামনে বস্তি উচ্ছেদ

নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারি: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাসভবনের প্রায় ঢিলছোড়া দূরত্বে বস্তি থাকবে না! থাকতে পারে না।

এই কথা মাথায় রেখে নয়াদিল্লির লোককল্যাণ মার্গে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের কাছে অবস্থিত তিনটি বস্তি উচ্ছেদের নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্র। ভাই রাম ক্যাম্প, মসজিদ ক্যাম্প এবং ডিআইডি ক্যাম্পের মোট ৭১৭টি পরিবারকে আগামী ৬ মার্চের মধ্যে ঘর খালি করতে বলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের অধীনস্থ ল্যান্ড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস এই নোটিশ জারি করেছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জায়গা খালি না করলে কঠোর আইনি ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

তবে এই পরিবারগুলিকে একেবারে নিরাশ্রয় করা হচ্ছে না। বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে প্রায় ৪৫ কিলোমিটার দূরে সাভদা ঘেভরা এলাকায় ডিইউএসআইবি কলোনিতে তাদের জন্য ফ্ল্যাট বরাদ্দ করা হয়েছে।

এই উচ্ছেদ প্রক্রিয়া নিয়ে দিল্লি হাইকোর্টে আইনি জটিলতা রয়েছে এবং আদালত আগামী ১৩ মে পর্যন্ত স্থগিতাদেশ দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে এলাকায় নোটিশ ও ফ্ল্যাট বরাদ্দের কাগজ লাগানোর কাজ শুরু হয়েছে।

'আকাশে আটক নিকৃষ্ট বিপর্যয়'

ওয়াশিংটন, ২০ ফেব্রুয়ারি: মহাকাশে মাসের পর মাস সুনীতা উইলিয়ামস ও তাঁর সঙ্গীদের আটকে পড়া নাসার ইতিহাসে অন্যতম নিকৃষ্ট বিপর্যয় বলে স্বীকার করে নিল মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা। তাদের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে 'টাইপ এ' বিপর্যয় হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে বোয়িং স্টারলাইনারের ব্যর্থ অভিযানকে। কারিগরি ত্রুটির কারণে সুনীতা ও বুচ উইলমোর মহাকাশে দীর্ঘ নয় মাস আটকে ছিলেন। মূলত থ্রাস্টার বিকল এবং হিলিয়াম লিকেজ এই বিপত্তির মূল কারণ ছিল। প্রতিবেদনে নাসা ও বোয়িংয়ের তদারকিতে গাফিলতির কঠোর সমালোচনা করার পাশাপাশি গুনে গুনে ৬১টি সুপারিশও করা হয়েছে ভবিষ্যতে নভশ্চরদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে।

কোর্টে হাজিরা রাহুলের

লখনউ, ২০ ফেব্রুয়ারি: কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে কুকথা বলায় ৮ বছর আগে দায়ের হওয়া একটি অপরাধমূলক মানহানির মামলায় শুক্রবার সুলতানপুরের একটি আদালতে হাজির হলেন রাহুল গান্ধি। লোকসভার বিরোধী দলনেতা তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ মানতে অস্বীকার করেন। তাঁর আইনজীবী আদালতকে জানান, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা হেতু ওই মামলাটি দায়ের করা হয়েছে। ওই মামলার কোনও ভিত্তি নেই। প্রায় ২০ মিনিট আদালতে ছিলেন কংগ্রেস নেতা। ৯ মার্চ এই মামলার পরবর্তী শুনানি ধার্য হয়েছে। ২০১৮ সালে কর্ণাটকে বিধানসভা ভোটের সময় অমিত শা-র বিরুদ্ধে মন্তব্য করেছিলেন রাহুল। বিজয় মিশ্র নামে সুলতানপুরের জনৈক বিজেপি নেতা তাঁর বিরুদ্ধে একটি এফআইআর দায়ের করেন।

ভূস্বর্গে সুখবর পর্যটকদের

শ্রীনগর, ২০ ফেব্রুয়ারি: আর চিন্তা নেই পর্যটকপ্রেমীদের। জম্মু ও কাশ্মীরের সব পর্যটনকেন্দ্র মে মাসে খুলে যাচ্ছে। এবছর আরও কয়েকটি নতুন পর্যটনকেন্দ্র খোলা হবে। তার মধ্যে কয়েকটি জম্মুতে। বিধানসভায় বাজেট অধিবেশনের আলোচনায় এই ঘোষণা করেছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা।

মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, রাজ্যে পর্যটনশিল্পকে চাঙ্গা করার জন্য পুরোনো সবক'টি পর্যটনকেন্দ্রের সঙ্গে নতুন নয়টি কেন্দ্র খোলা হচ্ছে। পর্যটনকেন্দ্র খোলার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে নিয়মিত আলোচনা চালিয়েছে জম্মু ও কাশ্মীর সরকার। কেন্দ্র সম্মতি দিয়েছে। পর্যটন দপ্তর ওমরের দায়িত্বে। বৃহস্পতিবার তিনি বলেন, 'আমরা পর্যটনকে চাঙ্গা করার জন্য কাজ করছি।'

ডিএ নিয়ে আদালত অবমাননার মামলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারি: বকেয়া মহার্ঘভাতা (ডিএ) ইস্যুতে এবার রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হল রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সংগঠন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ। তাদের দাবি, একাধিকবার নোটিশ পাঠানো সত্ত্বেও রাজ্য সরকার বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ অবিলম্বে মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ মানেনি। কোনও টাকাই হাতে পাননি সরকারি কর্মচারীরা। ফলে বাধ্য হয়েই আরও একবার শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁরা।

সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের তরফে জানানো হয়েছে, রাজ্যের মুখ্যসচিব ও অর্থসচিবের কাছে আদালত অবমাননার নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। নোটিশে স্পষ্ট করে বলা হয়, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ কার্যকর না হলে বিকল্প আইনি পদক্ষেপ করা হবে। কিন্তু তাতেও কোনও সদর্থক সাড়া মেলেনি বলে জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। ৫ ফেব্রুয়ারি বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। অবিলম্বে সেই নির্দেশ কার্যকর করার কথা বলা হয়েছিল। শীর্ষ আদালত বলেছিল, মহার্ঘভাতা সরকারি কর্মচারীদের আইনি অধিকার। কিন্তু তারপরও রাজ্যের তরফে ওই বকেয়া মেটানোর কোনও আগ্রহ দেখা যায়নি। মঞ্চের আহ্বায়ক

ভাস্কর ঘোষ বলেন, 'বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ দেওয়ার রায় দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। এখনও পর্যন্ত তা বাস্তবায়িত হয়নি। রাজ্য সরকারের কাজকর্ম দেখে মনে হয়েছে তারা ইচ্ছাকৃতভাবে আদালতের রায়কে মান্যতা দিচ্ছে না।'

এর আগে ডিএ মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রাজ্যকে বকেয়া ডিএ-র ১০০ শতাংশ পরিশোধ করতেই হবে বলে নির্দেশ দিয়েছিল। তার মধ্যে ২৫ শতাংশ অবিলম্বে মেটানোর কথা বলা হয়েছিল। বাকি ৭৫ শতাংশ কীভাবে ও কত কিস্তিতে দেওয়া হবে, তা নির্ধারণ করতে ৬ মার্চের মধ্যে চার সদস্যের একটি কমিটি গঠনের নির্দেশ দেন বিচারপতি সঞ্জয় করোল ও বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্রর বেঞ্চ। আদালতের পর্যবেক্ষণ ছিল, সরকারি কর্মচারীদের প্রাপ্য অর্থ নিয়ে অনির্দিষ্টকালের টালবাহানা চলতে পারে না। কিন্তু আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, সেই নির্দেশের পরও রাজ্য সরকার গড়িমসি করছে। এই ইস্যুতে বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'এই রাজ্য সরকার ডিএ দেবে না। কর্মচারীরা আদালতে গিয়ে লড়াই করছেন। তাঁদের প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। কয়েক মাস পর বিজেপি সরকার গঠিত হলে কেন্দ্রীয় হারে ডিএ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।'

আজ টিভিতে

গ্রেট পার্কস অফ আফ্রিকা দুপুর ১.০০ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

সিনেমা

জলসা মুভিজ: সকাল ১০.৪৫ স্বামীর ঘর, দুপুর ২.০০ গোলমাল, বিকেল ৫.০০ সংঘর্ষ, রাত ৮.১৫ বাঘ বন্দি খেলা, ১১.৩০ আয় খুকু আয়
কালার্স বাংলা সিনেমা: সকাল ৯.০০ বাদশা-দ্য ডন, দুপুর ১২.৩০ অন্নদাতা, বিকেল ৪.০০ ইন্দ্রজিৎ, সন্ধে ৭.০০ ফাইটার-মারবো নয় মরবো, রাত ১০.৩০ ঘরে বাইরে আজ
জি বাংলা সোনার: সকাল ৯.০০ মধুমালতী, বেলা ১১.৩০ মানুষ কেন বেইমান, দুপুর ২.৩০ মায়ের আশীর্বাদ, বিকেল ৫.০০ পবিত্র পাপী, রাত ৮.০০ ভালোবাসার রাজপ্রাসাদে, ১০.৩০ রক্ত নদীর ধারা
ডিডি বাংলা: দুপুর ২.৩০ শ্যাম সাহেব, সন্ধে ৭.৩০ প্রণমি তোমায়
কালার্স বাংলা: দুপুর ২.০০ ঘর সংসার
আকাশ আট: বিকেল ৩.০৫ পরশমণি
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড: সকাল ৯.৩০ অওজার, দুপুর ১২.২০ দিল পরদেশি হো গয়া, বিকেল ৩.৪০ সৈনিক, সন্ধে ৬.৫০ বিশ্বাত্মা, রাত ১০.৪০ জাল
সোনি ম্যাক্স টু: বেলা ১১.০০ অন্দাজ, দুপুর ১.৫২ আগ, বিকেল ৪.৩০ মকসদ, সন্ধে ৭.৫০ বীরগতি, রাত ১১.০৬ অহংকার
জি বলিউড: বেলা ১১.২০ হমারা দিল আপকে পাস হ্যায়, দুপুর ২.০৯ আন্টি নাম্বার ওয়ান, বিকেল ৪.৫৫ খট্টা মিঠা, সন্ধে ৭.৫৯ তিরঙ্গা, রাত ১০.৫৯ দানবীর
জি অ্যাকশন: বেলা ১১.০১ কসম হিন্দুস্তান কি, দুপুর ১.৫২ দবং, বিকেল ৪.২৮ টু পয়েন্ট জিরো, সন্ধে ৭.৩০ কটিরা, রাত ১০.৪৯ তেরি সওগন্ধ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

আজ বিজয়লক্ষ্মী বর্মন এবং শুভপ্রসাদ নন্দীর গান শুনুন গুড মর্নিং আকাশ অনুষ্ঠানে সকাল ৭.০০ আকাশ আট

টাইগার কুইন অফ তারু বিকেল ৩.০০ ন্যাট জিও ওয়াইল্ড

বাঘ বন্দি খেলা রাত ৮.১৫ জলসা মুভিজ

ট্রাম্পের শান্তি বৈঠকে ভারত শুধুই 'দর্শক'

নয়াদিল্লি ও ওয়াশিংটন, ২০ ফেব্রুয়ারি: আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে অদ্ভুত এক দড়ি টানাটানি চলছে। একদিকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের 'বিশ্বের ত্রাণকর্তা' সাজার চেষ্টা, অন্যদিকে ভারতের মেপে পা ফেলা। শুক্রবার বিদেশমন্ত্রকের সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ের পর ভারত-আমেরিকা এই টানাপোড়েনের ছবিটা আরও স্পষ্ট হয়েছে।

ওয়াশিংটনে ট্রাম্পের উদ্যোগে গঠিত 'বোর্ড অফ পিস'-এর প্রথম বৈঠকে ভারত যোগ দিলেও বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এদিন পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, দিল্লি সেখানে ছিল স্রেফ 'দর্শক' হিসেবে। জয়সওয়ালের কথায়, 'আমরা ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত বোর্ড অফ পিস বৈঠকে পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলাম। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের গাজা শান্তি পরিকল্পনা উদ্যোগের পাশাপাশি রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ২৮০৩ নম্বর প্রস্তাবের অধীনে চলমান উদ্যোগগুলিকেও স্বাগত জানিয়েছে ভারত।' বার্তা স্পষ্ট, ট্রাম্পের এই 'ব্যক্তিগত মঞ্চে' ভারত এখনই পূর্ণশক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে নারাজ।

তবে বোর্ড অফ পিসের বৈঠক ছাপিয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞদের আলোচনায় উঠে এসেছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের স্বভাবসিদ্ধ কিছু 'বিস্ফোরক' মন্তব্য। মার্কিন প্রেসিডেন্টের দাবি, গত বছর মে মাসে 'অপারেশন সিঁদুর'-এর সময় ভারত ও পাকিস্তানের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ তিনি নাকি একাই থামিয়েছিলেন। পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের উপস্থিতিতেই ট্রাম্প বলেন, 'আমি মোদি আর শাহবাজকে সরাসরি বলেছিলাম, যুদ্ধ করলে দু-দেশের আমদানিতে ২০০ শতাংশ শুল্ক চাপাব। আর্থিক লোকসানের কথা শুনেই ওরা লড়াই থামিয়ে দিল।' তিনি আরও দাবি করেন, ওই লড়াইয়ে ১১টি যুদ্ধবিমান ধ্বংস হয়েছিল এবং তিনি হস্তক্ষেপ না করলে আড়াই কোটি মানুষের প্রাণ যেতে পারত। পাকিস্তান ট্রাম্পের দাবিকে সমর্থন জানালেও ভারত তা সরাসরি খারিজ করে দিয়েছে। কেন্দ্র জানিয়েছে, এই যুদ্ধবিরতি ছিল দু-দেশের সামরিক বাহিনীর ডিজিএমওদের আলোচনার ফল, কোনও তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা নয়।

> আমরা ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত বোর্ড অফ পিস বৈঠকে পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলাম।
> **রণধীর জয়সওয়াল**

অন্যদিকে, গাজা সংকট এবং ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর পশ্চিম তীরে দখলদারি নিয়ে রাষ্ট্রসংঘে ভারতের অবস্থান নিয়েও জলঘোলা শুরু হয়েছে। ভারত রাষ্ট্রসংঘের শতাধিক সদস্য দেশের সঙ্গে একটি যৌথ বিবৃতিতে সই করেছে, যেখানে ইজরায়েলের পদক্ষেপের নিন্দা করা হয়েছে। তবে বিদেশমন্ত্রকের কৌশলী বক্তব্য, ওই বিবৃতিতে ভারত সই করলেও সেটি কোনও 'নেগোশিয়েটেড ডকুমেন্ট' বা আলোচনার মাধ্যমে তৈরি চূড়ান্ত কূটনৈতিক নথি নয়। আগামী সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ইজরায়েল সফরের আগে ভারতের এই অবস্থান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

নিশানায় হিমন্ত

গুয়াহাটি, ২০ ফেব্রুয়ারি: অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা যে ধরনের রাজনীতি করছেন, চাঁছাছোলা ভাষায় তার সমালোচনা করলেন কংগ্রেসনেত্রী প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি গৌরব গগৈ এবং তাঁর স্ত্রী-সন্তানের সঙ্গে পাকিস্তান যোগের অভিযোগ তুলে হিমন্ত যে রাজনীতি করছেন, তা ভুল বলে আখ্যা দিয়েছেন প্রিয়াংকা।

শুক্রবার অসম সফরের শেষ দিনে সংগীতশিল্পী জুবিন গর্গের সমাধিস্থলে শ্রদ্ধা জানান তিনি। সেখান থেকে বেরিয়ে প্রিয়াংকা বলেন, 'রাজনীতিতে দুই ধরনের নেতা থাকেন। এক, যাঁরা ইতিবাচক রাজনীতি করেন। আর দুই, যাঁরা মেরুকরণ করেন। গৌরব গগৈ ভালোবাসার রাজনীতি করেন। উনি একজন ইতিবাচক মানুষ আর রাজনীতিতে ইতিবাচকতা আনতে চান। সেই কারণে ওঁর বিরুদ্ধে এই ধরনের আক্রমণ চলছে। অসমের মানুষ এসব বোঝেন। গৌরব এবং তাঁর পরিবারকে আক্রমণ করা ভুল রাজনীতি। কোনও রাজনৈতিক নেতার পরিবার ও ছেলেমেয়েকে আক্রমণ করা উচিত নয়।'

পালটা হামলার হুঁশিয়ারি ইরানের

নিউ ইয়র্ক, ২০ ফেব্রুয়ারি: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের হুমকির মুখে রাষ্ট্রসংঘকে কড়া বার্তা দিল ইরান। বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেসকে দেওয়া এক চিঠিতে তেহরান সাফ জানিয়েছে, কোনও ধরনের সামরিক হামলা হলে তারা তার 'নিণায়ক' জবাব দেবে। চিঠিতে ইরান হুঁশিয়ারি দিয়েছে, আক্রান্ত হলে মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার সমস্ত ঘাঁটি, পরিকাঠামো ও সামরিক সম্পদকে লক্ষ্যবস্তু হিসেবে গণ্য করা হবে।

ট্রাম্প প্রশাসনের সাম্প্রতিক নজিরবিহীন সামরিক তৎপরতার প্রেক্ষিতে ইরান এই সতর্কবার্তা পাঠিয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ইরানের বর্তমান শাসনব্যবস্থাকে 'অস্থিতিশীল ও বিপজ্জনক' আখ্যা দিয়ে বড় ধরনের সামরিক অভিযানের ইঙ্গিত দিচ্ছেন। তবে এই পরিকল্পনায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টার্মার। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম এর রিপোর্ট অনুযায়ী, দক্ষিণ-পশ্চিম ইংল্যান্ডের সুইন্ডনের কাছে 'রয়্যাল এয়ার ফোর্সের' ঘাঁটি ব্যবহার করে ইরানে হামলা চালাতে চেয়েছিলেন ট্রাম্প। কিন্তু আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনের আশঙ্কায় সেই অনুমতি দেননি স্টার্মার। এতে ক্ষুব্ধ ট্রাম্প সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'ভয়ংকর

ব্রিটিশ ঘাঁটি ব্যবহারে মার্কিন সেনাকে বাধা

জমানার অবসান ঘটাতে এই ঘাঁটি ব্যবহারের প্রয়োজন ছিল।'

এদিকে, পশ্চিম এশিয়ায় আমেরিকার সামরিক শক্তি বৃদ্ধি ২০০৩-এর ইরাক আক্রমণের পর সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। ইতিমধ্যে ৫০টির বেশি যুদ্ধবিমান ও দুটি বিমানবাহী রণতরি মোতায়েন করা হয়েছে।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : দূরের প্রিয় বন্ধুর কাছ থেকে সহায়তা পেয়ে ব্যবসায় উন্নতি। মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। বৃষ : সময়ে কাজ শেষ করতে না পারলে অনুতাপ করতে হতে পারে। ব্যবসা নিয়ে নতুন কোনও পরিকল্পনা থাকবে। বাবার সঙ্গে পরামর্শ করুন। মিথুন : প্রেমের সঙ্গীকে সময় দিন। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। কর্কট : অন্যায়ের প্রতিবাদ করে সমস্যায় পড়তে পারেন। বহুদিনের কোনও স্বপ্নপূরণের দিন আজ। সিংহ : উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। বাড়িতে পুজোর আয়োজন। কন্যা : সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তিতে বাড়িতে আনন্দ। সাংসারিক বিচার নিয়ে বাবার সঙ্গে সামান্য মতবিরোধ। তুলা : প্রিয় কোনও বন্ধুকে অনেকদিন পর কাছে পেয়ে খুশি। সাহিত্যিক ও অধ্যাপকদের শুভ। বৃশ্চিক : বাবার শরীর নিয়ে সামান্য দুশ্চিন্তা থাকবে। সংসারে নতুন অতিথির আগমনে উৎসব। ধনু : নতুন কোনও চাকরিতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। ভাইয়ের সঙ্গে মনোমালিন্য। মকর : জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে আনন্দ। সন্তানের বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। কুম্ভ : হঠাৎ কোনও নতুন সম্পর্কে পড়তে পারেন। কোনও ব্যবসা নতুন করে শুরু করতে পারেন। মীন : পরিবারের সঙ্গে সারাদিন আনন্দে কাটবে। নতুন জমি ও বাড়ি কেনার সহজ সুযোগ আসবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৮ ফাল্গুন, ১৪৩২, ভাঃ ২ ফাল্গুন, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ৮ ফাগুন, সংবৎ ৪ ফাল্গুন সুদি, ৩ রমজান। সূঃ উঃ ৬।১১ অঃ ৫।৩১। শনিবার, চতুর্থী দিবা ১।৫২। রেবতীনক্ষত্র রাত্রি ৮।১২। শুভযোগ অপরাহ্ণ ৫।৬। বিষ্টিকরণ দিবা ১।৫২ গতে ববকরণ রাত্রি ১২।৫৫ গতে বালবকরণ। জন্মে- মীনরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, রাত্রি ৮।১২ গতে মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে-একপাদদোষ। যোগিনী- নৈর্ঋতে, দিবা ১।৫২ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি ৭।৩৬ মধ্যে ও ১।১৬ গতে ২।৪১ মধ্যে ও ৪।৬ গতে ৫।৩১ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।৬ মধ্যে ও ৪।৩৬ গতে ৬।১১ মধ্যে। যাত্রা-নাই শুভকর্ম- দিবা ২।৪১ গতে অপরাহ্ণ ৪।৬ মধ্যে বিপণ্যারম্ভ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্থীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন এবং পঞ্চমীর সপিণ্ডন। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস (২১ ফেব্রুয়ারি)। অমৃতযোগ -দিবা ৯।৪৯ গতে ১২।৫৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৬ গতে ১০।৩৩ মধ্যে ও ১২।১১ গতে ১।৪৯ মধ্যে ও ২।৩৮ গতে ৪।১৭ মধ্যে।

শতবর্ষ উদযাপন

কামাখ্যাগুড়ি গিল্ড মিশন প্রাইমারি স্কুল

পিকাই দেবনাথ

এ বছর আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রাম ব্লকের কামাখ্যাগুড়ি গিল্ড মিশন প্রাইমারি স্কুলের ১০০ বছর পূর্ণ হল। শতবর্ষ আগে এই এলাকায় শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে খ্রিস্টান মিশনারিরা স্কুলটি স্থাপন করেছিলেন।

শতবর্ষ উদযাপনের সূচনা হয় ১২ জানুয়ারি এক বর্ণাঢ্য প্রভাতফেরির মাধ্যমে। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও স্থানীয় মানুষ প্রভাতফেরিতে অংশগ্রহণ করেন। জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে বিদ্যালয়ের পড়ুয়া, শিক্ষক এবং স্থানীয়রা ব্যানার, ফেস্টুনের মাধ্যমে শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়নের বার্তা ছড়িয়ে দেন। ১০০ বছর পূর্তি উদযাপন শুরুর আগে ৩ জানুয়ারি স্কুলের তরফে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল।

১২ ও ১৩ জানুয়ারি স্কুল প্রাঙ্গণে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক সপ্তর্ষি নাগ, জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের (ডিপিএসসি) চেয়ারম্যান পরিতোষ বর্মন, মহকুমা শাসক দেবব্রত রায়, কুমারগ্রামের বিডিও সন্দীপ ধাড়া প্রমুখ। বর্তমান এবং প্রাক্তন পড়ুয়াদের উপস্থিতি উদযাপনে অন্য মাত্রা যোগ করে। ১০০ বছর পূর্তির অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন অভিভাবকরাও।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সবিতা বিশ্বাস বলেন, 'বিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদযাপনের এই মুহূর্ত আমাদের সবার কাছে অত্যন্ত গর্বের। স্কুলের প্রাক্তন এবং বর্তমান পড়ুয়া, শিক্ষক, অভিভাবকদের সহযোগিতা ছাড়া এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা সম্ভব ছিল না।' তিনি যোগ করেন, 'শিক্ষার মান উন্নত করতে এবং পড়ুয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে, স্কুলের তরফে অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হবে। আমরা ইতিমধ্যেই পড়ুয়াদের ইংরেজি শিক্ষার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছি, পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে এই বিষয়ে আমরা আরও যত্ন নেব। আমরা স্কুলে একটি স্মার্ট ক্লাসরুম তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। এর পাশাপাশি পড়ুয়াদের সৃজনশীলতা বৃদ্ধি করতে আরও বেশি করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।'

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা আবৃত্তি, নৃত্য, সংগীত পরিবেশন করে দর্শকদের মন জয় করে নেয়। অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের দ্বারা পরিবেশিত নাটক 'অবাক জলপান'। খুদেদের অভিনয় প্রতিভা দেখে দর্শকরা ভীষণ উৎফুল্ল হন। হাততালির শব্দে স্কুলপ্রাঙ্গণ মুখরিত হয়। মঞ্চে প্রথমবার অভিনয়ের অভিজ্ঞতা বলতে গিয়ে খুদে অভিনেতা মৌমিতা বিশ্বাস বলে, 'স্টেজে উঠে প্রথমে একটু একটু ভয় লাগছিল। তারপর ভয় কেটে যায়। স্যর, ম্যাডামরা আমদের খুব ভালো করে শিখিয়েছেন। তাই অভিনয় করতে অসুবিধা হয়নি। সবাই যখন হাততালি দিচ্ছিল তখন খুব আনন্দ হয়েছে।'

অনুষ্ঠানের জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা তানিয়া বসুমাতা, শিক্ষক হরিশংকর দেবনাথ, পলাশ সরকার এবং প্রধান শিক্ষিকা প্রায় তিন মাস ধরে ছাত্রছাত্রীদের নাচ, গান, আবৃত্তি ও নাটকের প্রশিক্ষণ দেন। তাঁদের নিরলস পরিশ্রমের ফলেই অনুষ্ঠানটি এত সুন্দর হয়। অনুষ্ঠানের নান্দনিকতা সবার মন কেড়ে নেয়।

বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী তথা শতবর্ষ উদযাপন কমিটির সভাপতি কৌশিককুমার রায় এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে বলতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। তিনি বলেন, 'এই স্কুলে আমার ছোটবেলা কেটেছে। স্কুলের ১০০ বছরের অনুষ্ঠানে এসে সব মনে পড়ে যাচ্ছে। এই স্কুলের কাছে আমি আজীবন ঋণী থাকব।'

ভালোর পাশাপাশি খারাপের উপস্থিতি অবশ্যম্ভাবী। এই স্কুলে এখনও টিউবওয়েল নেই। ডাইনিং শেড নেই। ফলে, মিড-ডে মিল রান্না ও খাওয়ার সময় সমস্যা হয়। এছাড়া, ক্লাসরুমের ওপরে টিনের চাল। অভিভাবকদের দাবি, গরমে ভীষণ কষ্ট হয় বাচ্চাদের। স্মার্ট ক্লাসরুম চাই। একদিন সব স্বপ্নই পূরণ হবে বলে আশা শিক্ষক, পড়ুয়াদের।

ক্যাম্পাস-কাহিনী

উত্তরবঙ্গের প্রাচীন পুঁথি সংরক্ষণের বার্তা

রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। ২০ জানুয়ারি থেকে ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত এই কর্মশালা চলে। এই কর্মশালার মূল বিষয়বস্তু ছিল গবেষণা পদ্ধতি ও পুঁথিবিদ্যাচর্চা। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের যৌথ উদ্যোগে এবং ইন্টারনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেলের (আইকিউএসি) সহযোগিতায় এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ২০ জানুয়ারি প্রদীপ প্রজ্বলন ও বেদমন্ত্র উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে কর্মশালার সূচনা হয়।

কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য পবিত্রভূষণ সরকার, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দীপককুমার রায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনার ডিন প্রদীপকুমার দাস মহাপাত্র, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইকিউএসি নির্দেশক প্রশান্তকুমার মহলা এবং সংস্কৃত বিভাগের বিভাগীয় প্রধান স্বপন মাল সহ অন্য অধ্যাপক ও গবেষকরা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গবেষণার আধুনিক পদ্ধতি এবং উত্তরবঙ্গের প্রাচীন পুঁথিবিদ্যাচর্চার গুরুত্ব নিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। গবেষণার নৈতিকতা ও পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য তথা বিশিষ্ট ভাষাবিদ পবিত্রভূষণ। তিনি ছাত্রছাত্রীদের কেবল পুঁথি নিয়ে চর্চা নয়, বরং তার ঐতিহাসিক সংরক্ষণের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য আহ্বান জানান।

পবিত্রভূষণ জানান, ভারত সরকারের ন্যাশনাল আর্কাইভস সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রাচীন পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। সাধারণ মানুষ বা গবেষকদের কাছে কোনও দুষ্প্রাপ্য পুঁথি থাকলে তা এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা সম্ভব। ভাষাবিদ হিসেবে ছাত্রছাত্রীদের বাংলা ভাষার উচ্চারণগত ও ভাষাগত ত্রুটি নিয়েও তিনি কথা বলেন।

রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক মিলনকুমার রায় জানান, গবেষণার আধুনিক পদ্ধতি, পুঁথি পাঠ ও সংরক্ষণের বিষয়ে কর্মশালায় আলোচনা করা হয়েছে। কর্মশালার শেষে অংশগ্রহণকারীদের হাতে মূল্যায়নপত্র দেওয়া হয়েছে।

প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রদর্শনী

বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবসকে স্মরণীয় করে রাখতে গাজোলের শ্যাম সুখী বালিকা শিক্ষা নিকেতনের ইকো ক্লাবের সদস্যরা এক ভিন্ন স্বাদের প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল। বিদ্যালয় চত্বরে আয়োজিত এই প্রদর্শনী সকলের নজর কাড়ে। এই প্রদর্শনীতে মোট তিনটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। এই বিষয়গুলির মধ্যে প্রথম বিষয় ছিল পরিবেশ দূষণ রোধ এবং কৃষিকাজে জৈব সারের ব্যবহার। দ্বিতীয় বিষয় ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- সুফি ভাবনা ও বাউল তত্ত্ব। তৃতীয় বিষয় ছিল বিদ্যালয়ের শরীরশিক্ষা বিভাগের শিক্ষিকা লিথু রায়ের বিভিন্ন খেলাধুলোয় আন্তর্জাতিক স্তরে সাফল্য।

ইকো ক্লাবের মেন্টর সুদীপ্তা সরকার বলেন, 'আমাদের বিদ্যালয়ের ইকো ক্লাব সারা বছর ধরে বিভিন্ন রকম কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। প্রতিবছর বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রদর্শনীর মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরা হয়।' তিনি আরও জানান, এবছর পরিবেশ দূষণ রোধ এবং কৃষিকাজে জৈব সারের ব্যবহারকে প্রদর্শনীর বিষয় হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। কৃষিকাজে রাসায়নিক সার ব্যবহার করার ফলে কীভাবে পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে, রাসায়নিকের পরিবর্তে জৈব সার ব্যবহার করলে মানবজাতির কীভাবে উপকার হতে পারে, সেই বিষয় নিয়ে একটি সুনির্দিষ্ট ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। বিদ্যালয়ে জৈব সার ব্যবহার করে একটি কিচেন গার্ডেনও তৈরি করা হয়েছে।

এছাড়াও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবনায় সুফি এবং বাউল তত্ত্বের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। সুফি কাদের বলা হয়, বাউলের সংজ্ঞাই বা কী- এইসব বিষয়ও প্রদর্শনীতে ছিল। সুফি এবং বাউল কীভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রভাবিত করেছিল, বিশ্বকবির বিভিন্ন লেখা এবং

তাঁর গানে বাউলের প্রভাব কতটা ইত্যাদি বিষয় প্রদর্শনীতে তুলে ধরা হয়েছিল।

এছাড়াও এই বিদ্যালয়ের শরীরশিক্ষা বিভাগের শিক্ষিকা আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন খেলায় সোনা, রুপো এবং ব্রোঞ্জের পদক জয় করেছেন। তাঁর খেলাধুলোর বিভিন্ন সময়ের মুহূর্তগুলি ছবি এবং লেখার মধ্যে দিয়ে প্রদর্শনীতে তুলে ধরা হয়েছিল।

হিংসা, লোভহীন দেশ গড়ার ডাক নাটকে

সৌরভ রায়

অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার ইটাহার থানা এলাকায় তখন কোনও হাইস্কুল ছিল না। স্থানীয় পড়ুয়াদের সুবিধার জন্য ১৯৩৪ সালে হরিরামপুর ব্লকের বালিহারা গ্রামের মরহুম আফাজউদ্দিন আহমদ সাহেবের মুদিখানার একটি ঘরে খোলা হয় টোল। এরপর এই টোল এমই স্কুলের অনুমোদন লাভ করে। বালিহারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৎকালীন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রয়াত খলিলুর রহমানের অনুমতি পাওয়ার পর স্থানীয়দের কাছ থেকে টাকা এবং অন্যান্য নির্মাণসামগ্রী সংগ্রহ করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জমিতেই গড়ে ওঠে চারটি শ্রেণিকক্ষ। ১৯৫০ সালে মরহুম মহম্মদ আবুল কালাম এবং স্থানীয় শিক্ষা দরদি ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় খয়েরবাড়ি বালিহারা জুনিয়ার হাইস্কুলের আত্মপ্রকাশ ঘটে। প্রথমে পড়ুয়ার সংখ্যা ছিল ৭৩ । ১৯৬৮ সালে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি, ১৯৭৩ সালে মাধ্যমিক ও ২০০৩ সালে উচ্চমাধ্যমিকের অনুমোদন লাভ করে খয়েরবাড়ি বালিহারা হাইস্কুল। বর্তমানে এই স্কুলে ৩৩ জন শিক্ষক ও ১৮৭৬ জন ছাত্রছাত্রী আছে।

২০২৫ সালের ১০ জানুয়ারি স্কুলের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী পালন উপলক্ষ্যে এক বছরব্যাপী অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। স্কুলের শিক্ষক এবং পড়ুয়ারা বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। আয়োজন করা হয় রক্তদান শিবিরের। বছরজুড়ে আবৃত্তি, কুইজ এবং অঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় একটি আদিবাসী ক্লাবের সহযোগিতায় এক মাসব্যাপী ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

২০২৬ সালের ১০ এবং ১১ জানুয়ারি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্ল্যাটিনাম জুবিলির সমাপ্তি অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। প্রাক্তন ও বর্তমান ৭৫ জন পড়ুয়া উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন। প্রকাশিত হয় বিদ্যালয়ের স্মরণিকা পত্রিকা।

এই অনুষ্ঠানের বিভিন্ন

প্রতিযোগিতায় স্কুলের পড়ুয়াদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। শেষ দিন স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র দীপঙ্কর দত্তের লেখা নাটক 'আমার স্বপ্নের দেশ' মঞ্চস্থ হয়। পরিচালনা করেন কেদার মেহেদী।

তিনি বলেন, 'হিংসা, লোভ এবং বিদ্বেষহীন একটি দেশ তৈরি হবে। এটাই ছিল নাটকের মূল বিষয়।' স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রী অদ্রিতি রায় বলে, 'প্ল্যাটিনাম জয়ন্তীর মঞ্চে নৃত্য পরিবেশন করব বলে তিন মাস ধরে প্র্যাকটিস করেছিলাম। এত তাড়াতাড়ি সময়টা কেটে যাবে বুঝতে পারিনি।' প্রাক্তন ছাত্রী মৌসুমি হাঁসদা স্মৃতিরোমন্থন করতে করতে বলেন, 'প্ল্যাটিনাম জয়ন্তীর জন্য এক বছর ধরে কত কর্মসূচি, কত পরিকল্পনা, সময়টা কেমন যেন হুস করে কেটে গেল।'

বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক আনোয়ার সাদাত বলেন, 'যাত্রা শুরুর প্রথম দিন থেকেই এই স্কুলে এলাকার শিক্ষানুরাগী মানুষের সহায়তা পেয়েছে। এখনও সেই পরম্পরা অটুট আছে। স্কুলের সমস্ত শিক্ষক প্রতিনিয়ত স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং শিক্ষার মানকে উন্নত করার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করে যাচ্ছেন।' তিনি যোগ করেন, 'স্কুলে কোনও কমিউনিটি হল বা মুক্তমঞ্চ নেই, সেই কারণে নিয়মিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা সম্ভব হয় না।'

তবে কিছু অভিযোগও আছে। অভিভাবক আনোয়ার হোসেন বলেন, 'এই ব্লকের প্রতিটি স্কুলে ওয়াটার পিউরিফায়ার আছে। কিন্তু এই স্কুলে সেটা নেই। আশা করি, কর্তৃপক্ষ খুব দ্রুত এই সমস্যা সমাধান করতে উদ্যোগী হবেন।'

সমস্ত বাধা কাটিয়ে এই স্কুল আরও এগিয়ে যাবে বলেই বিশ্বাস সকলের।

'বন্ধু চল রোদ্দুরে, মন কেমন মাঠ জুড়ে, খেলব আজ ওই ঘাসে, তোর টিমে, তোর পাশে...' একই টিমে কেটেছে আটটি বছর। ক্লাসের ব্যাক বেঞ্চে বসে টিফিন খাওয়া, হোমওয়ার্ক করে না এসে বকুনি খাওয়া, সরস্বতীপুজোর আগের দিন রাত জাগা। এমন হাজারো স্মৃতির বুননে তৈরি চাদর গায়ে দিলে ওম মেলে এখনও। আচ্ছা, এখন যারা সকালসকাল স্নান সেরে ইউনিফর্মটি পরে স্কুলে আসে, ছুটে বেড়ায় সবুজ ঘাসে, ওরা কি জানে এটাই জীবনের সেরা কাটানো সময়। দুটি স্কুলের প্ল্যাটিনাম জুবিলি উদযাপনে মাতলেন প্রাক্তন, বর্তমান পড়ুয়ারা। সাক্ষী থাকিল উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শোভাযাত্রায় সংস্কৃতির উদযাপন

শতাব্দী সাহা

১৯৫২ সালে স্কুলের গোড়াপত্তন। তারপর কেটে গিয়েছে চুয়াত্তরটি বছর। কোচবিহারের চ্যাংরাবান্ধা হাইস্কুলের সেই পথচলাকে উদযাপন করতে ১৭ ও ১৮ জানুয়ারি প্ল্যাটিনাম জুবিলি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

স্মৃতি, আবেগ এবং গৌরবের এই উৎসবের প্রথম দিনে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় অংশ নেন বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষক-শিক্ষিকা, পড়ুয়া, অভিভাবক ও এলাকাবাসী।

শোভাযাত্রা চ্যাংরাবান্ধার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী ৭৫টি বেলুন উড়িয়ে উৎসবের উদ্বোধন করেন। একদিকে ভারতীয় সংস্কৃতির বৈচিত্র্যকে মাথায় রেখে শোভাযাত্রায় ছিল গুজরাটের ডান্ডিয়া নৃত্য, পুরুলিয়ার ছৌ নাচ। পাশাপাশি দেওয়া হয় পরিবেশ সচেতনতা, সবুজায়ন ও সম্প্রীতির বার্তাও।

বহরমপুরের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরে কর্মরত নৃপেন্দ্রনারায়ণ রায় এই স্কুলের প্রাক্তনী। তিনিও এসেছিলেন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। নৃপেন্দ্রনারায়ণের কথায়, 'এই স্কুল আমাদের গর্ব। এমন অনুষ্ঠানে না এসে থাকতে পারলাম না।'

বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রাক্তনীদের আড্ডা ও স্মৃতিচারণে উঠে আসে প্রতিষ্ঠানের স্বর্ণালি ইতিহাস। প্রবীণ প্রাক্তনী সুবলচন্দ্র গুহ জানালেন, ১৯৫২ সালে রাজেন সরকার, বঙ্কিম সরকার, নুনকরণ কোঠারি, লালু কুণ্ডলীয়া, হরিহর গুহ, উপেন সিদ্ধান্ত সহ বহু মানুষের উদ্যোগে রাইসমিল কর্তৃপক্ষের দেওয়া জমিতে বিদ্যালয়ের সূচনা হয়। প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন রমেশ দেব। আরেক প্রবীণ প্রাক্তনী অতীন্দ্রনাথ সান্যাল স্মরণ করেন তৎকালীন প্রধান শিক্ষক উমেশচন্দ্র সেন সহ অন্য শিক্ষকদের অবদান এবং সেই সময়ের আবাসিক শিক্ষাব্যবস্থার কথা।

বিদ্যালয়ের প্রাক্তন বিজ্ঞান শিক্ষিকা স্বপ্না দাশগুপ্তের কর্মজীবনের বড় অংশই এই বিদ্যালয়কে ঘিরে। স্বাধীনতার ৫০ বছর উপলক্ষ্যে স্থানীয় একটি সংগঠনের উদ্যোগে বিদ্যালয়ের জন্য প্রথম মাইক্রোস্কোপ পাওয়ার কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

উৎসবের দ্বিতীয় দিনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানের আকর্ষণ ছিলেন গায়িকা সায়ন্তিকা চক্রবর্তী এবং উত্তরবঙ্গের বাউল ও লোকসংগীতশিল্পী দুলাল সরকার আর সুচিত্রা সরকার। স্কুলের প্ল্যাটিনাম জুবিলি উপলক্ষ্যে স্কুলের ইংরেজি শিক্ষক জাকির হোসেন একটি গান লিখেছিলেন, সেই গান শোনা গেল শিক্ষক-শিক্ষিকা ও প্রাক্তনীদের কণ্ঠে, পরে তার অডিও ভিজুয়াল প্রকাশ করা হয়।

সপ্তম শ্রেণির পড়ুয়া রিদ্ধিমা সাহা জয় গোস্বামীর কবিতা আবৃত্তি করে প্রশংসা কুড়িয়েছে। শোভাযাত্রায় পরিবেশিত সমবেত নৃত্যে ২৬ জনের দলে থেকে যারপরনাই খুশি অষ্টম শ্রেণির নন্দিনী সরকার। প্রাক্তনী গোপাল সাহার মেয়ে বর্তমানে এই স্কুলেরই ছাত্রী। বাবা-মেয়ে একসঙ্গে অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে আপ্লুত।

প্ল্যাটিনাম জুবিলি উদযাপন কমিটির চেয়ারম্যান শচীমোহন বর্মন জানান, সারা বছর ধরে বিভিন্ন কর্মসূচি চলবে এবং ২০২৭ সালের জানুয়ারিতে সমাপ্তি অনুষ্ঠান হবে।

বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক বাবুলাল সিং জানান, স্কুলের বর্তমান ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ২০০০। রয়েছেন ৩৫ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা। তবে স্কুলের পরিকাঠামো পর্যাপ্ত নয়। এখনও স্থায়ী লাইব্রেরি নেই এবং বিদ্যালয়ের পেছনের অংশে সীমানা প্রাচীর অসম্পূর্ণ। এর পাশাপাশি ক্রীড়া পরিকাঠামোর উন্নয়ন ও একটি টেবিল টেনিস কোর্টের দাবিও জানালেন প্রধান শিক্ষক।

দ্বিতীয় প্রচেষ্টা

মানবজীবনের টানাপোড়েন, আকাঙ্ক্ষা ও সম্পর্কের জটিলতাকে উপজীব্য করে সম্প্রতি প্রকাশিত হল লেখিকা সুচিত্রা কর্মকারের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'রংধনু'। সান্নিধ্য প্রকাশনার উদ্যোগে মালদহ শহরের মঙ্গলবাড়িতে বইটির আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করেন অধ্যাপক সুস্মিতা সোম। উপস্থিত ছিলেন চিকিৎসক দ্বিজেন সরকার ও কবি অসীম শর্মা। গ্রন্থটির সাহিত্যমূল্য নিয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপক ঋষি ঘোষ।

অনুষ্ঠানে বইটির নির্বাচিত অংশ থেকে পাঠ করেন কবি শুভেন্দু পাল ও বাচিকশিল্পী কাবেরী মিত্র। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে আন্তর্জাতিক মৈত্রী সংস্থার শিল্পীদের সমবেত সংগীত এবং বিশিষ্ট কবিদের স্বরচিত কবিতা পাঠ আসরটিকে অনন্য মাত্রা দেয়। গান ও আবৃত্তির এই স্নিগ্ধ সন্ধ্যায় 'রংধনু'-র আত্মপ্রকাশ সাহিত্যপ্রেমীদের মনে গভীর ছাপ ফেলে। *–নিজস্ব প্রতিবেদন*

বইটই

সবার রবীন্দ্রনাথ

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধুমাত্র কবিতাতেই নয় জীবনের নানা আঙ্গিকেই অসাধারণ ছিলেন। অনন্য প্রতিভাধর মানুষটির বহুমুখী প্রতিভাকে সবার সামনে তুলে ধরতে বিপুলকুমার মৈত্র লিখেছেন প্রবন্ধ আঙ্গিনায় রবীন্দ্রনাথ। মোট ১৯ প্রবন্ধে উঠে এসেছে কবিগুরুর শিশুকাব্য, তাঁর চিন্তনে ধর্ম, বিশ্বরূপ, তাঁর চোখে অভিনয় ও অভিনয় শিক্ষার প্রয়োগ, পরিবেশ সহ নানা বিষয়। বিপুল জন্মসূত্রে পূর্বতন পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বাসিন্দা। শিক্ষা অঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। নানা বিষয়ে লেখালেখি করতে ভালোবাসেন। রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে তাঁর লেখা এই প্রবন্ধ সংকলনটি প্রশংসার দাবিদার।

কবিতার জন্য

কবিতা পড়তে অনেকেই ভালোবাসেন। আর কবিতাকে কেন্দ্র করে বিশ্লেষণী লেখা আরও পাঠকপ্রিয়। এমনই বিভিন্ন লেখাকে সংকলিত করে প্রকাশিত হয়েছে আধুনিক বাংলা কবিতা পাঠকের দৃষ্টিতে। সম্পাদনায় ডঃ সাথী দে, নিত্যানন্দ দাস ও সৌকর্য সোম। আলোচনার বিষয়বস্তু ছুঁয়ে গিয়েছে নজরুলের কাব্যে নারী চেতনা, অমিয় চক্রবর্তীর নির্বাচিত কবিতা থেকে শুরু করে সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'একটি মোরগের কাহিনী', শক্তিপদ ব্রহ্মচারীর নির্বাচিত কবিতার মতো অনেক কিছুকেই। গম্ভীর নানা বিষয়কে সহজসরল ভাষায় পাঠকদের সামনে যেভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে তা প্রশংসাযোগ্য। প্রচ্ছদ ভাবনা বেশ অন্যরকম।

গল্পের ঝাঁপি

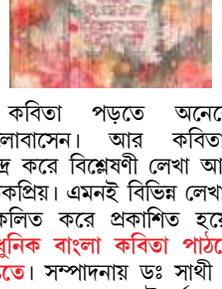

জয়দেব সাহা আইআইটি'র পড়ুয়া। বহুদিন ধরেই লেখালেখি করেন। উত্তরবঙ্গ সংবাদ সহ নানা পত্রপত্রিকায় তাঁর বিভিন্ন লেখা প্রকাশিত হয়ে প্রশংসা পেয়েছে। জয়দেবের কবিতা অনেকেই পড়েছেন। প্রশংসাও করেছেন। মালদার এই কৃতী কিন্তু বেশ ভালো গল্পও লেখেন। তাঁর গল্প সংকলন ছায়াবৃত্তের দেশে পড়লে পাঠক তা বুঝতে পারবেন। একফালি রোদ্দুর, ঘরের মেয়ে, চায়ের গন্ধ, প্রেম যদি ফিরে আসে, কল্পপুরের গণতন্ত্রের মতো গল্পগুলি জীবনের নানা ক্ষেত্রকে সহজেই ছুঁয়ে যায়। পড়লে অদ্ভুত এক ভালোলাগা মনকে ঘিরে ধরে। সংকলনটিতে মোট ১২টি গল্প রয়েছে। সুপ্রিয়র আঁকা প্রচ্ছদটি বেশ।

অন্য খারিজ

হরিমাধব মুখোপাধ্যায় ভারত সরকারের মরণোত্তর পদ্মশ্রী সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন। কিছুদিন আগে তাঁর নাটক নিয়ে শিলিগুড়ি দীনবন্ধু মঞ্চে একটি অনবদ্য প্রযোজনায় তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাল উত্তাল নাট্যগোষ্ঠী। নাটক ছিল 'খারিজ'। এই নাটকের রচনা ও নির্দেশনা হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের। পুনর্নির্মাণ করেছেন উত্তালের পলক চক্রবর্তী। লিখলেন ছন্দা দে মাহাতো

আবেগঘন।। *দীনবন্ধু মঞ্চে পরিবেশিত উত্তালের 'খারিজ' নাটকের একটি দৃশ্য।*

২০২৬। বালুরঘাটের ত্রিতীর্থের প্রতিষ্ঠাতা বাংলা থিয়েটারের পথিকৃৎ হরিমাধব মুখোপাধ্যায় ভারত সরকারের মরণোত্তর পদ্মশ্রী সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন। কিছুদিন আগে তাঁর নাটক নিয়ে শিলিগুড়ি দীনবন্ধু মঞ্চে একটি অনবদ্য প্রযোজনায় তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাল উত্তাল নাট্যগোষ্ঠী। নাটক ছিল 'খারিজ'। এই নাটকের রচনা ও নির্দেশনা হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের। পুনর্নির্মাণ করেছেন উত্তালের নট-নাট্যকার-পরিচালক পলক চক্রবর্তী।

এই প্রথম নয়, অনেক বছর আগে ১৯৯৮ সালে হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের সম্মানে শিলিগুড়িতে তাঁর নাটকগুলি নিয়ে একটি রেট্রোস্পেকটিভ এবং বাংলা নাটকে তাঁর কাজ নিয়ে এক প্রদর্শনী করেছিল উত্তাল। আজ বোঝা যায় উত্তরবঙ্গের প্রবাদপ্রতিম এই নাট্যব্যক্তিত্বকে সম্মান জানানোর বিষয়টি উত্তাল অনেক এগিয়ে ভেবেছিল।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন নিয়ে হরিমাধব মুখোপাধ্যায় 'খারিজ' নাটকটি লিখেছিলেন। উত্তর বাংলার খেটেখাওয়া গরিব মানুষদের উদ্দেশে উৎসর্গ করেছিলেন। গ্রামের মহাজন বনমালী মণ্ডলের ঋণ ক্ষেতমজুর নগেন কোনওভাবেই যখন শোধ করতে পারে না, তখন বাঁচার তাগিদে সে নানা ফন্দি আঁটে। কিন্তু চতুর বনমালীর তৈরি নতুন-নতুন ফাঁদে সে ক্রমশ জড়িয়ে পড়ে। এভাবে ফন্দি আর প্যাঁচের চাপানউতোরে হাস্যরসের মোড়কে নাটক গড়িয়ে চলে পরিণতির দিকে।

এই রাজ্যে এখন দু'হাজারেরও বেশি গ্রুপ থিয়েটার বাংলা নাটক নিয়ে নিয়মিত কাজ করছে। এদের অন্যতম হল শিলিগুড়ির উত্তাল। পলক চক্রবর্তীর নেতৃত্বে এই দল এখন বাংলার সেরা নাট্যদলগুলির সঙ্গে প্রযোজনায় পাল্লা দিচ্ছে। সাম্প্রতিক প্রযোজনা 'খারিজ' ছিল তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ।

পলক চক্রবর্তীর অভিনয় এই নাটকে সকলকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে অভিনেতার বাহ্যিক গাম্ভীর্য নিয়ে সমাজে ঘুরে বেড়ালেই হবে না, এখনকার নাটকের অভিনেতাদের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি হল বহুমুখী প্রতিভা। তাঁর যে কোনও চরিত্রের গভীরে প্রবেশের ক্ষমতা চাই। সামাজিক বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তোলার দক্ষতা চাই। খাপ খাইয়ে নেওয়ার সক্ষমতা এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ বাচনভঙ্গি ও আঙ্গিক অভিনয়ের ক্ষমতা করায়ত্ত থাকা চাই। তিনি নাটকে নগেনের চরিত্রকে যেভাবে মঞ্চে রূপ দিয়েছেন তা দর্শকদের অনেকদিন মনে থাকবে। একা পলক চক্রবর্তী নন, এই নাটকের টিম ওয়ার্ক ছিল এককথায় অসাধারণ। ২২-২৩ জন অভিনেতা-অভিনেত্রীকে একসঙ্গে মঞ্চে তুলে উত্তালের পরিচালক বুঝিয়ে দিয়েছেন এই নাট্য প্রযোজনা একেবারেই হরিমাধবীয়। প্রধান চরিত্রে পলক চক্রবর্তী ছাড়াও মঞ্চে ছিলেন প্রজিত চৌধুরী, দুর্গাশ্রী মিত্র, প্রবীর দাস, স্বরাজ রায়, সপ্তর্ষি নাগ, গৌরী কুণ্ডু, সলিল কর, আশিসকুমার শীল, মৈত্রেয়ী সিনহা, কাঞ্চনময় ভট্টাচার্য, শ্যাম ভট্টাচার্য, মিলনকান্তি চৌধুরী, মৃণালকান্তি কুণ্ডু, নীতিশ সরকার, শুভম চক্রবর্তী, অপূর্ব সাহা, ভাবনা হালদার, বর্বিতা রায়, প্রসেনজিৎ মালা দাস, বাদল দত্ত, অজিতকুমার দাস। নেপথ্যে মঞ্চের শিল্পীরা ছাড়াও সহযোগী কলাকুশলীরা হলেন নীলাভ চট্টোপাধ্যায়, সুমিত চক্রবর্তী, অলোক দেবনাথ ও কুন্তল ঘোষ। এদিন দীনবন্ধু মঞ্চে নাটক শুরুর আগে উত্তালের হয়ে হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণা করেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব পার্থ চৌধুরী।

বার্ষিক অনুষ্ঠান

'নানা স্বাদে নারী'— এই ভাবনাকে কেন্দ্র করে মালদা বিপিনবিহারী টাউন হলে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল রিদম মিউজিক কলেজ ও আশাবরি ডান্স স্টুডিও-র দ্বিতীয় বর্ষের বার্ষিক অনুষ্ঠান। কত্থক নৃত্যের পাশাপাশি ভারতের প্রাচীন মার্শাল আর্ট 'কালারিপাইট্টু'-র প্রদর্শনী অনুষ্ঠানটিতে ভিন্ন মাত্রা যোগ করে। উপস্থিত ছিলেন নাট্য পরিচালক সৌমেন ভৌমিক এবং শিল্পী সোমা গিরি। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষিকা শাশ্বতী গুপ্ত ও নাট্য অ্যাকাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী আশাবরি শিশুদের সাংস্কৃতিক বিকাশের ওপর জোর দেন। গান, নাচ ও অভিনয়ের কোলাজে নারীত্বের বিভিন্ন সত্তাকে নিপুণভাবে ফুটিয়ে তোলে খুদে শিল্পীরা। পড়াশোনার পাশাপাশি শুদ্ধ সংস্কৃতিচর্চার মাধ্যমে শিশুদের সামগ্রিক উত্তরণই ছিল এই আয়োজনের মূল লক্ষ্য। *–সৌকর্য সোম*

বই প্রকাশ

স্মৃতি ও মননের কোলাজে মালদহ টাউন হলে সম্প্রতি উন্মোচিত হল প্রাক্তন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক পার্থসারথি ঝা-র আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'যে জীবন ছুঁয়ে আছি'। গ্রন্থটির উন্মোচন করে ইতিহাসবিদ অধ্যাপক আনন্দগোপাল ঘোষ লেখকের সৃজনীশক্তির ভূয়সী প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উজ্জ্বল চৌধুরী, অধ্যাপক সুস্মিতা সোম, সঞ্জীবকুমার চক্রবর্তী সহ বিশিষ্টজনেরা। স্বাগত ভাষণ দেন খোদ লেখক। আবৃত্তি ও স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। এদিন উপরিপাওনা হিসেবে সৌকর্য সোম ও অধ্যাপক আনন্দগোপাল ঘোষ লিখিত 'উত্তরবঙ্গের সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা' গ্রন্থটিরও মোড়ক উন্মোচন করা হয়। সাহিত্য অনুরাগী মানুষের উপস্থিতিতে রবিবাসরীয় এই সভাটি হয়ে ওঠে এক সার্থক সাহিত্যিক মিলনমেলা। *–নিজস্ব প্রতিবেদন*

ছন্দোবদ্ধ।। *মালদা বিপিনবিহারী টাউন হলে রিদম মিউজিক কলেজ ও আশাবরি ডান্স স্টুডিও-র বার্ষিক অনুষ্ঠান।*

আদরের পৌষ

কিছুদিন আগে কোচবিহার নাট্যসংঘের নিজস্ব প্রেক্ষাগৃহে ঐতিহ্য মেনে উদযাপিত হল পৌষ অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় বন্দে মাতরম-এর ১৫০ বছর উপলক্ষ্যে স্তোত্রের অংশবিশেষ উচ্চারণে। সংগীত পরিবেশন করেন শবাণী লাহা, মৈত্রেয়ী শর্মা। নৃত্যে ছিলেন শ্রেয়া সাহা। আবৃত্তি পরিবেশন করেন অরূপ চক্রবর্তী, পিয়ালি চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায় ও গৌতম ঘটক। প্রাসঙ্গিক কথা বলেন হীরেশ দাস ও কিশোরনাথ চক্রবর্তী। নাট্য মহীরুহ বাদল সরকারকে নিয়ে বক্তব্য রাখেন অর্ণব মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত দল হিসেবে ইন্দ্রায়ুধ পরিবেশন করে 'জ্বালা'। কোচবিহার অনাসৃষ্টি উপহার দেয় 'মাশান'। মৃত্তিকা পরিবেশন করে নাটক- 'আনন্দীবাঈ'। অনুভব নাট্য সংস্থার প্রযোজনা ছিল 'অবশেষে কাক'। কোচবিহার থিয়েটার গ্রুপ উপহার দেয় 'গোধূলি বাসর'। অভিব্যক্তি পরিবেশন করে 'চমচম কুমার'। এর সঙ্গেই উল্লেখ করতে হয় গৌরাঙ্গ চৌধুরীর নিয়ন্ত্রণে আয়োজক সংস্থার পরিবেশনা, চন্দন সেনের 'রাজকীয় লম্বকর্ণ'। অনুষ্ঠানের শেষ দিন স্মরণ করা হয় কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য, ভূপেন হাজারিকা এবং মহানায়ক উত্তমকুমারকে। এই ক্ষেত্রে বাপি সূত্রধরের গান সবার অন্তর ছুঁয়েছে। নৃত্যে মন ভরিয়েছেন অভিশ্রুতি, ঐন্দ্রিলা, দিব্যাণী, প্রেয়সী, আহেরী, শ্রেয়া, দর্শয়িতা, সংযুক্তা, রূপমিতা। সমবেত আবৃত্তি পরিবেশন করে সপ্তক কলাকেন্দ্রের শিশুরা। অনুষ্ঠানে ছয়জন দুঃস্থ শিক্ষার্থীকে রজতবরণ রায় স্মৃতি বৃত্তি প্রদান করা হয়। নাট্যকার, অভিনেতা বাদল সরকার ও ঋত্বিক ঘটকের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে জীবনকৃতি সম্মান প্রদান করা হয়েছে বর্ষীয়ান অভিনেতা সৌরীশংকর ভট্টাচার্যকে। *–নীলাদ্রি বিশ্বাস*

জমজমাট।। *মৃত্তিকা পরিবেশিত 'আনন্দীবাঈ'-এর একটি মুহূর্ত।*

কুঁড়ি-বাডস নৃত্য উৎসব

জলপাইগুড়ির রবীন্দ্র ভবন প্রেক্ষাগৃহে সম্প্রতি সুপ্রতিষ্ঠিত নৃত্য শিক্ষাকেন্দ্র 'চারুকৃতি'-র উদ্যোগে উদযাপিত হল বহুল প্রতীক্ষিত 'কুঁড়ি-বাডস' নৃত্য উৎসব। অনুষ্ঠানের শিল্পমূল্য বাড়াতে উপস্থিত ছিলেন মূকাভিনয় কিংবদন্তি পদ্মশ্রী নিরঞ্জন গোস্বামী এবং কুচিপুরি বিশারদ শ্রীময়ী ভেম্পাতি।

প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার দেবদত্তা লাহিড়ির দক্ষ পরিকল্পনায় উৎসবটি আক্ষরিক অর্থেই এক সাংস্কৃতিক মিলনমেলায় পরিণত হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় চারুকৃতির ছাত্রীদের নিপুণ ওডিশি নৃত্যে। বন্দনা ও আভোগী পল্লবীতে তাদের শাস্ত্রনিষ্ঠা ও দলগত শৃঙ্খলা দর্শকদের মুগ্ধ করে। একক পর্বে ৮ বছরের অরোরা চক্রবর্তীর 'শৃঙ্গার পল্লবী' ছিল বিশেষ প্রাপ্তি। এছাড়া রাজন্যা ঠাকুর (ওডিশি), সোহিনী দাস (কথক) এবং অসমিতা জয়সওয়ালের (ভরতনাট্যম) পরিবেশনা প্রতিভার স্বাক্ষর রাখে।

আমন্ত্রিত শিল্পীদের মধ্যে মণিপুরি প্রবন্ধ নৃত্যে ডঃ সোমাভা বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবী মহামায়ায় দিল্লির বিনোদ কেভিন বচ্চন এবং থালার ওপর ঐতিহ্যবাহী কুচিপুরি নৃত্যে চেন্নাইয়ের লক্ষ্মী কমেশ্বরী ভেম্পাতি দর্শকদের বিস্ময়ে অভিভূত করেন। ত্রয়ীকে এদিন 'চারুকৃতি যুব সম্মান' প্রদান করা হয়। বিশিষ্টদের বক্তব্যে উঠে আসে শিশুদের বিকাশে ধ্রুপদি শিল্পের অপরিহার্যতা। সব মিলিয়ে দেবদত্তা লাহিড়ির নেতৃত্বে 'কুঁড়ি-বাডস' উৎসব জলপাইগুড়ির সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায় হয়ে রইল। *–শুভজিৎ দত্ত*

প্রিয় ভাওয়াইয়া

সম্প্রতি মাথাভাঙ্গার গোলকগঞ্জে উত্তরবঙ্গ ভাওয়াইয়া সংগীত পর্ষদের উদ্যোগে ৪৩তম আন্তর্জাতিক ভাওয়াইয়া সম্মেলন ও ভাওয়াইয়া কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল। এই উপলক্ষ্যে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। ভাওয়াইয়া সম্মেলনের

উদ্বোধন করেন প্রাক্তন যুগ্ম সচিব অমলকান্তি রায়। সম্মেলনে ভাওয়াইয়া সংগীত পরিবেশন করেন উত্তরবঙ্গ ও অসমের প্রতিষ্ঠিত ভাওয়াইয়াশিল্পীরা। তাঁদের মধ্যে ছিলেন পবিত্র বর্মন, গৌরী বর্মন, জ্যোতিস্মিতা রাগিণী, অনামিকা বর্মন প্রমুখ। এছাড়া সাংস্কৃতিক মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় চণ্ডী নৃত্য। ভাওয়াইয়া কর্মশালায় অংশ নেয় ৫০ জন শিক্ষার্থী। সবমিলিয়ে তিনদিনের এই অনুষ্ঠান হয়ে উঠেছিল জমজমাট। *–পার্থ নিয়োগী*

মধুসূদন স্মরণ

'এক মুঠো রোদ'-এর উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় সম্প্রতি ইসলামপুর টাউন লাইব্রেরিতে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মদিবস উদযাপিত হল। একই মঞ্চে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির 'লিটল ম্যাগাজিন সম্মান-২০২৫' বিজয়ী উত্তরবঙ্গের একমাত্র পত্রিকা 'দাগ'-এর সম্পাদিকা মনোনীতা চক্রবর্তীকে 'এক মুঠো রোদ স্মারক সংবর্ধনা' প্রদান করা হয়। পত্রিকা সম্পাদক প্রসূন শিকদার ও প্রকাশক মৃদুলা শিকদার উত্তরীয়, পুষ্পস্তবক ও স্মারক দিয়ে তাঁকে সংবর্ধিত করেন। সংবর্ধনা জানান আবীরা সেনগুপ্ত, ভবেশ দাস ও দ্বিজেন পোদ্দারও। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন স্বপ্না উপাধ্যায়। সাংস্কৃতিক পর্বে মাইকেলকে শ্রদ্ধা জানিয়ে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন পম্পা দাস। ভবেশ দাস রাজবংশী ভাষায় এবং মঞ্জুরী পাল ধর অসমীয়া ভাষায় কবিতা পাঠ করে অনুষ্ঠানটিকে বৈচিত্র্যময় করে তোলেন। সংগীত পরিবেশনায় ছিলেন প্রজ্ঞালিকা সরকার ও স্মার্তসোহম। আবৃত্তি করেন মৃদুলা শিকদার, চন্দ্রাণী সাহা ও নবনীপা সাহা। কবিতা পাঠ করেন তপনকুমার বিশ্বাস, সম্পা সরকার সাহা ও সুশান্ত নন্দী। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন প্রসূন শিকদার ও দ্বিজেন পোদ্দার।

–রুবাইয়া জুই

মাতালেন বিক্রম

দার্জিলিং জেলায় আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মেধাবী পড়ুয়াদের সাহায্যে সম্প্রতি এগিয়ে এসেছিল লুক ইস্ট মিডিয়া। তাদের উদ্যোগে সম্প্রতি শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে আয়োজিত হল প্রখ্যাত তবলাবাদক বিক্রম ঘোষের অনুষ্ঠান 'রিদমস্কেপ'। তবলা সহ নানা বাদ্যযন্ত্রের সুরে মাতলেন দর্শক-শ্রোতারা। ১০ জন পড়ুয়াকে ৫০০০ টাকার চেক সহ বই, স্মারক প্রদান করা হয়। উত্তরীয় পরিয়ে সংবর্ধনাও জানানো হয় পড়ুয়াদের।

অনুষ্ঠানের দায়িত্বে থাকা সংস্থার তরফে আশিস পণ্ডিত বলেন, 'সমাজে মূলত পিছিয়ে পড়া অথচ মেধাবী পড়ুয়াদের সাহায্য করতেই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। দার্জিলিং জেলার দ্বাদশ শ্রেণির ১০ জন পড়ুয়াকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।'

–প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

নজরে কালী

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি থানার বিকট কালীমাতাকে নিয়ে উন্মোচিত হল গবেষণামূলক গ্রন্থ। সম্প্রতি বিকট কালীমাতা মন্দির প্রাঙ্গণে একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অধ্যাপক হিমাংশুকুমার সরকারের গবেষণায় প্রকাশিত হয় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ত্রিমোহিনীর শ্রীশ্রী বিকট কালীমাতা শীর্ষক গ্রন্থ। বাংলা ভাষায় ৬৬টি পাতার গ্রন্থটি বালুরঘাটের অটো প্যাকেজার্স অ্যান্ড প্রিন্টার্সের মুদ্রণে ইতিহাস অনুসন্ধান পরিষদ ও উজ্জীবন সোসাইটির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। বিধায়ক অশোক লাহিড়ি, ইতিহাস অনুসন্ধান পরিষদের সম্পাদক নবকুমার দাস ও বিকট কালীমাতার মন্দির কমিটির সভাপতি রতন সরকার প্রমুখ গ্রন্থটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন। *–বিধান ঘোষ*

কত্থক উৎসব

কিছুদিন আগে কোচবিহারের উৎসব অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হল 'কত্থক উৎসব ২০২৬'। অনুষ্ঠানের পূর্বে দু'দিনব্যাপী কত্থক নৃত্য কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। সমগ্র অনুষ্ঠানটির পরিকল্পনা ও পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন ডঃ সোমা পালিত। সৃজনীর নৃত্য বিভাগের সারাবছরের অনুশীলন ছাত্রীদের নৃত্য পরিবেশনার মাধ্যমে পৌঁছে গিয়েছিল দর্শকের কাছে। কর্মশালার প্রশিক্ষক ও অনুষ্ঠানের অতিথি নৃত্যশিল্পী ডঃ মানব পারই তাঁর একক নৃত্য পরিবেশনে মুগ্ধ করেন। সরোদ ও তবলায় অতিথিশিল্পী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে সন্দীপ নিয়োগী ও আদিত্য সরকার। *–নীলাদ্রি বিশ্বাস*

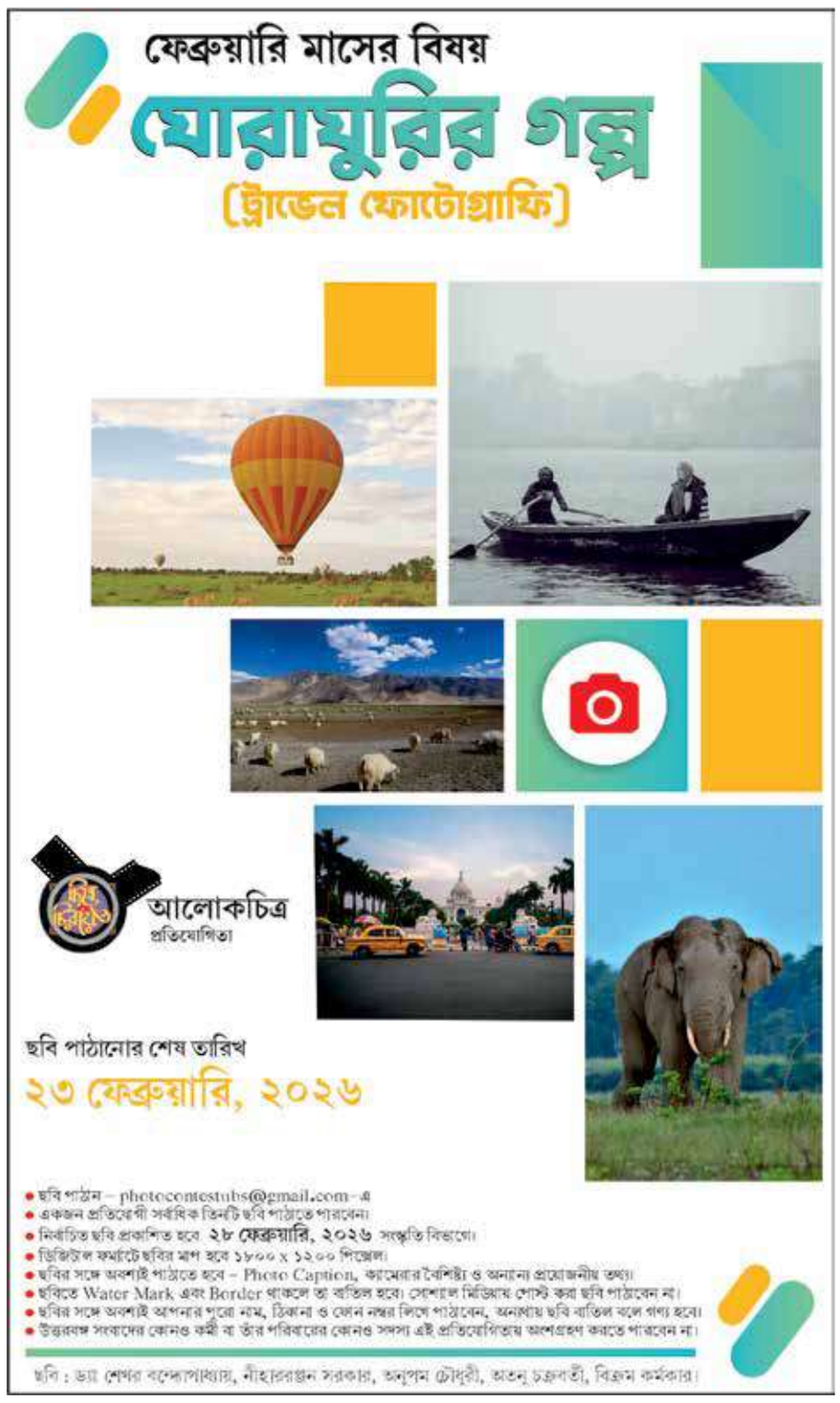

সংস্কৃতিকেন্দ্রিক বিষয়ে অনধিক ২০০ শব্দে নমুনা লেখা পাঠাতে পারেন। নির্বাচিত লেখা ছাপা হবে এই বিভাগে। পুরো নাম, ঠিকানা সহ লেখা পাঠানোর ঠিকানা : বিভাগীয় সম্পাদক, সংস্কৃতি বিভাগ, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি। অনলাইনেও ইউনিকোড ফন্টে লেখা পাঠাতে পারেন uttorerlekha@gmail.com-এ।

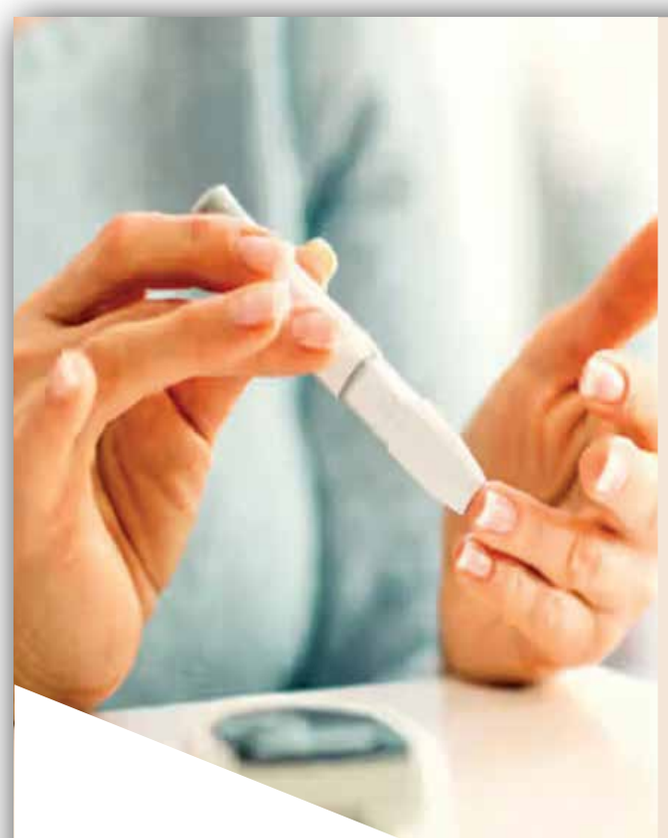

ইনসুলিন
জীবন রক্ষাকারী হরমোন

ইনসুলিনের আবিষ্কার ডায়াবিটিসকে মারণব্যাধি থেকে দীর্ঘমেয়াদি নিয়ন্ত্রণযোগ্য রোগে রূপান্তরিত করেছে। আবিষ্কারের পরবর্তী এক শতাব্দীতে ইনসুলিনের গঠন, কার্যকারিতা ও প্রয়োগ পদ্ধতিতে বিপুল বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি হয়েছে, যা আজকের আধুনিক ডায়াবিটিস ব্যবস্থাপনার ভিত্তি। লিখেছেন রুদ্রাক্ষ সুপারস্পেশালিটি কেয়ারের এন্ডোক্রিনোলজিস্ট

ডাঃ অরুন্ধতী দাশগুপ্ত

চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে ইনসুলিনের আবিষ্কার একটি মাইলফলক। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ডায়াবিটিস মেলিটাস, বিশেষ করে টাইপ-১ ডায়াবিটিস ছিল একটি প্রায় নিশ্চিত মৃত্যুদণ্ড। এই প্রেক্ষাপটে ১৯২১ সালে কানাডার টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্রেডরিক ব্যান্টিং ও চার্লস বেস্টের নেতৃত্বে ইনসুলিনের আবিষ্কার চিকিৎসাবিজ্ঞানে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আনে। ১৯২২ সালে প্রথম মানবদেহে ইনসুলিন প্রয়োগের মাধ্যমে ডায়াবিটিস চিকিৎসার এক নতুন অধ্যায় সূচিত হয়।

ইনসুলিনের ভূমিকা

ইনসুলিন একটি হরমোন যা অগ্ন্যাশয় থেকে নিঃসৃত হয়। এর প্রধান কাজ কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট ও প্রোটিন বিপাক নিয়ন্ত্রণ করা। ইনসুলিন গ্লুকোজ কোষের ভিতরে প্রবেশ করতে সাহায্য করে এবং লিভারে গ্লাইকোজেন সংরক্ষণ বৃদ্ধি করে।

টাইপ-১ ডায়াবিটিসে অটোইমিউন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিটা কোষ ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে শরীর একেবারেই ইনসুলিন উৎপাদন করতে পারে না। টাইপ-২ ডায়াবিটিসে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স ও আপেক্ষিক ইনসুলিন ঘাটতি একত্রে কাজ করে। এই দুই অবস্থাতেই বহিরাগত ইনসুলিন একটি বৈজ্ঞানিকভাবে যুক্তিসংগত ও প্রমাণভিত্তিক চিকিৎসা।

ইনসুলিন থেরাপির নিরাপত্তা ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি

ইনসুলিন মানবদেহের স্বাভাবিক হরমোন হওয়ায় এটি সঠিক মাত্রায় ও উপযুক্ত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ব্যবহার করলে অত্যন্ত নিরাপদ। ইনসুলিন থেরাপির প্রধান পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হাইপোগ্লাইসেমিয়া, যা যথাযথ রোগীশিক্ষা, ডোজ টাইট্রেশন ও গ্লুকোজ মনিটরিংয়ের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রতিরোধযোগ্য। বাস্তবে প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও ইনসুলিন নিতে দেরি হলে ডায়াবিটিস মাইক্রোভাসকুলার ও ম্যাক্রোভাসকুলার জটিলতার ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যায়।

ইনসুলিনের ক্লিনিকাল উপকারিতা

প্রমাণভিত্তিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ইনসুলিন থেরাপি রক্তে গ্লুকোজের কার্যকর ও টেকসই নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করে। ডায়াবিটিসজনিত রেটিনোপ্যাথি, নেফ্রোপ্যাথি ও নিউরোপ্যাথির ঝুঁকি কমায় এবং গর্ভকালীন ডায়াবিটিসে মা ও ভ্রূণের জন্য সর্বাধিক নিরাপদ চিকিৎসা।

অনেক সময় ইনসুলিন সাময়িকভাবে দেওয়া হয় এবং পরে আবার ট্যাবলেটে ফিরে যাওয়া সম্ভব।

কারা ইনসুলিন নেবেন

- টাইপ-১ ডায়াবিটিসে ইনসুলিন জীবনরক্ষাকারী এবং বাধ্যতামূলক
- টাইপ-২ ডায়াবিটিসে ট্যাবলেটে সুগার নিয়ন্ত্রণে না থাকলে
- গর্ভাবস্থায় ডায়াবিটিস হলে
- গুরুতর সংক্রমণ, হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক, কিডনি বা লিভারের সমস্যা থাকলে
- প্রথমবার খুব বেশি সুগার ধরা পড়লে
- ইনফেকশন বা সংক্রমণ হলে

ইনসুলিন কি ক্ষতিকর

এই ধারণাটি সবচেয়ে বেশি ভুল। ইনসুলিন কোনও অঙ্গ নষ্ট করে না। বরং দীর্ঘদিন উচ্চ শর্করায় চোখ, কিডনি, স্নায়ু ও হৃদযন্ত্রের ক্ষতি হয় আর ইনসুলিন সেই ক্ষতি থেকে শরীরকে বাঁচায়।

ইনসুলিন নেওয়া কি খুব কষ্টকর

আগের দিনের মোটা সুচ আর বর্তমানের ইনসুলিন পেন এক নয়। আজকাল ব্যবহৃত হয় -

ইনসুলিন পেন, যার অত্যন্ত সূক্ষ্ম সুচ। প্রায় ব্যথাহীন পদ্ধতি। অধিকাংশ রোগী কয়েকদিনের মধ্যেই নিজে নিজে ইনসুলিন নিতে শিখে যান।

ইনসুলিন কি আজীবনের জন্য

সব ক্ষেত্রে নয়। টাইপ-১ ডায়াবিটিসে ইনসুলিন আজীবনের প্রয়োজন। টাইপ-২ ডায়াবিটিসে অনেক সময় জীবনযাপন ঠিক হলে, ওজন কমলে, অন্য ওষুধে নিয়ন্ত্রণ এলে ইনসুলিন বন্ধ বা কমানো যায়।

ইনসুলিনের প্রকারভেদ (কাজের সময়কাল অনুযায়ী)

দ্রুত কাজ করা ইনসুলিন : খাবারের ঠিক আগে দেওয়া হয়। উদাহরণ : লিসপ্রো, অ্যাসপার্ট, গ্লুলাইসাইন

স্বল্পমেয়াদি ইনসুলিন : খাবারের ৩০ মিনিট আগে দেওয়া হয়।

মধ্যমেয়াদি ইনসুলিন : ধীরে কাজ শুরু করে। সাধারণত দিনে ১-২ বার দেওয়া হয়।

দীর্ঘমেয়াদি ইনসুলিন : ২৪ ঘণ্টা বা তার বেশি সময় কাজ করে। উদাহরণ: গ্লারগাইন, ডিটেমির, দেগ্লুডেক।

ইনসুলিন দেওয়ার পদ্ধতি

বেসাল ইনসুলিন : দিনে একবার দীর্ঘমেয়াদি ইনসুলিন।

বেসাল-বোলাস রেজিমেন : খাবারের আগে দ্রুত কাজ করা ইনসুলিন। সঙ্গে দিনে একবার বেসাল ইনসুলিন।

প্রিমিক্সড ইনসুলিন : দুই ধরনের ইনসুলিন একসঙ্গে দিনে সাধারণত ২ বার।

রোগীর জীবনযাপন, খাবারের সময়, সুগারের মাত্রা ও অন্যান্য রোগের উপর ভিত্তি করে কোন রেজিমেনটি উপযুক্ত হবে তা চিকিৎসক ঠিক করেন।

আধুনিক ইনসুলিন থেরাপি ও প্রযুক্তি

ইনসুলিন পেন, কন্টিনিউয়াস গ্লুকোজ মনিটরিং (সিজিএম) এবং ইনসুলিন পাম্প ডায়াবিটিস ব্যবস্থাপনাকে আরও নির্ভুল ও রোগীকেন্দ্রিক করেছে। সেইসঙ্গে গ্লাইসেমিক ভ্যারিয়েবলিটি কমাতে ও জীবনমান উন্নত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

পরিশেষে বলব, ইনসুলিন নেওয়া মানে রোগীর বা ডাক্তারের ব্যর্থতা নয়। বরং এটি একটি সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত, যাতে ভবিষ্যতের জটিলতা এড়ানো যায়।

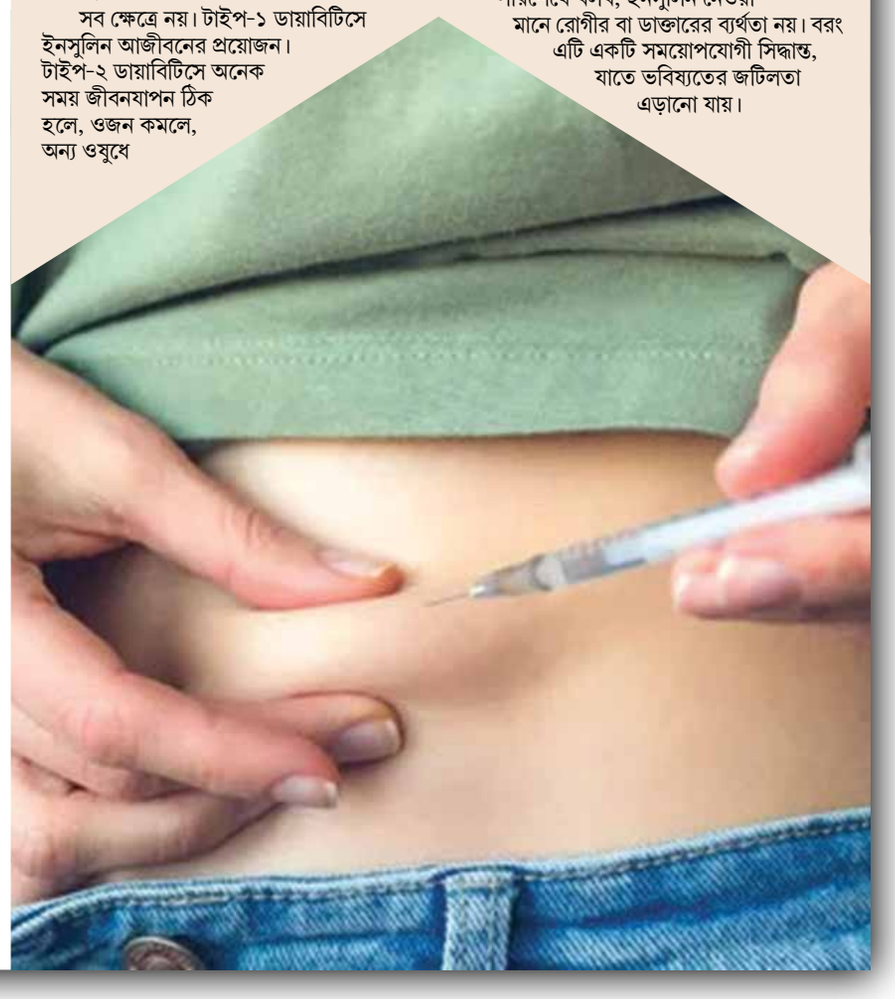

ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জারি

দুর্ঘটনা ঘটলে প্রথমে লক্ষ্য থাকে জীবন বাঁচানো। জরুরি বিভাগে চিকিৎসকরা শ্বাসনালি স্বাভাবিক রাখা, রক্তক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করা এবং প্রাণরক্ষাকারী অঙ্গগুলিকে সুরক্ষিত রাখার দিকে মনোযোগ দেন। কিন্তু জীবন রক্ষার পর আসে মুখমণ্ডলের অবস্থা, যা একজন মানুষের পরিচয় বহন করে। সেই মুখমণ্ডল পুনরুদ্ধারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জনরা। আদৌ কি পুরোটা ঠিক করা যায় - আলোচনায় ওরাল ও ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জন ডাঃ সৌভিক সরকার

ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সাজারি এমন একটি বিশেষায়িত শাখা, যা মুখ, চোয়াল ও মুখগহ্বরের আঘাত, রোগ ও ত্রুটি নিরাময়ে কাজ করে। জটিল ফেসিয়াল ফ্র্যাকচার থেকে শুরু করে গুরুতর সফট টিস্যু ইনজুরি- সবক্ষেত্রেই ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জনরা নিখুঁত সার্জিক্যাল দক্ষতা ও চিকিৎসা জ্ঞান প্রয়োগ করে কার্যকারিতা ও সৌন্দর্য দুটিই পুনরুদ্ধার করেন।

মুখমণ্ডল : শুধু বাহ্যিক সৌন্দর্য নয়

মুখমণ্ডল শুধু সৌন্দর্যের প্রতীক নয়, এটি শ্বাস নেওয়া, খাওয়া, কথা বলা, দেখা এবং আবেগ প্রকাশের কেন্দ্র। এই অংশে আঘাতের ফলে প্রভাব পড়তে পারে শ্বাসনালি, দৃষ্টিশক্তি ও চিবানোর ক্ষমতায়, কথা বলার দক্ষতায়, মুখের সামঞ্জস্য ও আত্মবিশ্বাসে। একটি ভাঙা চোয়াল স্বাভাবিকভাবে খাওয়াদাওয়া ব্যাহত করতে পারে। গালের হাড় ভেঙে গেলে দৃষ্টিশক্তির ক্ষতি হতে পারে। সঠিক সময়ে চিকিৎসা না হলে স্থায়ী বিকৃতি, দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা ও মানসিক আঘাতের কারণ হতে পারে।

ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জনরা মুখমণ্ডলের সূক্ষ্ম অ্যানাটমি সম্পর্কে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তাঁদের কাজ শুধুমাত্র সেলাই করা নয়, তাঁরা টাইটেনিয়াম প্লেট ও স্ক্রু দিয়ে ভাঙা হাড় সঠিক অবস্থানে স্থাপন করেন, চূর্ণবিচূর্ণ গঠন পুনর্গঠন করেন, স্নায়ুর ক্ষতি মেরামত করেন এবং দাঁতের গঠন স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন।

সড়ক দুর্ঘটনা ও মুখমণ্ডলের আঘাত

ভারতের মতো দেশে সড়ক দুর্ঘটনা মুখমণ্ডলীয় আঘাতের অন্যতম প্রধান কারণ। বিশেষ করে হেলমেট ছাড়া দুই-চাকার গাড়ি চালানোর ফলে দেখা যায় ম্যান্ডিবল (নীচের চোয়াল) ফ্র্যাকচার, মিডফেস ফ্র্যাকচার, অরবিটাল ইনজুরি এবং দাঁত সম্পূর্ণ উপড়ে যাওয়া। এই ধরনের আঘাতে দ্রুত এবং বিশেষায়িত চিকিৎসা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেরিতে বা ভুল চিকিৎসা দীর্ঘমেয়াদি বিকৃতি, ব্যথা ও চিবানোর সমস্যা তৈরি করতে পারে।

প্রতিটি দুর্ঘটনার পর যে হাসি আবার ফিরিয়ে আনা হয়, তার পেছনে থাকে একজন দক্ষ ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জনের নীরব পরিশ্রম। এই ক্ষেত্রের বিশেজ্ঞদের অবদানকে সম্মান জানানোর পাশাপাশি হেলমেট ব্যবহারের গুরুত্ব, মুখমণ্ডলের আঘাতে দ্রুত চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা এবং নিয়মিত ওরাল চেকআপের ওপর জোর দেওয়া উচিত।

২ মিনিট না ১৫ মিনিট - কতটা সময় স্বাভাবিক?

বালিশে মাথা দিলেই ঘুম!

সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনি শেষে যখন আমরা বিছানায় শরীরটা এলিয়ে দিই, তখন আমাদের মনের গোপন বাসনা একটাই - চটজলদি ঘুম আসুক। অনেকে গর্ব করে বলেন, 'জানেন, আমার বালিশে মাথা ছোঁয়ানোরও ফুরসত থাকে না, তার আগেই আমি ঘুমের দেশে!' আমরাও ভাবি, কী দারুণ ব্যাপার! কিন্তু আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান আর বিশেষজ্ঞরা যা বলছেন, তা শুনলে আপনার এই 'গর্বের ঘুম' নিয়ে বেশ দুশ্চিন্তা হতে পারে।

স্লিপ ল্যাটেন্সি

আমরা অনেক সময় মনে করি দ্রুত ঘুমিয়ে পড়া মানেই হল আমাদের শরীর খুব চাঙ্গা। আসলে কিন্তু ব্যাপারটা উলটো। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় স্লিপ ল্যাটেন্সি (Sleep Latency)। অর্থাৎ, আপনি যখন আলো নিভিয়ে ঘুমের জন্য প্রস্তুত হলেন, সেই সময় থেকে আপনার মস্তিষ্ক কখন ঘুমের প্রথম পর্যায়ে প্রবেশ করল - এই মাঝখানের সময়টুকু। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, একজন সুস্থ মানুষের স্বাভাবিক স্লিপ ল্যাটেন্সি হওয়া উচিত ১০ থেকে ২০ মিনিটের মধ্যে। যদি আপনার ঘুমোতে ১৫ মিনিট সময় লাগে, তাহলে জানবেন আপনার মস্তিষ্ক এবং শরীর একদম সঠিক ছন্দে রয়েছে।

২ মিনিটের ঘুম কেন ভয়ের

যদি কোনও ব্যক্তি বিছানায় শোয়ার ২ থেকে ৩ মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েন, তাহলে চিকিৎসকরা একে বলছেন প্যাথলজিক্যাল স্লিপিনেস। এর সহজ মানে আপনার শরীরে মারাত্মক ঘুমের ঘাটতি বা স্লিপ ডেট রয়েছে।

ব্যস্ত জীবনে আমরা অনেক সময় চাষবাস, ব্যবসা বা অফিসের চাপে ঘুমের সময় কমিয়ে ফেলি। ক্রমাগত পর্যাপ্ত ঘুমের অভাব হলে শরীর এতটাই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে যে, সুযোগ পেলেই সে শাট ডাউন হয়ে যায়। অনেকটা মোবাইলের ব্যাটারি যখন ১ শতাংশে নেমে আসে, তখন যেমন হুট করে ফোন বন্ধ হয়ে যায় ঠিক তেমন। এটি কিন্তু গভীর কোনও শারীরিক সমস্যার লক্ষণও হতে পারে, যেমন স্লিপ অ্যাপনিয়া বা অতিরিক্ত মানসিক চাপ।

ঘরোয়া পরীক্ষায় ঘুমের মান যাচাই

চামচ পরীক্ষা বা দ্য স্পুন টেস্ট-এর মাধ্যমে আপনি জানতে পারবেন আপনার ঘুমের মান কেমন। এটি বিখ্যাত গবেষক নাথানিয়েল ক্লেইটম্যানের আবিষ্কৃত। পরীক্ষাটি আপনি ঘরেই করতে পারেন।

দুপুরের দিকে বা অবসরে যখন একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব আসবে, তখন হাতে একটি ধাতব চামচ নিয়ে খাটের ধারে শুয়ে পড়ুন। মেঝের ওপর ঠিক চামচটির নীচে একটি স্টিলের থালা রাখুন। এবার ঘড়ির সময় দেখে চোখ বন্ধ করুন। আপনার যখন গভীর ঘুম আসবে, তখন হাতের পেশি শিথিল হয়ে চামচটি থালার ওপর পড়বে। সেই প্রচণ্ড আওয়াজে আপনার ঘুম ভেঙে যাবে। এবার ঘড়ি দেখুন। যদি দেখেন ৫ মিনিটের কম সময়ে আপনার হাত থেকে চামচ পড়ে যায় তাহলে বুঝবেন আপনি মারাত্মক ঘুমের অভাবে ভুগছেন। আর যদি ১৫ মিনিটের কাছাকাছি সময় লাগে, তবে আপনার ঘুম স্বাভাবিক।

কেন ১৫ মিনিট সময় নেওয়া প্রয়োজন

আমাদের মস্তিষ্ক কোনও যন্ত্র নয় যে সুইচ টিপলেই বন্ধ হয়ে যাবে। সারাদিনের নানা চিন্তা, দুশ্চিন্তা এবং কাজের রেশ কাটতে মস্তিষ্কের কিছুটা সময় লাগে। এই ১৫-২০ মিনিটে মস্তিষ্ক নিজেকে ধীরগতির তরঙ্গ বা আলফা ওয়েভ থেকে থেটা ওয়েভ-এ নিয়ে যায়। এই রূপান্তরটি সুস্থ শরীরের জন্য জরুরি। যাঁরা দ্রুত ঘুমিয়ে পড়েন, তাঁদের মস্তিষ্ক এই রূপান্তরের সময়টুকু পায় না। ফলে তাদের ঘুমের মান প্রায়ই নিম্নমুখী হয়।

আধুনিক ডিজিটাল অভ্যাস আমাদের ঘুমের বারোটা বাজাচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা কিছু সহজ টোটকা দিয়েছেন যা দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করা সম্ভব। যেমন -

- **ডিজিটাল কার্ফিউ :** ঘুমোনোর অন্তত ৩০ মিনিট আগে স্মার্টফোন, ল্যাপটপ বা টিভি বন্ধ করে দিন। ফোনের নীল আলো আমাদের মস্তিষ্কের মেলাটোনিন হরমোনকে নষ্ট করে দেয়, যা ঘুমের জন্য দায়ী।
- **চা-কফি নিয়ন্ত্রণে রাশ :** বিকেল ৫টার পর আর কড়া চা বা কফি খাবেন না। ক্যাফিন আপনার স্নায়ুকে উত্তেজিত রাখে, যা স্বাভাবিক স্লিপ ল্যাটেন্সি কমিয়ে দেয়।
- **রুটিন মেনে চলা :** প্রতিদিন একই সময়ে বিছানায় যাওয়া এবং একই সময়ে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস করুন। এমনকি ছুটির দিনেও এই নিয়ম মেনে চললে শরীর নিজের একটি ছন্দ তৈরি করে নেয়।
- **পরিবেশ :** ঘুমের ঘর অন্ধকার এবং শান্ত রাখা জরুরি। প্রয়োজনে হালকা সুতির পোশাক ব্যবহার করুন যাতে শরীরের তাপমাত্রা আরামদায়ক থাকে।

ঘুম কেবল অলসতা নয়, বরং এটি শরীরকে রিচার্জ করার প্রক্রিয়া। তাই বালিশে মাথা দিয়ে ১৫-২০ মিনিট এপাশ-ওপাশ করাটাকে খারাপ ভাববেন না। ওটাই আপনার মস্তিষ্কের স্বাভাবিক ক্রিয়া। কিন্তু যদি দেখেন প্রতিদিন ২ মিনিটে আপনি অচেতন হয়ে যাচ্ছেন, তবে বুঝবেন এবার নিজের শরীরের দিকে নজর দেওয়ার সময় এসেছে। মনে রাখবেন, আজকের ভালো ঘুমই আগামীকালের কর্মশক্তি। তাই সুস্থ থাকতে পর্যাপ্ত সময় নিন, আর শান্তির ঘুম ঘুমান।

ব্যস্ত জীবনে সুস্থ থাকার উপায় জানা আছে আপনার? লিখে পাঠান আমাদের। আপনার লেখা ছাপা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদের সুস্থ থাকুন পাতায়। শর্ত দুটো – আপনাকে হতে হবে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং লেখা পাঠাতে হবে ইউনিকোডে। সঙ্গে দেবেন যোগাযোগের নম্বর। লেখা পাঠানোর ঠিকানা- health.uttarbanga@gmail.com

KOSMODEN
Dental Clinic
OUR SERVICES
• Restoration • Scaling & Polishing • Simple Extraction
• Complicated Extraction • Root Canal Treatment
• Dental Crowns • Fixed Prosthesis/Dental Bridges
• Removable Partial Denture • Complete Denture • IOPA-X-Ray
Shivmandir, Opp. Narasingha School, Siliguri
CONT. : 7076790267

উচ্চশিক্ষায়, আইন-আদালতে, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং প্রশাসনিক কাজকর্মে বাংলা ভাষা প্রায় অচল। নতুন প্রজন্মের ভিড় ইংরেজি বইয়ের দোকানে। তাতে কারও মাথাব্যথা নেই। বরং ভাঙা ভাঙা বাংলা বলতে পারাটাই এখন যেন ‘আপস্টার্ট’ বাঙালির আত্মশ্লাঘার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, আলোকপাত করলেন সূর্য সেন কলেজের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক **ডঃ রম্যাণী গোস্বামী**

বাংলাটা সত্যিই আর আসে না

থোলা জানালা

বাড়িতে সন্তানের সঙ্গে বাংলায় কথা বলা, তাদের বাংলা বলতে, লিখতে ও পড়তে উৎসাহিত করা এবং এজন্য শিশুকিশোর সাহিত্য রচনাতেও জোর দেওয়া প্রয়োজন। নয়তো বাচ্চারা নিজের ভাষাটিকে ভালোবাসবেই বা কেন?

সেদিন অটোতে করে যাচ্ছি। সঙ্গী চারটি অল্পবয়সি ছেলেমেয়ে। সাজপোশাক দেখেই বোঝা যায় যে শহরের নামী স্কুলে পড়ে। আসন্ন পরীক্ষা নিয়ে নিজেদের মধ্যে এক অদ্ভুত জগাখিচুড়ি ভাষায় কথা বলে চলেছে ওরা। যার সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে কেবল ইংরেজি আর হিন্দি। হঠাৎ প্রবল খরার মরশুমে ছিটেফোঁটা বৃষ্টির মতো দু’-এক পশলা বাংলা শব্দ কানে আসতেই নড়েচড়ে বসি। শুনলাম একজন আরেকজনকে বলছে, ‘চিল কর ভাই। চিল কর।’ আর ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে সবাই যে এখানে সবার ভাই সেটাও বেশ বুঝলাম। যেটা প্রচণ্ড কানে লাগছিল তা হল ওদের নিজেদের নামের অভূতপূর্ব উচ্চারণ। ‘অর্ণব’ হয়ে গিয়েছে ‘আরনভ’। ‘অর্চনা’ পালটে হয়েছে ‘আর্চনা’।

এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। স্কুলের ‘সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ’-এর টেক্সট বই ছাড়া বাংলা ভাষার সঙ্গে ওদের পরিচয়ই বা কতটুকু? নিজেদের চারপাশে তাকিয়ে ওরা প্রতিনিয়ত যা দেখে, সে দোকানের মাথায় সাইনবোর্ডের লেখা হোক অথবা বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং, মোবাইল স্ক্রিনের বিভিন্ন সোশ্যাল অ্যাপে, মেসেজে অথবা ইউটিউবে লেকচার ভিডিওতে, বাবা-মায়ের হাত ধরে শপিং মলে কিংবা রেস্তোরাঁয়, বার্থ-ডে পার্টিতে, সর্বত্রই বাংলা ভাষাকে ত্যাগ করার উৎকট প্রদর্শনী চলছে। অথচ এই ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যা দরকার, সেই স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের লেশমাত্র আর খুঁজে পাওয়া যায় না আপামর বাঙালিদের মধ্যে। উচ্চশিক্ষায়, আইন-আদালতে, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং প্রশাসনিক কাজকর্মে বাংলা ভাষা পুরোপুরি অচল। নতুন প্রজন্মের ভিড় ইংরেজি বইয়ের দোকানে। তাতে কারও মাথাব্যথা নেই। বরং ভাঙা ভাঙা বাংলা বলতে পারাটাই এখন যেন ‘আপস্টার্ট’ বাঙালির আত্মশ্লাঘার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অভিভাবকদের মধ্যেও চলছে বিভিন্ন সোশ্যাল গ্যাদারিংয়ে একজোট হলেই ভুলভাল উচ্চারণে বাংলা বলে বা একেবারেই বাংলা ভাষাকে বর্জন করে ট্যাঁস ইংরেজিতে কথা বলে জাতে ওঠার প্রবণতা।

ইউনেসকো একটি ভাষার মৃত্যুর নানা পর্যায়কে বোঝানোর জন্য তাকে তুলনা করেছে মানব শরীরের পাঁচ রোগাক্রান্ত দশার সঙ্গে। দুর্বল, নিশ্চিতভাবে বিপন্ন, মারাত্মকভাবে বিপন্ন, মৃতপ্রায় এবং সবশেষে মৃত। বাংলা ভাষাও যে খুব একটা সুবিধেজনক পরিস্থিতিতে নেই তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। একটি ভাষার মৃত্যুর জন্য দায়ী করা হয় মূলত যে কারণগুলো তা হল- Language shift বা ভাষাবদল, পাশাপাশি প্রভাবশালী ভাষায় কথা বলা মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধি যা ঘটে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক আধিপত্যের কারণে। সাহিত্যসংস্কৃতির প্রসারেও পরিলক্ষিত হয় সেই একই হতাশার সুর। ধুর। বাংলায় লিখে হবেটা কী? রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজের কোনও সৃষ্টি শেষমেশ ক’জন পাঠকের কাছে পৌঁছোয়? এই তাচ্ছিল্য থেকেও নিজের ভাষার প্রতি আগ্রহ হারায় মানুষ।

ভালোবাসা ও আবেগ ছাড়া একটি ভাষাকে যতই প্রশাসনিক স্তর থেকে সংরক্ষিত করার চেষ্টা করা হোক না কেন, তার বিলুপ্তি বা ক্ষয় রোধ করা একপ্রকার অসম্ভবই বলা যায়। বাড়িতে সন্তানের সঙ্গে বাংলায় কথা বলা, তাদের বাংলা বলতে, লিখতে ও পড়তে উৎসাহিত করা এবং এজন্য শিশুকিশোর সাহিত্য রচনাতেও জোর দেওয়া প্রয়োজন। নয়তো বাচ্চারা নিজের ভাষাটিকে ভালোবাসবেই বা কেন? যে ভাষায় আর উৎকৃষ্ট শিশুসাহিত্য গড়ার ভাবনাচিন্তা চলছে না, সেই ভাষার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হওয়ার সময় এসেছে।

মাতৃভাষার বিলোপ আত্মপরিচয় লোপ পাওয়ারই নামান্তর। এই বিষয়টি নতুন প্রজন্মের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করানোটা এখন জরুরি কর্তব্য। তবে তারা কেবলমাত্র কেরিয়ার গড়তে চেয়ে ইংরেজি ভাষাকে আঁকড়ে ধরে রাখবে, না মাতৃভাষাকে বাঁচাতে গিয়ে সামান্য ত্যাগ স্বীকারও করবে, সেটাও ভাববার বিষয়। চুয়াত্তর বছর আগে ঐতিহাসিক একুশে যা ঘটতে পারে, আজ অন্য আঙ্গিকে তার পুনরাবৃত্তি ঘটা কি একেবারেই অসম্ভব?

একুশের সাজ। শিলিগুড়ি বাঘা যতীন পার্ক ও ইসলামপুরের টাউন লাইব্রেরি চত্বরে শুক্রবার। ছবি দুটি তুলেছেন সূত্রধর ও সুদীপ্ত ভৌমিক।

তোলাবাজিতে ক্ষুব্ধ গৌতম

শিলিগুড়ি, ২০ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ির লালমোহন মৌলিক নিরঞ্জন ঘাট এলাকায় শাসকদলের নাম ভাঙিয়ে তোলাবাজি চলছে। ওই এলাকায় অবৈধভাবে বড় বড় গাড়ি পার্ক করিয়ে টাকা তোলা হচ্ছে। এই অভিযোগ উঠেছে এলাকার এক তরুণের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, বড় বাস থেকে শুরু করে একাধিক গাড়ি ঘাট সংলগ্ন এলাকায় প্রতিদিন পার্ক করা হচ্ছে। সেখান থেকে মোটা টাকা তুলছে ওই তরুণ।

সম্প্রতি বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমে অভিযোগ জমা পড়ে। মেয়র গৌতম দেবের কাছেও অভিযোগ যায়। পুরনিগম সিদ্ধান্ত নেয় ওই এলাকায় হাইট বার বসিয়ে সমস্যার সমাধান করা হবে। সেইমতো প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে। কিন্তু স্থানীয়দের তরফে মেয়রের কাছে ফের অভিযোগ আসে। শুক্রবার নিজেই পুলিশ কমিশনারকে ফোন করে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে বলেন মেয়র। তাঁর বক্তব্য, ‘ওখানে আমরা হাইট বার বসাচ্ছি। যারা অবৈধভাবে টাকা তুলছে তাদের গ্রেপ্তার করতে বলা হয়েছে।’

ধৃত এক

শিলিগুড়ি, ২০ ফেব্রুয়ারি : এসি’র তার চুরির অভিযোগে এক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে বাগরাকোট এলাকার বাদল পাসোয়ানকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতকে শুক্রবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

দূষণ মাপতে চাই যন্ত্র

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২০ ফেব্রুয়ারি : রাস্তাঘাট চারিদিকে খুঁড়ে রাখা হয়েছে। ধুলোর বাড়বাড়ন্ত। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, বাতাসে দূষণের মাত্রা অনেকটাই বেশি। কিন্তু শহরের বাইরে বসানো দূষণ পরিমাপক যন্ত্রে অন্য ছবি। সেই যন্ত্রের সূচক বলছে, দূষণ বিপদসীমা ছুঁইছুঁই হলেও এখনও তা পার করেনি। কিন্তু আবহবিদ থেকে পরিবেশপ্রেমীদের দাবি, শহরের বাইরের এলাকা থেকে শহরের মধ্যে দূষণ অনেকটাই বেশি হয়। শহরের বাইরের দিকে বসানো দূষণ পরিমাপক যন্ত্র তাই গোটা ছবিটা ঠিকমতো ধরতে পারে না। আর তাই অবিলম্বে শহরে একাধিক জায়গায় দূষণ পরিমাপক যন্ত্র বসানোর দাবি উঠেছে।

পরিবেশপ্রেমী অনিমেষ বসুর বক্তব্য, ‘শহরের মধ্যে রাস্তাগুলি একবার করে ঠিক করে ফের খোঁড়া হচ্ছে, তাতে দূষণ বাড়ছে। কিন্তু শহরের মধ্যে তো দূষণ পরিমাপক কোনও যন্ত্র নেই। যে যন্ত্রটা তিনবাত্তির কাছে বসানো রয়েছে সেটা তো অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গায়। পাশেই মহানন্দা নদী। সেখানে আবহাওয়া অনেকটাই পরিষ্কার। তাই শহরের দূষণ সেখানে ধরা পড়ার কথা নয়।’ সমস্যার সমাধানে ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার অবশ্য আশ্বাস দিয়েছেন। তাঁর কথায়, ‘আমরা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় কাজ করছি। প্রয়োজন হলে শহরে আরও মেশিন বসানো হবে।’

গত কয়েক দিনে জাতীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তথ্য দেখলে বোঝা যাবে শিলিগুড়িতে দূষণের মাত্রা বাড়তে শুরু করেছে। জাতীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তথ্য অনুযায়ী, ১২ ফেব্রুয়ারি শিলিগুড়ির একিউআই (এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স) ছিল ১২৮, ১৩ তারিখ ১৩৩, ১৪ তারিখে ১৪০, ১৫ তারিখে ১৩৪, ১৬ তারিখে ১৪৯, ১৭ তারিখে ১৩২, ১৮ তারিখে ১২৮ এবং ১৯ তারিখে আবার বেড়ে হয় ১৫২। তথ্য বলছে, বাতাসে এই পরিমাণ দূষণ থাকলে হাঁপানি, শ্বাসকষ্টের রোগীদের সমস্যা হতে পারে। শহরের মধ্যে দূষণ পরিমাপক কোনও যন্ত্র থাকলে প্রকৃত ছবিটা ধরা পড়ত বলে অনেকে মনে করছেন। শিলিগুড়ি কলেজের পরিবেশবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক সুমিত্রা পাল কর্মকারের বক্তব্য, ‘এই যন্ত্রগুলি দূষণ মাপলেও তা একটি নির্দিষ্ট এলাকা পর্যন্তই কাজ করে। ৪০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকার জন্য অন্ততপক্ষে ২৫টা যন্ত্রের প্রয়োজন হয়।’

এর আগে একটি বেসরকারি সংস্থা পিপিপি মডেলে শিলিগুড়ি পুরনিগমের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করত। তারা পুরনিগমে একটি দূষণ পরিমাপক যন্ত্র বসিয়েছিল। কিন্তু বছরখানেক আগে ওই সংস্থা কাজ শেষ করে ফিরে গিয়েছে। যাওয়ার আগে তারা যন্ত্রও তুলে নিয়ে গিয়েছে। শুধু একটি স্ক্রিন কিছুদিন এখানে পড়ে ছিল। পরবর্তীতে সেটাও খুলে নেওয়া হয়। তাই শহরে এখন আরও দূষণ পরিমাপক যন্ত্র বসানো প্রয়োজন বলে দাবি উঠেছে। আবহবিদ গোপীনাথ রাহার বক্তব্য, ‘শহরে যানবাহন বেশি, মানুষ বেশি তাই দূষণ বেশি হয়। বেশি দূরের যন্ত্র সেটা মাপতে পারবে না। তাই শহরের জনবহুল এলাকায় একাধিক দূষণ পরিমাপক যন্ত্র থাকা প্রয়োজন।’

- তিনবাত্তির দূষণ পরিমাপক যন্ত্রে সামগ্রিক দূষণ ধরা পড়ছে না
- শিলিগুড়ির একিউআই ১২৮–১৫২ পর্যন্ত ঘোরাঘুরি করেছে
- শহরে আরও যন্ত্র থাকলে প্রকৃত ছবিটা ধরা পড়ত বলে অনেকে মনে করছেন

“ শহরে যানবাহন বেশি, মানুষ বেশি তাই দূষণ বেশি হয়। বেশি দূরের যন্ত্র সেটা মাপতে পারবে না। জনবহুল এলাকায় একাধিক যন্ত্র প্রয়োজন।

গোপীনাথ রাহা *আবহবিদ*

পুলিশের বৈঠক

শিলিগুড়ি, ২০ ফেব্রুয়ারি : দোরগোড়ায় বিধানসভা নির্বাচন। ভোট পরিস্থিতিতে কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে রণকৌশল তৈরি করল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। শুক্রবার শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট এলাকার সমস্ত থানার পিসি পার্টি বা সাদা পোশাকের পুলিশের ওসিদের নিয়ে বৈঠক হয়। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের পদস্থ কর্তারা। বৈঠকে গত এক বছরের অপরাধের ধরনধারণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। কোন ঘটনায় কারা অভিযুক্ত, তার মধ্যে কতজনকে গ্রেপ্তার করা গিয়েছে- এই নিয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া গত এক বছরে শিলিগুড়ি কমিশনারেট এলাকায় রাজনৈতিক গোষ্ঠীকোন্দলকে কেন্দ্র করে হওয়া ঝামেলা নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলে খবর।

আলোচনার পাশাপাশি, প্রতিটি থানার স্পর্শকাতর এলাকা চিহ্নিত করতে নির্দেশ দেওয়া হয় এদিনের বৈঠকে। সেইসব এলাকায় পুলিশকে আরও সক্রিয় থাকতে বলা হয়েছে। যদিও বৈঠক প্রসঙ্গে বিস্তারিত বলতে চাননি শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং। তাঁর বক্তব্য, ‘ভোট, অপরাধের হার- সব মিলিয়ে এদিনের বৈঠকে আলোচনা হয়েছে।’

কয়েকদিন পরেই নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করা হবে। ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী রদবদল চলছে বিভিন্ন থানায়। পিসি পার্টির নতুন ওসি হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন অনেকে। এই পরিস্থিতিতে এলাকা চেনার পাশাপাশি, সব ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা রোখা এখন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে পিসি ওসিদের কাছে। অপরাধমূলক কাজ করার পরে কারা এখনও ধরা পড়েনি, এদিনের বৈঠকে সেই ব্যাপারে পিসি ওসির দায়িত্বে আসা নতুন পুলিশকর্তাদের বুঝিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। জানা গিয়েছে, আলোচনায় গোষ্ঠী সংঘর্ষের বিষয়টিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। গোষ্ঠী সংঘর্ষ হওয়া জায়গাগুলোতে বিশেষ নজরদারির নির্দেশ দেন পুলিশকর্তারা। সেইসঙ্গে দুষ্কৃতীরা যাতে নিজেদের থানা এলাকায় ঢুকতে না পারে, সেদিকেও বিশেষ নজর দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে থানার পিসি ওসিদের।

ফ্লেক্স নালিশ

শিলিগুড়ি, ২০ ফেব্রুয়ারি : শহরের বিভিন্ন জায়গায় উন্নয়নের ফিরিস্তি দিয়ে ঝোলানো ফ্লেক্স ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগে তৃণমূল যুব কংগ্রেস শুক্রবার শিলিগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। সংগঠনের দার্জিলিং জেলা সভাপতি জয়ব্রত মুখুটি এ খবর জানিয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

প্রয়াত কর্মী

শিলিগুড়ি, ২০ ফেব্রুয়ারি : প্রয়াত হলেন সিপিএমের জেলা দপ্তর অনিল বিশ্বাস ভবনের সর্বক্ষণের কর্মী সমীর বিশ্বাস (৬৩)। প্রায় ৪০ বছর ধরে তিনি এই দপ্তরের বিভিন্ন কাজ সামলেছেন। বেশ কিছুদিন ধরে তিনি ফুসফুসের সমস্যায় ভুগছিলেন।

আগুন

ইসলামপুর, ২০ ফেব্রুয়ারি : গ্যাস সিলিন্ডার লিক করে বৃহস্পতিবার রাতে ইসলামপুর শহরের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে যায় একটি বসতবাড়ি। ইসলামপুর দমকল বিভাগের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। দমকল ও স্থানীয়দের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

দুর্ঘটনা

ইসলামপুর, ২০ ফেব্রুয়ারি : মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে বাড়ি ফেরার সময় পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হলেন বাবা। শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটে ইসলামপুর থানার ঘোরামারা বাইপাস এলাকায় ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে। ঘটনার পর স্থানীয়রা আহত সাদ্দাম হোসেনকে হাসপাতালে ভর্তি করেন।

নামেই নেত্রী

বৌদি কাউন্সিলার। ওয়ার্ড চালান দেওর। যুক্তি দেন, নির্বাচিত মহিলা জনপ্রতিনিধিরা তো সেই অর্থে স্মার্ট নন, তাই পুরুষদের এগিয়ে আসতে হয়। এই ছবি ইসলামপুরের ১ নম্বর ওয়ার্ডের।

বৌদির ওয়ার্ডে দেওরের ‘শাসন’

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২০ ফেব্রুয়ারি : ইসলামপুর পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূলের দখলে। এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার একজন মহিলা। কিন্তু হলফ করে বলা যায়, কাউন্সিলারের নাম ওয়ার্ডের বেশিরভাগ বাসিন্দা জানেনই না।

এই এলাকায় একটু ঘোরাফেরা করলেই জলের মতো স্পষ্ট বোঝা যায়, এই ওয়ার্ডে যে কোনও বিষয়ে শেষকথা বলেন সঞ্জয় দত্ত। সঞ্জয়ের পরিচয় তিনি প্রাক্তন কাউন্সিলার এবং বর্তমান তৃণমূল কাউন্সিলার কৃষ্ণা দত্ত ঘোষের দেওর। সঞ্জয় বলেন, ‘আসলে নির্বাচিত মহিলা জনপ্রতিনিধিদের ৯৮ শতাংশই তো সেই অর্থে স্মার্ট নন। তাই পুরুষদেরই এগিয়ে আসতে হয়।’ একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে এই কথা শোনার পর নারী ক্ষমতায়নের কেতাবি বুলি আর বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে ফারাকটা স্পষ্ট টের পাওয়া যায়। আর কী অদ্ভুত, এই নিয়ে বর্তমান কাউন্সিলার কৃষ্ণার কোনও খেদ নেই। অবলীলাক্রমে তিনি বলেন, ‘সঞ্জয়ের পরামর্শ ছাড়া আমি কিছু করি না।’ কৃষ্ণা আর সঞ্জয় যে দলটা করেন তাঁর সুপ্রিমো নিজে একজন মহিলা, এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। সেই দলের সদস্য হয়ে সঞ্জয় কীভাবে বলে দেন, ‘৯৮ শতাংশ নির্বাচিত মহিলা জনপ্রতিনিধি সেই অর্থে স্মার্ট নন’, ভাবতে সত্যিই অবাক লাগে।

১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা রাজু দাস পেশায় শিক্ষক।

কৃষ্ণা দত্ত ঘোষ, কাউন্সিলার

তাঁর কাছে কাউন্সিলারের নাম কী জানতে চাইলে উত্তর, ‘কেন, সঞ্জয়দাই তো আমাদের কাউন্সিলার।’ প্রতিবেদকের হতভম্ব অবস্থা দেখে রাজু যোগ করেন, ‘আরে সরি সরি, কাউন্সিলার তো ওঁর বৌদি। তবে নামটা মনে পড়ছে না।’

রাজুর মতো অনেকেই কাউন্সিলারের নাম জানেন না। তাঁদের যুক্তি, সঞ্জয়ই তো সব। ওঁর বৌদিকে তো এলাকায় সেভাবে দেখাই যায় না। সালিশি হোক বা উন্নয়ন, শেষকথা সঞ্জয়ই। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওয়ার্ডের এক বাসিন্দা বলেন, ‘যতদিন নির্বাচিত মহিলা জনপ্রতিনিধিদের হয়ে তাঁদের বাড়ির পুরুষরা প্রশাসনিক সমস্ত কাজ চালাবেন, ততদিন এই অব্যবস্থাই চলবে।’

‘বকলমে’ ওয়ার্ড চালানোতে সঞ্জয়ের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। এর আগেও একটি টার্মে সঞ্জয়ের স্ত্রী কাউন্সিলার ছিলেন, তখনও ওয়ার্ড চালাতেন সঞ্জয়ই। সঞ্জয় বলেন, ‘অবশ্যই মহিলাদের স্বনির্ভর হওয়ার অধিকার আছে। তবে তাঁরা অনেককিছু বুঝতে না পেরে ঘাবড়ে যান, তাই পুরুষদের এগিয়ে আসতে হয়।’ তিনি যোগ করেন, ‘একথা সত্যি যে, ওয়ার্ডের অনেকেই কাউন্সিলারের নাম জানেন না।’ কৃষ্ণা বলেন, ‘সব কাজ সঞ্জয় করে এটা ঠিক না। রাজনীতিতে সঞ্জয় আমার সিনিয়ার। ফলে ওর পরামর্শ নিয়ে সমস্ত কাজ করি। সঞ্জয় আমাকে টপকে কোনও সিদ্ধান্ত নেয় না। কিন্তু সঞ্জয়ের অভিজ্ঞতার জন্যই ওকে সব কাজে সামনে থাকতে হয়।’

রংদার

গল্পকণা

অল্প কথায় জীবনের জলছবি থেকে হৃদয়ের গহিন কোণ- ভাষার সীমানা ছাড়িয়ে অণুগল্পের আঙিনায় অনুভূতির ব্যাপ্তি। উত্তর-আধুনিক সময়েও একুশের চেতনা আমাদের মনন ও সৃজনে চিরভাস্বর। ১০টি বাছাই করা অণুগল্পের আধারে মায়ের ভাষার শাশ্বত মাধুর্যকে ছুঁয়ে দেখার এক প্রচেষ্টা।

অণুগল্প শ্যামলী সেনগুপ্ত, ঋতুপর্ণা ভট্টাচার্য, অম্বরীশ ঘোষ, অভিষেক বোস, শুভজিৎ ভাদুড়ী, দেবপ্রিয়া সরকার, সাহানুর হক, মাল্যবান মিত্র, মৌসুমী ঘোষ দাস ও সুপর্ণা সরকার
রম্যরচনা রম্যাণী গোস্বামী
ছোটগল্প তমোনাশ দে সরকার
ছড়া ও কবিতা নিঝুম ঠাকুর, সুশীল মণ্ডল, প্রীতিলতা চাকী নন্দী, সন্ধ্যা দত্ত, অনুপ দত্ত, সঞ্জয় বিশ্বাস ও পার্থসারথি চক্রবর্তী

পৃথিবীর পাঠশালা

যিশুর জন্মের আগেই ব্যাটারি

ব্যাটারি আবিষ্কার করেন ভোল্টা, ১৮০০ সালে। কিন্তু ১৯৩৬ সালে বাগদাদের কাছে এমন কিছু মাটির পাত্র পাওয়া যায় যা যিশুর জন্মের ২০০ বছর আগের। পাত্রগুলোর ভেতরে তামার চোং এবং লোহার দণ্ড ছিল। বিজ্ঞানীরা এর অনুরূপ পাত্র তৈরি করে দেখেছেন, এতে যদি অ্যাসিড বা ফলের রস ঢাললে সামান্য বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। একে বলা হয় 'বাগদাদ ব্যাটারি'। প্রাচীন মানুষরা কি তবে বিদ্যুৎ ব্যবহার করত? হয়তো সোনার গয়নায় জলরঙের প্রলেপ দিতে বা ধর্মীয় জাদুতে এটি ব্যবহৃত হত। আমাদের পূর্বপুরুষরা যে কতটা আধুনিক ছিলেন, এটি তার প্রমাণ।

গন্ধে যখন পার্লামেন্ট বন্ধ

লন্ডন শহর আজ কত পরিষ্কার, কিন্তু ১৮৫৮ সালে টেমস নদীর দুর্গন্ধে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অধিবেশন বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। এই ঘটনা 'দ্য গ্রেট স্টিঙ্ক' নামে পরিচিত। তখন লন্ডনের সব পয়ঃপ্রণালী সরাসরি নদীতে পড়ত। গরমকালে নদীর জল শুকিয়ে যাওয়ায় সেই বর্জ্য পচে এমন গন্ধ ছড়ায় যে পুরো শহর অসুস্থ হয়ে পড়ে। পার্লামেন্টের জানালায় চুন মেশানো পর্দা ঝুলিয়েও কাজ হয়নি। শেষে বাধ্য হয়ে সরকার আধুনিক নিকাশি ব্যবস্থা তৈরি করে, যা আজও লন্ডনের ভিত্তি।

পাথর বেচে কোটিপতি

ব্যবসা করতে গেলে ভালো আইডিয়া লাগে। কিন্তু গ্যারি ডাল নামের এক ব্যক্তি ১৯৭৫ সালে নিছক রাস্তার পাথর বা নুড়ি বিক্রি করে কোটিপতি হয়েছিলেন। তিনি এর নাম দিয়েছিলেন 'পেট রক'। সুন্দর কার্ডবোর্ডের বাক্সে খড় বিছিয়ে একটা পাথর রাখা থাকত, সঙ্গে থাকত যত্ন নেওয়ার ম্যানুয়াল। তাতে লেখা থাকত- এই পোষ্যকে খাওয়ানো বা স্নান করানোর ঝামেলা নেই। নিছক মজার ছলে মানুষ হুমড়ি খেয়ে এই পাথর কিনতে শুরু করে। মাত্র ছয় মাসে তিনি ১৫ লক্ষ পাথর বিক্রি করেন। মানুষের পাগলামিও যে ব্যবসার সেরা মূলধন, গ্যারি তা প্রমাণ করেছিলেন।

ফুলের দামে কেনা যেত বাড়ি

টিউলিপ ফুল দেখতে সুন্দর, কিন্তু একটা ফুলের কন্দ বা বালবের দামে কি আস্ত একটা বাড়ি কেনা সম্ভব? সপ্তদশ শতাব্দীতে হল্যান্ডে 'টিউলিপ ম্যানিয়া' নামে এক আজব অর্থনৈতিক হুজুগ এসেছিল। টিউলিপের দাম এত বেড়ে যায় যে, মানুষ জমিজমা বিক্রি করে ফুলের চারা কিনতে শুরু করে। একটি বিরল প্রজাতির টিউলিপের দাম ছিল দক্ষ কারিগরের ১০ বছরের আয়ের সমান। পরে হঠাৎই বাজার ধসে পড়ে এবং হাজার হাজার মানুষ সর্বস্বান্ত হয়। এটি ছিল ইতিহাসের প্রথম শেয়ার বাজার কেলেঙ্কারি।

অলিন্দে দ্বন্দ্ব

প্রথম পাতার পর

ফলে পাপিয়া উপপ্রধানের কাজে হস্তক্ষেপ করেননি। প্রধানকে সেসব মুখ বুজে সহ্য করতে হয়েছে। পরে পাপিয়াকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দলের জেলা কোর কমিটির সদস্য করা হয়। অন্যদিকে, প্রবীর রায়কে (তারক) নকশালবাড়ি-১ ব্লকের তৃণমূলের সভাপতি করা হয়েছে। দলীয় সূত্রে খবর, দুজনের মধ্যে সম্পর্ক খুবই খারাপ। ফলে তারক দায়িত্ব পেয়ে বেশ কিছুদিন থেকে হস্তক্ষেপ শুরু করেছেন।

অভিযোগ, মূলত তাঁর কথাতেই মমতা নিজের কাজ নিয়ে সরব হয়েছেন। মমতার কথায়, 'সমস্যা অনেক, সমাধানের চেষ্টা হচ্ছে। অনেক কিছু শেখার বাকি, শিখছি। তবে মহিলা বলে কোনও কাজ যে করতে পারব না তা ঠিক নয়।' প্রধানের কাজে তিনি হস্তক্ষেপ করেছেন বলে বিশ্বজিৎ মানতে চাননি, 'এই অভিযোগ ঠিক নয়।' মাটিগাড়া-২'এর প্রধানকে সরাতে দলের একাংশই অনাস্থা পর্যন্ত এনেছিল। যদিও পরে নেতৃত্ব মাঝপথে অনাস্থা প্রক্রিয়া আটকে দেয়। গোঁসাইপুরের প্রধান রত্না সিংহ বলেন, 'উপপ্রধান অভিজ্ঞ মানুষ। তাঁর সাহায্য নিয়ে কাজ করা যেতেই পারে। সংঘাতের অভিযোগ ভিত্তিহীন।'

প্রকাশ্যে কেউ কিছু বলতে না চাইলেও দলে যে বেশ সমস্যা হচ্ছে তা নীচুতলার কর্মীদের কানাঘুষোতেই পরিষ্কার। এছাড়া এই সংঘাতের জেরে বিভিন্ন প্রকল্পের কাজের বুথভিত্তিক ভাগ, নিজস্ব তহবিলের কোথায় কত বরাদ্দ হবে কিংবা সরকারি বৈঠকগুলিতে কার কথায় সিদ্ধান্ত হবে তা নিয়ে দোটানায় পড়তে হচ্ছে বলে আধিকারিকদের একাংশ জানাচ্ছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পঞ্চায়েত আধিকারিক বলেন, 'রাজনীতির টানাটানিতে কাজে ব্যাঘাত ঘটছে। বিভাজন তৈরি হচ্ছে কর্মীদের মধ্যেও।'

লোয়ার বাগডোগরায় ডামাডোলের জন্য পাপিয়া-তারকের দ্বন্দ্বের দিকেই অভিযোগের আঙুল উঠেছে। দুজনে অবশ্য তা মানতে চাননি। পাপিয়ার বক্তব্য, 'প্রধানরা তাঁদের যোগ্যতায় দায়িত্ব পেয়েছেন। কেউ তাঁদের বিরক্ত করলে প্রশাসনিক কাজে ব্যাঘাত ঘটতে পারে।' অন্যদিকে তারক বলছেন, 'পঞ্চায়েতের ভূমিকায় হস্তক্ষেপ করছি না। পঞ্চায়েতে প্রধানই প্রশাসনিক মাথা। প্রধান যদি কাজ করতে না পারার অভিযোগ তোলেন, তা দেখা প্রয়োজন।' দলের বহু কর্মীর একসুরে মতামত, ভোট আসছে। দলীয় কোন্দল এভাবে সামনে এলে আখেরে কিন্তু দলেরই ক্ষতি হবে।

হলফনামা দেবে এনবিএসটিসি

কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি : কলকাতা হাইকোর্ট ও শ্রমিক ট্রাইবিউনালের নির্দেশ মেনে এখনও পর্যন্ত ৪ জনের স্থায়ী নিয়োগ হয়নি উত্তরবঙ্গ পরিবহণ নিগমে (এনবিএসটিসি)। তাই এনবিএসটিসি-কে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি বিভাস পট্টনায়েকের ডিভিশন বেঞ্চের। আদালত নির্দেশ দিয়েছিল, ওই ৪ জনের বয়স ৬২ বছরের কম হলে তাঁদের এক মাসের মধ্যে স্থায়ী নিয়োগ দিতে হবে। বকেয়া সমস্ত অর্থ নিয়ে পদক্ষেপ করতে হবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত নিয়োগই পাননি ৪ জন।

২০১৪ সালে শ্রমিক ট্রাইবিউনাল ২২ জনকে স্থায়ী নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছিল। তাঁরা দীর্ঘ পরিষেবা দিয়েছিলেন নিগমে। পরবর্তীতে দীর্ঘদিন মামলার জটিলতা কাটিয়ে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চ ২২ জনকে স্থায়ী নিয়োগের নির্দেশ দেয়। তারপর ১৮ জন নিয়োগপত্র পেয়েছিলেন। এদিন আবেদনকারীদের আইনজীবী অভিযোগ করেন, ইতিমধ্যে যাঁদের মৃত্যু হয়েছে ও যাঁদের নিয়োগ হয়নি তাঁদের সমস্তরকম সুযোগসুবিধা দিতে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে তা জানানো হোক। তারপরই রাজ্য ও এনবিএসটিসির অবস্থান জানতে চেয়েছে আদালত। যদিও রাজ্যের তরফে রিপোর্ট দিয়ে জানানো হয়, অর্থদপ্তর প্রয়োজনীয় টাকা ছাড়ার বিষয়ে পদক্ষেপ করেছে।

নাগরিকত্বের কমিটি বঙ্গে

নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যে যখন রাজনৈতিক টানাপড়েন তুঙ্গে, তখনই পশ্চিমবঙ্গে নাগরিকত্ব প্রদানের প্রক্রিয়া আরও গতিশীল করতে বড় পদক্ষেপ নিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইন এবং ২০০৯ সালের নাগরিকত্ব বিধি অনুযায়ী বাংলায় একটি 'ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিটি' বা এমপাওয়ারড কমিটি গঠন করে বিজ্ঞপ্তি জারি করল কেন্দ্র। কমিটির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের জনগণনা দপ্তরের ডেপুটি রেজিস্ট্রার জেনারেলকে। কমিটিতে থাকছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (আইবি)-র ডেপুটি সেক্রেটারি পদমর্যাদার অফিসার, ফরেনার্স রিজিওনাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার (এফআরআরও), রাজ্য তথ্য আধিকারিক, পোস্টমাস্টার জেনারেলের প্রতিনিধি। রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিবের প্রতিনিধি এবং রেলওয়ে ম্যানেজারকেও আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে রাখা হয়েছে।

স্টপ ঘোষণা

আলিপুরদুয়ার, ২০ ফেব্রুয়ারি : ভিস্টাডোম সহ একাধিক ট্রেনের স্টপ ঘোষণা করল রেলমন্ত্রক। ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে নাগরাকাটা, বানারহাট, বিন্নাগুড়ি ও দলগাঁও স্টেশনে ভিস্টাডোমের ট্রেন থামবে। এছাড়া, নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে থামবে কমলাপতি থেকে আগরতলাগামী ট্রেন। ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে পুরী-কামাখ্যা এক্সপ্রেসের স্টপ ঘোষণা করা হয়েছে দলগাঁও স্টেশনে। শিলিগুড়ি জংশন থেকে ধুবড়ি এক্সপ্রেস বিন্নাগুড়ি স্টেশনে দাঁড়াবে।

রহস্যমৃত্যু

কিশনগঞ্জ, ২০ ফেব্রুয়ারি : বৃহস্পতিবার রাতে ঠাকুরগঞ্জ ব্লকের রাজস্ব আধিকারিকের গাড়ির চালকের মৃত্যু হয়েছে। পরিজনের অভিযোগ, হত্যা করা হয়েছে তাঁকে। শুক্রবার ঠাকুরগঞ্জ থানার পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহ কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে পাঠায়।

জানা গিয়েছে, মৃত তরুণের নাম মহম্মদ ইমতিয়াজ আলম। বৃহস্পতিবার তিনি শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে প্রাণ হারান।

তীব্র পানীয় জলসংকটের আশঙ্কা উত্তরবঙ্গে

হঠাৎ ভোল বদল তাপমাত্রার

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২০ ফেব্রুয়ারি : ব্যবধান পাঁচ মাসের। আমূল বদলে গেল চিত্রটা। অক্টোবরের শুরুতে প্রবল বর্ষণে বিপর্যয় ঘটেছিল হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গে। কিন্তু সেই বর্ষণ শেষে আর সেভাবে মাটি ভেজেনি বৃষ্টির জলে। বৃষ্টিহীন শুষ্ক আবহাওয়ায় বসন্তের শুরুতেই গ্রীষ্মের আবহ। ফেব্রুয়ারি শেষের আগেই তাপমাত্রার উত্থান অস্বাভাবিক গতিতে। আবহাওয়ার যা মতিগতি, তাতে মার্চ মাসেই তীব্র গরমে হাঁসফাঁস করতে হতে পারে উত্তরবঙ্গকে। পরবর্তী সময়ে পারদ কোথায় গিয়ে পৌঁছাবে, নিশ্চিত নন খোদ আবহবিদরাই। এমন পরিস্থিতিতে পানীয় জলসংকট তীব্র আকার নিতে পারে। মালদা থেকে কোচবিহার, দার্জিলিং থেকে দক্ষিণ দিনাজপুর, উত্তরবঙ্গের সর্বত্র পানীয় জলের হাহাকার দেখা দিতে পারে। ভোটের সময় যা সামাল দেওয়া চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে প্রশাসনের কাছে।

শীতের কুয়াশা সরিয়ে খেল দেখাচ্ছে সূর্য। চড়চড় করে বাড়ছে তাপমাত্রা। পশ্চিমী ঝঞ্ঝা এবং মেঘের আনাগোনার অভাবে এখনই সর্বোচ্চ তাপমাত্রা টপকে গিয়েছে ৩০ ডিগ্রির গণ্ডি। আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য বলছে, সমতল তো বটেই, পাহাড়ের তাপমাত্রাও বর্তমানে স্বাভাবিকের চেয়ে ৫-৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বেশি। সোম ও মঙ্গলবার পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের পাশাপাশি জলপাইগুড়িতে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনায় তাপমাত্রার একটু হেরফের হতে পারে। কিন্তু আবহবিদরা তাকে সাময়িক হিসেবেই দেখছেন। বরং বৃষ্টি পরবর্তী সময়ে তাপমাত্রার আরও বৃদ্ধির আশঙ্কা রয়েছে। আবহাওয়ার তেমন ভোল বদল না ঘটলে মার্চ মাসে তাপমাত্রা নতুন রেকর্ড গড়ে ৪০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি পৌঁছে যেতে পারে বলে আশঙ্কা।

কিন্তু কেন এমন পরিস্থিতি? পশ্চিমী ঝঞ্ঝার অভাব, মেঘের আনাগোনা নেই এবং টানা শুষ্ক আবহাওয়া এর মূলে। আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য বলছে, ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহের একদিন দু-একটি জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে একপশলা বৃষ্টি হয়েছিল। তা বাদ দিলে ৪ অক্টোবরের পর উত্তরবঙ্গে তেমন বৃষ্টি হয়নি। যে কারণে তাপমাত্রার বৃদ্ধি। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলছেন, 'হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গে উইন্টার শেষের দিকে তাপমাত্রার পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু এবছর এখনোই তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ৫-৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বেশি। নতুন করে পশ্চিমী ঝঞ্ঝা এবং মেঘের আনাগোনা না ঘটলে তাপমাত্রা আরও বৃদ্ধি পাবে।'

শুক্রবারের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা

দার্জিলিং	- ১৯.০
শিলিগুড়ি	- ৩০.১
জলপাইগুড়ি	- ৩২.২
কোচবিহার	- ৩২.৫
আলিপুরদুয়ার	- ৩১.০
মালদা	- ২৯.৮
গ্যাংটক	- ২০.৭

(ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে)
তথ্য : আবহাওয়া দপ্তর)

তাপমাত্রার এমন বাড়বাড়ন্ত প্রভাব ফেলতে পারে কৃষিক্ষেত্রের পাশাপাশি মানুষের পানীয় জলের চাহিদায়। বৃষ্টির অভাব ইতিমধ্যে চা শিল্পে প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। উৎপাদনের ঘাটতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে বুঝতে পারছে না চা শিল্প মহল। অন্যান্য চাষের ক্ষেত্রেও তার প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কৃষি দপ্তরের দার্জিলিংয়ের ডেপুটি ডিরেক্টর পার্থ রায়ের বক্তব্য, 'বোরো ধান চাষের ক্ষেত্রে তেমন সমস্যা হচ্ছে না তিস্তা ক্যানাল থেকে জল মেলায়। সবজি চাষের ক্ষেত্রেও স্থানীয় মাধ্যমে জলের জোগান রয়েছে। ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' শিলিগুড়ি মহকুমার বিভিন্ন জায়গায় যেমন জলের সমস্যা রয়েছে, তেমনই অবৈধ পুকুর খননে দক্ষিণ দিনাজপুরের একাধিক জায়গায় জলস্তর নেমে গিয়েছে অনেকটা। জলস্তর নামছে অন্য জেলাগুলিতেও। কুমারগঞ্জের বিডিও শ্রীবাস বিশ্বাস বলছেন, 'পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকায় আমাদের ব্লকে পানীয় জলের কিছু কাজ করা হয়েছে। তবে প্রয়োজনমতো কিছু এলাকায় জলের ট্যাংক পাঠানোর পরিকল্পনা রয়েছে।'

গৌতম-শংকর

প্রথম পাতার পর

শিলিগুড়ি থেকে নির্বাচনে দাঁড়ানোর কথা ঘোষণা করেই প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি বিধায়ককে চ্যালেঞ্জ ছুড়েছেন গৌতম। তাঁর বক্তব্য, 'সবটাই তৃণমূলের গড়। শংকর ঘোষ যেখানেই যান সেখান থেকে শূন্য হাতে ফিরবেন।' পালটা শংকরের বক্তব্য, 'ডাবগ্রামে হেরেছেন, এখানে আরও বেশি ভোটে হারবেন। গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি শিলিগুড়ি কেন্দ্রে ৬৬ হাজার ভোটে জিতেছিল। আমরা আশা করছি এখানে বিজেপির প্রতীকে যিনি দাঁড়াবেন তিনি আরও বেশি ভোটে গৌতমবাবুকে হারাবেন।'

শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই শহরে নিজের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ এবং জনসংযোগ আরও মজবুত করেছেন গৌতম। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, মেয়র হিসেবে তাঁর প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা ও উন্নয়নকেই হাতিয়ার করে শিলিগুড়ি জয়ের প্রচারে পথে নামবেন তিনি। শুক্রবার তিনবাত্তি এলাকায় প্রকল্পের উদ্বোধনে গিয়ে তাঁর কথা শুনে অন্তত এমনটাই মনে হচ্ছে।

শুক্রবার সকালে ফুলবাড়ির মঞ্চে ঘোষণা করে দিয়ে তিনবাত্তিতে আসেন গৌতম। সেখানে নবনির্মিত এনবিএসটিসির বাস টার্মিনাসের ভেতরে পেছনের দিকে মাঠে ওভারহেড রিজার্ভার (ওএইচআর) তৈরির কাজের সূচনা করেন। সঙ্গে থাকা পুরনিগমের বাস্তুকারদের কাছে তিনি সমস্ত ওএইচআর-এর রিপোর্ট চান। শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে কতগুলি ওএইচআর তৈরি করা হচ্ছে তা জানতে চান। কিন্তু সঙ্গে থাকা বাস্তুকাররা সেভাবে তথ্য দিতে পারেননি। তখনই রেগে যান গৌতম। আধিকারিকদের উদ্দেশে গৌতমকে বলতে শোনা যায়, 'আমি দাঁড়াব এবার শিলিগুড়ি বিধানসভা থেকে। বারবার বলছি, তোমরা বুঝতে পারছ না। তোমরা কী কাজ করছ বুঝতে পারছি না। আদৌ কি তোমরা কাজ করছ?' তখন এক বাস্তুকার জানান, শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে যেখানে যেখানে ওএইচআর তৈরির কথা ছিল তার মধ্যে দুটি জায়গায় করা যাচ্ছে না। তাই সেগুলি বাতিল করা হয়েছে। মেয়র পালটা প্রশ্ন করেন, 'আমাকে না জানিয়ে কেন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন? সমস্যা মিটিয়ে অন্য কোনও পথ বের করে তো কাজ করা যেতে পারত। আমাকে শনিবারের মধ্যে সমস্ত তথ্য দেবেন। আমাকে না জানিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না।' শিলিগুড়ি বিধানসভা এলাকায় দ্রুত ওইএইচআরগুলির উদ্বোধন করে দিতে বলেন তিনি। যে দুটোর কাজ শুরু হয়নি সেগুলোও এই মাসের মধ্যে কাজ শুরু করে দেওয়ার নির্দেশ দেন।

রাজনৈতিক মহলের মতে, বিধানসভা নির্বাচনে শংকর ঘোষের মতো সিটিং বিধায়ককে হারিয়ে শিলিগুড়ি জয় যে অত সহজ হবে না সেটা গৌতম ভালোভাবেই জানেন। কৌশলগতভাবেই প্রচারের প্রথম পর্যায়ে পুরনিগমের মেয়র হিসেবে নিজের কাজের খতিয়ান তুলে ধরতে চাইছেন তিনি। মার্চের প্রথম সপ্তাহেই নির্বাচন ঘোষণা হয়ে যেতে পারে। সেটা ধরে নিয়ে গৌতম দ্রুত বেশ কিছু প্রকল্পের উদ্বোধন করে দিতে চাইছেন।

গৌতম যে ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে আর দাঁড়াবেন না সেটা শুক্রবার ওই এলাকার একটি অনুষ্ঠান মঞ্চে দাঁড়িয়ে নিজেই জানিয়েছেন গৌতম। পরবর্তীতে তিনবাত্তি এলাকায় পুরনিগমের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে সংবাদমাধ্যমেও একই কথা বলেন তিনি। এদিন সভামঞ্চ থেকে গৌতমের বক্তব্য ছিল, 'আমি আর ডাবগ্রাম ফুলবাড়িতে দাঁড়াচ্ছি না। কিন্তু সময় সুযোগ হলে এখানকার জন্যে কাজ করব। আমি শিলিগুড়িতে ফিরে যাচ্ছি। আমার জন্মভূমিতে ফিরে যাচ্ছি।' ডাবগ্রাম ফুলবাড়ির মানুষ যে তাঁকে গত বিধানসভা নির্বাচনে প্রত্যাখ্যান করেছেন সেটা যে তিনি মনে রেখেছেন সেখানকার মানুষকে তা মনে করিয়ে দিয়েছেন গৌতম।

গৌতমের এই মন্তব্যে দলের অন্দরে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। দলের শীর্ষ নেতৃত্ব ঘোষণা করার আগেই কেন গৌতম নিজে থেকে প্রার্থী হওয়ার কথা ঘোষণা করলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন দলেরই একাংশ। আবার গৌতম-ঘনিষ্ঠ নেতা-কর্মীরা মনে করছেন, আগাম ঘোষণা করায় আর কোনও জল্পনা থাকছে না। এখন গৌতম শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে ভালোভাবে প্রচার করতে পারবেন। সাধারণ মানুষের কাছেও বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেল।

গৌতমের কেন্দ্র বদলের কথা প্রকাশ্যে আসতেই ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বর্তমান বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় কটাক্ষ করেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'গৌতম দেব ভয় পেয়েছেন। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির মানুষ তাঁকে আগেই প্রত্যাখ্যান করেছেন। আবার হারার ভয়েই তিনি নিজের পুরোনো কেন্দ্র ছেড়ে শিলিগুড়িতে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজছেন।' সিনেমার সংলাপ তুলে শিখা বলেন, 'ইয়ে ডর মুঝে অচ্ছা লাগা। আগামীতেও মানুষ তাঁকে ছুড়ে ফেলে দেবেন।'

সীমান্তে বসতি না ছাড়ার বার্তা

শিলিগুড়ি, ২০ ফেব্রুয়ারি : সীমান্ত এলাকা না ছাড়তে সেখানকার বাসিন্দাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করবে সীমান্ত চেতনা মঞ্চ। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের এই শাখা সংগঠনটি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত গ্রামে গিয়ে বাসস্থান না ছাড়তে সচেতন করবে সেই এলাকার মানুষকে। শুক্রবার দিল্লিতে সংগঠনের বৈঠক হয়েছে। সেখানেই সীমান্ত গ্রামের বসবাসকারীদের এলাকা ছাড়ার বিষয়টি উঠে এসেছে বলে দাবি। অভিযোগ, একশ্রেণির মানুষ সীমান্তের গ্রাম ছাড়তে চাইছেন। একটি পরিসংখ্যানের দেখা গিয়েছে, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের গ্রামগুলি ছেড়ে ৫ শতাংশের বেশি বাসিন্দা গত পাঁচ বছরে বাড়ি সীমান্ত থেকে অনেকটা দেশের ভিতরে এনেছেন। আরও অনেকে বাড়ি সরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা ছেড়ে দেশের ভিতরে বসবাসের আগ্রহ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন সংঘ কর্তাদের অনেকেই। এদিনের বৈঠকের পরে সংগঠনের উত্তরবঙ্গের এক কর্তা বলেন, 'সীমান্তে গ্রাম ছাড়ার প্রবণতা বাড়ছে। আমরা সীমান্তের বাসিন্দাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা করছি। তবে আমরা চাইছি, কেউ যেন তাঁদের বাসস্থান না ছাড়েন।'

সীমান্ত গ্রামের বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, এলাকায় মাঝে মাঝেই নানা ঝামেলা হয়। অনুপ্রবেশ, পাচারের অভিযোগ উঠে। তার আঁচ পড়ে সীমান্ত গ্রামের মানুষের উপর। তাতে অনেকেই বিরক্ত। নিরাপত্তার কারণে এবং আরও নানা ভালো পরিষেবা পাওয়ার আশায় বাড়ি স্থানান্তরিত করছেন একাংশ। সম্প্রতি বাংলাদেশ নির্বাচনের ফলাফলে ভারত সীমান্তের আসনগুলিতে জামায়াতের শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আরএসএস। সেটাও সীমান্ত গ্রাম ছাড়তে চাওয়ার কারণ কিনা, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

SIR-এ কোর্টের নজরদারি

প্রথম পাতার পর

যদিও রাজ্য পুলিশের ডিজি'র বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের বার্তাও দিয়েছে শীর্ষ আদালত। কমিশন আদালতে অভিযোগ করে, রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে, তাদের প্রতিনিধিদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে, কাজে বাধা দেওয়া হচ্ছে। অথচ পুলিশ কার্যকর ব্যবস্থা নিচ্ছে না। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে এসআইআর চলাকালীন আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা চেয়ে পরবর্তী শুনানির দিন হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেয় বেঞ্চ।

সেই হলফনামায় সন্তুষ্ট না হলে ডিজি'র বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতে পারে বলেও ইঙ্গিত স্পষ্ট। শনিবার কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের সঙ্গে বৈঠকে রাজ্যের মুখ্যসচিব, ডিজি'র পাশাপাশি রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের প্রতিনিধি, জাতীয় নির্বাচন কমিশনের একজন কমিশনার ছাড়াও অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এবং রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেলকে থাকতে বলা হয়েছে।

আদালতের স্পষ্ট বক্তব্য, বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের কাজে কমিশন ও রাজ্য- দু'পক্ষকেই পূর্ণ সহায়তা করতে হবে। শুক্রবারের শুনানিতে নির্বাচন কমিশনের আইনজীবী ডিএস নাইডু জানান, এসআইআর-এর প্রায় ৯৫ শতাংশ কাজ শেষ। লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি সংক্রান্ত জটিলতা কাটিয়ে ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা সম্ভব। পরে প্রয়োজন হলে অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে।

রাজ্যের আইনজীবী কপিল সিবাল অবশ্য আশঙ্কা প্রকাশ করেন, অতিরিক্ত তালিকা হলে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে। আদালত সেই আপত্তি খারিজ করে দেয়। গ্রুপ-বি পর্যায়ের আধিকারিক নিয়োগে রাজ্যের ভূমিকা নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করে আদালত। কমিশনের অভিযোগ, বারবার চিঠি দেওয়া সত্ত্বেও রাজ্য পর্যাপ্ত আধিকারিক দিচ্ছে না।

ডিএস নাইডু বলেন, ''১৭ ও ১৮ ফেব্রুয়ারি চিঠি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এখনও বিষয়টি 'বিবেচনায়' রাখা হয়েছে।'' জবাবে সিবাল জানান, রাজ্য ৮,৫০০ আধিকারিক দিয়েছে। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ওই জবাবে সন্তুষ্ট হননি। তাঁর পর্যবেক্ষণ, 'দুর্ভাগ্যজনক ব্লেম গেম চলছে। কমিশন ও রাজ্যের মধ্যে আস্থার ঘাটতি রয়েছে। আমরা হতাশ রাজ্যের ভূমিকায়। হয় প্রয়োজনীয় আধিকারিক নেই, না হলে দিতে চাইছেন না। প্রয়োজনে অন্য রাজ্য থেকে আধিকারিক আনতে হবে।'

বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী অবশ্য উল্লেখ করেন যে, অন্য রাজ্য থেকে আনা আধিকারিকদের বাংলা ভাষায় জ্ঞান না থাকাও সমস্যা তৈরি করছে। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হলে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'দ্রুত এসআইআর শেষ করতে হবে। না হলে বিধানসভা নির্বাচন হবে কী করে?'

মুখ্যমন্ত্রীর আইনজীবী শ্যাম দিওয়ান অভিযোগ করেন, আদালতের নির্দেশের পরও কমিশন 'স্পেশাল রোল অবজার্ভার' নিয়োগ করেছে এবং তাঁদের লগ-ইন আইডি দেওয়া হয়েছে। কমিশন সেই অভিযোগ অস্বীকার করে জানায়, এই পদ প্রথম দিন থেকেই রয়েছে। দু'পক্ষের সওয়াল-জবাবের মাঝে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'আমাদের হাতে সীমিত বিকল্প রয়েছে। হয় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে অনুরোধ করব বিচার বিভাগীয় আধিকারিক নিয়োগ করতে, না হলে অন্য রাজ্য ক্যাডারের আইএএস আনতে হবে।' শেষপর্যন্ত অবশ্য বিচার বিভাগীয় আধিকারিক নিয়োগে সব পক্ষ সম্মতি জানায়।

অজানার পথে শংকর

প্রথম পাতার পর

যখন উপন্যাসের পাতায় শহরের জীবন, মানুষের সংগ্রাম আর স্বপ্নের কাহিনী খোঁজেন, তখন যে নামটি বারবার ফিরে আসে- তিনি শংকর। আসল নাম মণিশংকর মুখোপাধ্যায়। কিন্তু পাঠকের হৃদয়ে তিনি চিরকাল শংকর।

নতুন প্রজন্ম যখন কর্মজীবনের অনিশ্চয়তায় দিশেহারা হয়, তখন তাঁর উপন্যাসে যেন নিজেদের প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়। পড়াশোনার পাশাপাশি জীবনধারণের জন্য কখনও সেলসম্যান, কখনও টাইপরাইটার ক্লিনার, কখনও প্রাইভেট টিউটরের কাজ করেছেন। কলকাতা হাইকোর্টের শেষ ইংরেজ ব্যারিস্টার নোয়েল ফ্রেডারিক বারওয়েলের কাছে করণিকের চাকরি করতে গিয়ে আদালত চত্বর, অফিসপাড়ার চিরকালীন জীবনপ্রবাহের সঙ্গে পরিচয় হয় তাঁর।

এই প্রবাহ থেকেই একটু একটু করে অক্ষর সাজানো শুরু। ১৯৫৫ সালে প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস কত অজানারে-তে প্রথম নিজের নাম শংকর লিখতে শুরু করেন। কত অজানারে উপন্যাসে এক তরুণের চোখে ফুটে ওঠে চাকরিজীবনে প্রথম দিনের ভয়, অপমান, আশা আর আত্মসম্মানের লড়াই। অফিসের রাজনীতি, ঊর্ধ্বতনদের চাপ, নিজের অবস্থান তৈরি করার সংগ্রাম- উপন্যাসটির এসব উপজীব্য যেন আজকেরই গল্প।

উপন্যাসটি শুধু সময়ের দলিল নয়, প্রতিটি প্রজন্মের মানসিক লড়াইয়ের কাহিনী। এরপর একের পর এক এসেছে চৌরঙ্গী, জন অরণ্য, সীমাবদ্ধ, নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরি, সম্রাট ও সুন্দরী এবং আরও অনেক মণিমাণিক্য। আটের দশকে তাঁর তিনটি উপন্যাস নিয়ে এসেছিল এক ব্যাগ শংকর। কিশোরদের জন্য লেখাকে বড়দের উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার পথপ্রদর্শক তিনিই।

শুধু পাঠক নয়, সিনে দর্শকদের জন্য জন অরণ্য, সীমাবদ্ধ-র জন্য তাঁর কাছে হাত পেতেছেন বিশ্বখ্যাত পরিচালক সত্যজিৎ রায়। সীমাবদ্ধ উপন্যাসে তাঁর আঁকা কর্পোরেট দুনিয়ার প্রতিযোগিতা ও নৈতিক সংকটের ছবির অভিঘাত এখন আরও তীব্র। পদোন্নতি, সাফল্য আর ক্ষমতার জন্য মানুষ কতদূর যেতে পারে- এই প্রশ্ন এখনও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। দ্রুত সাফল্যের মোহে যখন অনেকে মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলেন, তখন শংকরের এই উপন্যাস তাঁদের থমকে ভাবতে শেখায়।

এজন্যই শারীরিক মৃত্যু হলেও শংকরের সৃষ্টি থেকে যাবে বাঙালির মননে। বাংলা ধারাবাহিকও হয়েছে তাঁর নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরি নিয়ে। বাংলা বাণিজ্যিক থিয়েটারে তাঁর উপন্যাস সম্রাট ও সুন্দরী প্রশংসা ও নিন্দা দুই-ই পেয়েছিল। আবার তাঁর চৌরঙ্গী উপন্যাস শুধু একটি হোটেলের গল্প নয়। ওই উপন্যাসে যেন মহানগরের জীবনের প্রতীক এঁকেছিলেন শংকর। যেখানে চাকচিক্যের আড়ালে লুকিয়ে থাকে একাকিত্ব, সম্পর্কের ভাঙন এবং টিকে থাকার নিরন্তর লড়াই।

আজকের শহুরে জীবনে আমরা একই দৃশ্য দেখি। সোশ্যাল মিডিয়ার হাসির ছবির আড়ালে কত না অজানা কষ্ট। এভাবেই সার্বজনীন হয়ে ওঠেন শংকর। বয়স বাড়ার পর লিখলেন চরণ ছুঁয়ে যাই- রামকৃষ্ণকেন্দ্রিক লেখা। এছাড়াও ছড়িয়ে ছিটিয়ে অনেক লেখা রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দকে নিয়ে। ১৯৯৩-এ ঘরের মধ্যে ঘর-এর জন্য পেয়েছেন বঙ্কিম পুরস্কার, পেয়েছেন সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কারও।

অল্প বয়সে সংসারের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু। সেই অভিজ্ঞতা তাঁর লেখাকে করেছে বাস্তবমুখী, শানিত ও শক্তিশালী। তিনি প্রমাণ করেছেন, দারিদ্র্য বা কষ্ট মানুষকে থামাতে পারে না, যদি তার মধ্যে থাকে ইচ্ছাশক্তি, সততা ও আত্মবিশ্বাস। এই জীবনসংগ্রামই তাঁর লেখার মূল শক্তি হয়ে ওঠে। যিনি কাছ থেকে দেখেছেন শহরের আলো-আঁধারি, অফিসপাড়ার চাপা কষ্ট, বড়লোক সমাজের ভেতরের ফাঁপা গর্ব এবং সাধারণ মানুষের নীরব কান্না।

শংকরের লেখায় ভাষা সহজ, কিন্তু ভাব গভীর। তাঁর চরিত্ররা আমাদের বড্ড চেনা। তাঁরা ব্যর্থ হন, আবার উঠে দাঁড়ান। তাঁরা স্বপ্ন দেখেন, আবার ভেঙেও পড়েন। এই সরল অথচ সত্য কথন শংকরের সাহিত্যকে বৃহত্তর পাঠকের কাছে পৌঁছে দেয়। তিনি দেখিয়েছেন, সৎ থাকা সহজ নয়, তবু প্রয়োজন। তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, বড় শহরের চাকচিক্যের আড়ালে মানুষ একা হয়ে পড়ে। শংকর তাই শুধু ঔপন্যাসিক নন। তিনি বাঙালির শহুরে জীবনের ইতিহাস লেখক।

(ছবি সৌজন্যে : গৌতমেন্দু রায়)

সার্বিক দেউলিয়াপনা প্রতীক কাণ্ডে

প্রথম পাতার পর

চলে যাচ্ছেন প্রতীক। সিপিএমেরও তাঁকে হিরো থেকে জিরো করে দেওয়া সময়ের অপেক্ষামাত্র। দলের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিলে তাঁর আস্ফালনের আর মূল্য থাকবে না। আসলে চারদিকে তাঁকে মহান বানানোর সচেতন প্রয়াসের ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছেন প্রতীক।

ফাঁদটা যেমন দলের একাংশের, তেমনই অন্যদলের পরিকল্পিত। প্রতীক স্বেচ্ছায় সেই ফাঁদে ধরা দেওয়ায় সিপিএমের মধ্যে যাঁরা প্রথমদিকে তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন, ইতিমধ্যে তাঁদের মোহভঙ্গ হয়েছে। অন্য দলে যাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই যে তাঁর এই বিদ্রোহের ভড়ং, তা একরকম স্পষ্ট। নীতি, নৈতিকতা না থাকলে কমিউনিস্ট পার্টি হয় নাকি লিখে যিনি ফেসবুকে ঝড় তুলেছিলেন, সেই তিনিই নিজের এতদিনের বিশ্বাসে অটল থাকলেন না।

ওঁর সমসাময়িক দলের এক ঝাঁক উজ্জ্বল ছেলেমেয়ের মনে আশা জাগিয়ে যেমন তিনি বিশ্বাসভঙ্গ করলেন, তেমনই যে কোনও মতাদর্শে অবিচল থাকার প্রাচীরের আরও কয়েকটি ইট খুলে ফেললেন প্রতীক। শুধু সিপিএম বলে নয়, সার্বিকভাবে আদর্শগত রাজনীতি যেটুকু অবশিষ্ট আছে, তার চরম সর্বনাশও করলেন তিনি। স্বচ্ছ, সুস্থ রাজনীতির প্রতি তরুণ প্রজন্মের বিমুখতার চলতি প্রবণতায় হাওয়া জোরালো হল তাঁর বিদ্রোহের ভড়ংয়ে। অথচ তাঁর প্রশ্নগুলি যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত ও নৈতিক ছিল।

তিনি বলেছিলেন, পার্টি চালান যাঁরা, তাঁদের একাংশ হাজার হাজার প্রতীক উরকে চুপ করিয়ে রাখতে চান। এমন কিছু লোক আছেন, যাঁরা দলের নয়, ব্যক্তিস্বার্থকে অগ্রাধিকার দেন। তাঁদের একাধিপত্যে দলের অনেক সদস্য নিপীড়িত হচ্ছেন। নেতৃত্বের সমালোচনা সহ্য করা হয় না। করলে তাঁকে কোণঠাসা করা হয়। অভিযোগগুলি যে দলে অনেকের, তা পার্টি সদস্যরা বুকে হাত রেখে অস্বীকার করতে পারবেন?

তৃণমূলে বা বিজেপিতে এত গোষ্ঠীবাজি নিয়ে কথা হয়। সিপিএমেও তার কমতি নেই। শুধু দুই লাইনের লড়াইয়ের আদর্শগত মোড়কে সেই ভড়ংকে ঢেকে রাখা হয়। পশ্চিমবঙ্গের শাসনক্ষমতায় থাকাকালীন বিরুদ্ধ স্বরকে আমল না দেওয়া ছিল নিয়ম। এমনভাবে বিরোধিতাকে দমন করা হত যাতে বাইরে বা দলে সেই স্বর ভিলেন হয়ে যায়। একসময় কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্কের কথা বলে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন পার্টিঅন্ত প্রাণ সৈফুদ্দিন চৌধুরী। আজ সেই কংগ্রেসের হাত ধরতে সিপিএম নেতৃত্বের কত আকুলিবিকুলি।

ইউপিএ সরকারের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহারের একগুঁয়েমির প্রতিবাদ করায় সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়কে পর্যন্ত রেয়াত করেনি সিপিএম। অথচ সংসদীয় রাজনীতিতে সিপিএমের ক্ষয়ের সূত্রপাত ঘটেছিল সেই সমর্থন প্রত্যাহারে। আত্মপক্ষ সমর্থনের ব্যবস্থা আছে বলে সিপিএমের দলিলে লেখাটাও আসলে আরেক ভড়ং। প্রতীক উরকে তো আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগই দেওয়া হল না। রাজ্য কমিটির সদস্য হলেও তাঁকে বৈঠকে ডাকল না সিপিএম নেতৃত্ব।

প্রতীককে নিয়ে প্রশ্ন করায় মহম্মদ সেলিমের সংবাদমাধ্যমকে কলার খোসা দেখানো রাজ্য সম্পাদক সুলভ আচরণ কি? বরং চরম ঔদ্ধত্যের প্রতিফলন দেখা গেল। এই তাচ্ছিল্য সিপিএমের অনেকের মধ্যে বহুদিন ধরে হতাশা তৈরি করে চলেছে। নতুন প্রজন্ম এই ঔদ্ধত্যের কারণে সিপিএমের প্রতি বিমুখ হয়। ঔদ্ধত্যের জন্যই এই শতকের প্রথম দশকে বাংলার সংসদীয় রাজনীতিতে সিপিএমে ঘুণ ধরেছিল।

২০০৮-এর পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রথম ঘুণটা টের পাওয়া গিয়েছিল। ২০১১-র বিধানসভা নির্বাচনে যা ঝড় হয়ে আছড়ে পড়ে। তৃণমূলের প্রতি আস্থার চেয়ে মানুষের বিবেচনায় বড় হয়ে উঠেছিল সিপিএমের একশ্রেণির নেতার ঔদ্ধত্য ও অহংকার, যা অসহ্য হয়ে উঠেছিল তাঁদের কাছে। সেই মনোভাব নেতারা যে এখনও ছাড়েননি, তা আবার স্পষ্ট হল। প্রতীক আসলে সেই দেউলিয়াপনার ফসল। মোটেও বিদ্রোহের, আদর্শের ধ্বজাবহনকারী নন।

বিদ্রোহের দামামা বাজিয়ে, নিজেকে আগমার্কা বিপ্লবী প্রতিপন্নের চেষ্টা করে প্রতীক উর সেটা প্রমাণ করে দিয়েছেন। তিনি তৃণমূলে যোগ দেবেন কি না, হয়তো এই লেখা ছেপে বেরোনোর সময় স্পষ্ট হয়ে যাবে। তবে তাঁর কিছু কথাকে তো তার লক্ষণ বলে ধরে নেওয়া যেতেই পারে। যেমন, তিনি হঠাৎ লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ভূয়সী প্রশংসা করতে আরম্ভ করেছেন কিংবা সুপ্রিম কোর্টে এসআইআর মামলায় সওয়াল করার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুখ্যাতি শোনা যাচ্ছে তাঁর মুখে।

তাতে অবশ্য তাঁর তোলা প্রশ্নগুলির গুরুত্ব লঘু হয়ে যায় না। যেমন তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন, রাজ্য কমিটির হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে তাঁর ইস্তফাপত্র দেওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যে তা ভাইরাল হল কী করে? কিংবা বিমান বসু যে তাঁকে ফোন করেছিলেন, সেটাই বা বাইরে প্রচার করলেন কে? যে প্রশ্নগুলি থেকে স্পষ্ট, প্রতীককে ঝেড়ে ফেলার দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়া দলে চলছিলই।

তাঁর জন্য প্রতীকের দায় আছে কি না কিংবা দীর্ঘদিন তাঁকে কোণঠাসা করে রাখায় হতাশার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে কি না অথবা হুমায়ুনের সঙ্গে দলের সখ্য তৈরির প্রয়াসের প্রতিবাদের জন্য কি না, তা সিপিএমের ঘরোয়া ব্যাপার। সংসদীয় রাজনীতিতে শূন্য হয়ে যাওয়া দলটি সম্পর্কে এত কথা বলার একটাই কারণ, প্রতীক এপিসোড রাজনীতির সার্বিক দেউলিয়াপনাকে তুলে ধরল।

কর্পোরেট অঙ্কে বলি ক্রিকেটের রোমাঞ্চ

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

আহমেদাবাদ, ২০ ফেব্রুয়ারি : আহমেদাবাদের পারদ এমনিতেই চড়া। তবে মোতেরার গ্যালারিতে কান পাতলে এখন শুধু ক্রিকেটীয় উত্তাপ নয়, শোনা যাচ্ছে এক তীব্র ক্ষোভের আঁচও। ক্ষোভের নিশানায় খোদ আইসিসি এবং তাদের তৈরি করা টি২০ বিশ্বকাপের এক অদ্ভুতুড়ে নিয়ম। ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা এবার সুপার এইটের এমন এক ফর্ম্যাট তৈরি করেছে, যা নিয়ে গোটা ক্রিকেট মহলে রীতিমতো ঝড় বয়ে যাচ্ছে।

বিতর্কের কেন্দ্রে আইসিসি-র 'প্রি-সিডিং' বা আগে থেকেই দলগুলোর জায়গা ঠিক করে রাখার এক অবাস্তব নিয়ম। এই কাঠামোগত অসাম্যের জেরে সুপার এইটের গ্রুপ বিন্যাস রীতিমতো প্রহসনে পরিণত হয়েছে। প্রি-সিডিংয়ের কারণে সুপার এইটের 'গ্রুপ-১' এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে সব সেরাদের বধ্যভূমি। এখানে জায়গা পেয়েছে গ্রুপ পর্বের চার চ্যাম্পিয়ন দল—ভারত, জিম্বাবোয়ে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং দক্ষিণ আফ্রিকা। আর উলটোদিকে, 'গ্রুপ-২' তৈরি হয়েছে স্রেফ রানার্স-আপদের নিয়ে—পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, ইংল্যান্ড এবং নিউজিল্যান্ড!

এর সোজা অর্থ হল, প্রথম রাউন্ডে সেরা পারফর্ম করা অন্তত দুটি চ্যাম্পিয়ন দল সেমিফাইনালের আগেই নিশ্চিতভাবে বিদায় নেবে। অন্যদিকে, গ্রুপ পর্বে আন্ডার-পারফর্ম করা রানার্স-আপ দলগুলো পাবে শেষ চারে ওঠার অপেক্ষাকৃত মসৃণ রাস্তা। জিম্বাবোয়ের কথাই ধরুন। দুর্দান্ত খেলে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েও তারা সুপার এইটে শ্রীলঙ্কার নীচে। কারণ, লঙ্কানদের আগে থেকেই 'উচ্চতর' সিডিং দেওয়া ছিল! ফলে টুর্নামেন্টের প্রথম ৮ দল চূড়ান্ত হয়ে যাওয়ার পর, গ্রুপ পর্বের শেষের দিকের ম্যাচগুলো নেহাতই নিয়মরক্ষায় পরিণত হচ্ছে। উধাও হয়ে যাচ্ছে গ্রুপ শীর্ষে থাকার লড়াইয়ের সেই চেনা থ্রিলার।

প্রশ্ন হল, আইসিসি জেনেবুঝে কেন এমন অদ্ভুত নিয়ম করল? উত্তরটা লুকিয়ে আছে ক্রিকেটের অর্থনীতির অন্দরে। টিভি সম্প্রচারক সংস্থা এবং বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে আগে থেকেই বড় দলগুলোর (বিশেষ করে ভারতের) ম্যাচের দিনক্ষণ ও ভেনু পরিষ্কার থাকাটা জরুরি। এর ফলে টুর্নামেন্ট শুরুর অনেক আগে থেকেই চড়া দামে বিজ্ঞাপনের স্লট বিক্রি করা সহজ হয়। পাশাপাশি, টিকিট বিক্রি এবং দর্শকদের যাতায়াত বা হোটেল বুকিংয়ের সুবিধাও এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অর্থাৎ, মাঠের ক্রিকেটের চেয়ে এখানে অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছে মাঠের বাইরের ব্যবসা।

এই কাঠামোগত অসাম্যের পাশেই দোসর হয়েছে আরেক অদ্ভুত নিয়ম। গ্রুপ পর্বের ঘাম-রক্ত ঝরানো লড়াইয়ের পর সুপার এইটের দরজায় পা রাখলেই সব দলের পয়েন্ট হয়ে যাচ্ছে 'জিরো'। বিষয়টা অনেকটা এই রকম—স্কুলের পরীক্ষায় সারা বছর ফার্স্ট হয়ে এসে ফাইনালে ব্যাকবেঞ্চারদের সঙ্গে একই সারিতে বসে ফের শূন্য থেকে পরীক্ষা দেওয়া! কোনও দল অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়ে আসুক, কিংবা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে রান রেটের অঙ্কে শেষ মুহূর্তে শিকে ছিঁড়ুক—সুপার এইটের আঙিনায় সবার স্লেট পরিষ্কার। প্রশ্ন জাগে, তাহলে প্রতিটি ম্যাচ জেতার, প্রতিপক্ষকে দুমড়ে-মুচড়ে আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে থাকার দাম কী রইল?

অন্যান্য খেলার দিকে তাকালে এই বৈষম্য আরও প্রকট হয়। ফুটবলে গ্রুপ সেরা হলে শেষ ষোলোয় অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রতিপক্ষ পাওয়া যায়। এমনকি ক্রিকেটেরই বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে প্রতিটি জয়ের শতাংশের হিসাব ফাইনালে ওঠার মাপকাঠি হয়। সেখানে টি২০ বিশ্বকাপে কেন এই 'সাডেন ডেথ'-এর আয়োজন? যে দলগুলো গ্রুপ পর্বে দুর্দান্ত ছন্দে ছিল, সুপার এইটে এসেই তাদের সব অর্জন উধাও। একটা খারাপ দিন, একটা বাজে স্পেল—আর সব শেষ!

আইসিসি অবশ্য লজিস্টিক বা যাতায়াতের অসুবিধার দোহাই দিয়ে নিজেদের পিঠ বাঁচাতে ব্যস্ত। তাদের দাবি, দুই দেশে এত বড় টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে গেলে আগে থেকেই মাঠ ও সূচি চূড়ান্ত রাখা জরুরি। কিন্তু মাঠের আয়োজনের অজুহাতে টুর্নামেন্টের স্বচ্ছতা আর ন্যায়বিচারের সঙ্গে কি এভাবেই আপস করা যায়? বাণিজ্যিক সমীকরণ আর সম্প্রচারকদের সুবিধার কথা ভাবতে গিয়ে আইসিসি আসলে ক্রিকেটের মৌলিক স্পিরিটটাকেই কর্পোরেট অঙ্কের কাছে নির্লজ্জভাবে বিকিয়ে দিচ্ছে। মোতেরার প্রেসবক্সে বসে এই মুহূর্তে অন্তত সেটাই সবচেয়ে বড় সত্যি বলে মনে হচ্ছে।

অভিযোগ

বাণিজ্যিক সমীকরণ আর সম্প্রচারকদের সুবিধার কথা ভাবতে গিয়ে আইসিসি আসলে ক্রিকেটের মৌলিক স্পিরিটটাকেই কর্পোরেট অঙ্কের কাছে নির্লজ্জভাবে বিকিয়ে দিচ্ছে।

প্রশ্ন যেখানে

- প্রথম রাউন্ডে সেরা পারফর্ম করা অন্তত দুইটি চ্যাম্পিয়ন দল সেমিফাইনালের আগেই নিশ্চিতভাবে বিদায় নেবে।
- গ্রুপ পর্বে আন্ডার-পারফর্ম করা রানার্স-আপ দলগুলো পাবে শেষ চারে ওঠার অপেক্ষাকৃত মসৃণ রাস্তা।
- শূন্য পয়েন্টে সুপার এইট শুরু করতে হওয়ায় গ্রুপ পর্বে ভালো পারফরমেন্সের কোনও দাম থাকছে না।

পিঠ বাঁচানোর যুক্তি

- লজিস্টিক বা যাতায়াতের অসুবিধা দূর করা।
- বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে আগে থেকেই বড় দলগুলোর (বিশেষ করে ভারতের) ম্যাচের দিনক্ষণ ও ভেনু পরিষ্কার রাখা।

শীর্ষে থাকা ফোকাস ইস্টবেঙ্গলের

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি : লিগের আয়তন এতই ছোট যে একটা ম্যাচের খারাপ ফলে চ্যাম্পিয়নশিপের স্বপ্নভঙ্গ হতে পারে। তাই এখনই চ্যাম্পিয়নশিপের কথা মুখেও আনছে না ইস্টবেঙ্গল শিবির।

ডুরান্ড কাপের সেমিফাইনালে এবং শিল্ড ও সুপার কাপের ফাইনালে হার। ইন্ডিয়ান সুপার লিগে আর ভুল করতে নারাজ অস্কার ব্রুজোঁ ও তাঁর ছেলেরা। স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লির বিপক্ষে ম্যাচে নামার আগে তাই অস্কারই বলুন কী জিকসন সিংয়ের মতো তরুণ, দুজনেরই এক সুর, 'স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে ম্যাচ ধরে ধরে এগোতে হবে।' প্রথম ম্যাচে ডুরান্ড চ্যাম্পিয়ন নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-কে ৩-০ গোলে হারানোর ফলে স্বাভাবিকভাবেই আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বেড়ে গেছে জিকসনদের। এইমুহূর্তে দলে কিছু চোট-আঘাত ছাড়া আর কোনও সমস্যা নেই। মহম্মদ রাকিপকে এই ম্যাচে স্কোয়াডে রাখা হচ্ছে। নাওরেম মহেশ সিংয়ের আরও দিন ১৫ লাগবে ফিট হতে। কেভিন সিবিল্লেও আগামী সপ্তাহে স্পেন থেকে চলে আসবেন। সদ্য দলে যোগ দেওয়া অ্যান্টন সোজবার্গ মাঠে নামার জন্য তৈরি বলে জানালেন অস্কার, 'অ্যান্টন ডেনমার্ক থেকে সদ্য এলেও ও খেলার মধ্যেই ছিল। যা অনুশীলনে বুঝিয়ে দিয়েছে।' ফলে স্ট্রাইকিং লাইন নিয়ে চিন্তামুক্ত লাল-হলুদ শিবির। কারণ আগের ম্যাচেই গোল পেয়েছেন ইউসেফ এজেজ্জারি ও মিগুয়েল ফিগুয়েরা।

স্টপারে অবশ্য আনোয়ার আলির সঙ্গে জিকসনকে খেলিয়ে ঠেকা দিতে হচ্ছে। যদিও জিকসন নিজে ও তাঁর কোচ বলছেন, তিনি এতে অভ্যস্ত। জিকসনের মন্তব্য, 'আমার কোনও সমস্যা হচ্ছে না রক্ষণে খেলতে। কারণ আগেও আমি এই ভূমিকায় খেলেছি। কোচ ও সতীর্থরাও এবার উৎসাহ দিচ্ছে।' অস্কারও বলছেন, 'জিকসন এর আগে বিভিন্ন কোচের অধীনে এরকম বিভিন্ন পজিশনে খেলেছে। আমি সেটাকেই কাজে লাগাচ্ছি। আগের ম্যাচে ওর ভূমিকায় আমি খুব খুশি।' তিনি খুশি আগের ম্যাচের খেলার ফলেও। তবে ছোট লিগ যে খানিকটা পরিকল্পনামাফিক এগোতে হবে মানছেন সেই কথাও। অস্কারের বক্তব্য, 'জানি এরকম ছোট লিগে একটা ম্যাচের খারাপ ফলই সব আশা শেষ করে দিতে পারে। সব ম্যাচ থেকেই তাই বেশি পয়েন্ট তোলার চেষ্টা থাকাটা জরুরি। তবে চ্যাম্পিয়নশিপ নিয়ে ভেবে আমি ফুটবলারদের চাপে ফেলতে চাই না। এই সব ভেবে প্রতিবারই ট্রফির কাছে গিয়ে আর পাওয়া হয় না। আপাতত ফিফা ব্রেক পর্যন্ত ফোকাস করছি।' দিল্লির কোচ টমাস থুস এর আগে মোহনবাগানের সহকারী কোচ ছিলেন বলে এদেশের ফুটবল ও ফুটবলারদের সম্পর্কে তাঁর সবটাই জানা। টমাসের দল পজেশনাল ফুটবল খেলে। অস্কারের বক্তব্য, 'লিগের প্রথম ম্যাচে বেঙ্গালুরু এফসি-র বিপক্ষে ওদের খেলা দেখে আমরা নিজেদের প্রস্তুত করেছি।' তারকাখচিত ইস্টবেঙ্গলের সামনে মাত্র দেড়-দুই কোটি টাকার দিল্লি হয়তো সত্যিই মাথা ঘামানোর মতো দল নয়। পচা শামুকে পা কাটুক, এটাও কেউ চাইছেন না। তাই ৬০ মিনিটের পর ফুটবলারদের পেশিতে টান ধরা, দাঁড়িয়ে যাওয়ার মতো বিষয়গুলো ভাবাচ্ছে কোচকে। আর সেই ঘাটতি তিনি পূরণ করতে চাইছেন, সমর্থকদের বিশাল সংখ্যায় আসার আবেদন জানিয়ে।

অ্যান্টন সোজবার্গের খেলার মধ্যে থাকা স্বস্তি দিচ্ছে ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁকে। শুক্রবার তিনি কি মাঠে নামার সুযোগ পাবেন?

আইএসএলে আজ

ইস্টবেঙ্গল এফসি বনাম স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি

সময় : বিকেল ৫টা
স্থান : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন
সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস ও ফ্যানকোড অ্যাপে

শাদাবকে তোপ আফ্রিদির

সেমিফাইনালে ভারতকে রাখছেন না আমির

ইসলামাবাদ, ২০ ফেব্রুয়ারি : টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের দৌড়ে হট ফেভারিট। টুর্নামেন্টে এখনও পর্যন্ত অপরাজিত। ঘরের মাঠে খেলার সুবিধা নিয়ে বাকি হার্ডল অতিক্রমে ভারতকে বাজি ধরছেন অধিকাংশ ক্রিকেট পণ্ডিত। যদিও পাকিস্তানের প্রাক্তন পেসার মহম্মদ আমির সেই স্রোতে গা ভাসাতে নারাজ। দাবি করলেন, কাপ জয় দূর অস্ত, ভারত সেমিফাইনালে পৌঁছোতে পারবে না। সুপার এইট থেকেই ছিটকে যাবে গৌতম গম্ভীরের দল। আমিরের যুক্তি, সুপার এইটে ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ রয়েছে। দুটো দলই ছন্দে রয়েছে এবং দারুণ ক্রিকেট খেলছে এই মুহূর্তে। ভারতের পক্ষে যে গাঁট অতিক্রম করা কঠিন। আমিরের মতে, ভারত নয়, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ শেষ চারে যাবে। নিজের কথার সপক্ষে আমিরের যুক্তি, পাকিস্তান ম্যাচ ছাড়া প্রতি ম্যাচেই ভারতীয় ব্যাটিংয়ে ধস নামছে। দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ছন্দে রয়েছে, বিশ্বের যে কোনও দলকে হারানোর ক্ষমতা রাখে।

টানা ব্যর্থতার ধাক্কায় চর্চায় অভিষেক শর্মা। ভারতীয় দলের মাথাব্যথা, দুশ্চিন্তার কারণও। আমিরের মতে, অভিষেক 'স্লগার' ছাড়া কিছু নয়। টেকনিকও ভালো নয়। গত আট ম্যাচের ব্যর্থতা টেকনিকের দুর্বলতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। প্রতি বলেই চালাতে যায় অভিষেক। চললে ঠিক আছে। তবে যেভাবে খেলে, তাতে ব্যর্থতার সম্ভাবনাই বেশি। সেটাই হচ্ছে।

এদিকে, পূর্বসূরিদের প্রতি শাদাব খানের বিতর্কিত মন্তব্য ঘিরে তোলপাড় পাক ক্রিকেটমহল। প্রাক্তনদের প্রতি কটাক্ষের সুরে শাদাব বলেছিলেন, 'প্রাক্তনদের নিজস্ব মতামত থাকতে পারে। তাঁরা কিংবদন্তি। তবে আমরা যা অর্জন করেছি (২০২১ বিশ্বকাপে ভারত-বধ), তা করে দেখাতে পারেননি প্রাক্তনরা।' শাহিদ আফ্রিদি যা নিয়ে তুলোধোনা করছেন শাদাবকে। কিছুটা হেঁয়ালির সুরে আফ্রিদি বলেছেন, 'ভুল কিছু বলেনি ও। ওরা ভারতকে বিশ্বকাপে হারিয়েছে, আমরা পারিনি। জয়ের পর সেই সম্মানও পেয়েছে। কিন্তু তা ধরে রাখতে ব্যর্থ ওরা। শাদাবের জানা উচিত, যখন ও ভালো খেলতে পারছিল না, তখনও আমরা সবাই ওর পাশে দাঁড়িয়েছি। শাদাবকে দলের শিরদাঁড়া আখ্যা দিয়েছি। এবার ওর উচিত মুখে নয়, মাঠে নেমে পারফরমেন্স করে দেখাক। যদি প্রাক্তনদের সত্যিই জবাব দিতে চাও, তাহলে তা মাঠে খেলে দেখাও। চলতি বিশ্বকাপে সাফল্য পেয়ে দেখাও। তবে ছোট টিম নয়, শক্তিশালী দলগুলির বিরুদ্ধে সাফল্য পেতে হবে। আমরা বরাবর বড় দলগুলির বিরুদ্ধে সাফল্য পেয়েছি।' হতাশ শাদাবের শ্বশুর সাকলিন মুস্তাকও। কিংবদন্তি পাক স্পিনার বলেছেন, 'অযাচিত মন্তব্য। যাদের কথা বলছ, তারা প্রায় সবাই আমার সঙ্গে খেলেছে। আমিও তাদের একজন, যারা কখনও বিশ্বকাপ জিতিনি। কিন্তু আমরা টেস্ট, ওডিআইয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে দেশকে জয় এনে দিয়েছি।'

> **ভুল কিছু বলেনি শাদাব। ওরা ভারতকে বিশ্বকাপে হারিয়েছে, আমরা পারিনি। জয়ের পর সেই সম্মানও পেয়েছে। কিন্তু তা ধরে রাখতে ব্যর্থ ওরা। শাদাবের জানা উচিত, যখন ও ভালো খেলতে পারছিল না, তখনও আমরা সবাই ওর পাশে দাঁড়িয়েছি।**
>
> **-শাহিদ আফ্রিদি**

ব্রিটিশ মুলুকেও ব্রাত্য পাক ক্রিকেটাররা!

লন্ডন, ২০ ফেব্রুয়ারি : বিশ্ব ক্রিকেটে এখন একটাই শেষ কথা-অর্থ! আর সেই অর্থের রিমোট কন্ট্রোল যখন ভারতের হাতে, তখন অলিখিত নিয়মকানুনগুলো এমনিই বদলে যায়। ২০০৮ সালের পর থেকে আইপিএলে পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের জন্য দরজা বন্ধ। এবার সেই একই হাওয়া বইতে শুরু করেছে ব্রিটিশ মুলুকেও। ইংল্যান্ডের জনপ্রিয় ক্রিকেট লিগ 'দ্য হান্ড্রেড'-এও এবার ব্রাত্য হতে চলেছেন পাকিস্তানের তারকারা। কারণটা পরিষ্কার, টুর্নামেন্টের আটটি দলের মধ্যে চারটিরই মালিকানায় এখন দাপট দেখাচ্ছে আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো।

গত বছরের (২০২৫) ১ অক্টোবর থেকে 'দ্য হান্ড্রেড'-এর চার দল- ম্যাঞ্চেস্টার সুপার জায়েন্টস, সাদার্ন ব্রেভ, এমআই লন্ডন এবং সানরাইজার্স লিডস-এ বিপুল লগ্নি করেছেন আইপিএল মালিকরা। আগামী মাসে হতে চলা নিলামে এই দলগুলো যে কোনও পাকিস্তানি ক্রিকেটারকে কিনবে না, তা একপ্রকার নিশ্চিত। এজেন্টদের মতে, ভারতীয় মালিকানাধীন দলগুলোতে পাক ক্রিকেটারদের না নেওয়াটা এখন বিশ্বজুড়ে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে একটা 'অলিখিত নিয়ম' হয়ে দাঁড়িয়েছে।

খোদ ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি) এই পরিস্থিতিতে যথেষ্ট ফাঁপরে। বোর্ডের প্রধান নির্বাহী রিচার্ড গোল্ড যতই দাবি করুন যে তাঁদের লিগে জাতিগত বৈষম্যের কোনও স্থান নেই, বাস্তব চিত্রটা সম্পূর্ণ আলাদা। ২০২৩ সালের 'ইক্যুইটি ইন ক্রিকেট' রিপোর্টের পর ইসিবি বৈষম্যহীনতার কড়া আইন আনলেও, লগ্নিকারীদের পকেটের জোরের কাছে সেই আইন কতটা ধোপে টিকবে, তা নিয়ে প্রবল সন্দেহ রয়েছে।

ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, দক্ষিণ আফ্রিকার এসএ২০, আমেরিকার মেজর লিগ ক্রিকেট বা সংযুক্ত আরব আমিরশাহির আইএলটি২০-যেখানেই আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিদের পা পড়েছে, সেখানেই পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের 'নো এন্ট্রি' ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। বোর্ড এসএ২০-এর ছয়টি দলের মালিকানাই আইপিএল দলগুলির হাতে, এবং সেখানে গত চার মরশুমে একজনও পাকিস্তানি ডাক পাননি। যদিও ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল) বার্বাডোজ রয়্যালস বা ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের মতো দলে আজম খান বা ফতিমা সানাদের খেলতে দেখা গিয়েছে, তবে তা নেহাতই ব্যতিক্রম। দেশের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক ক্ষোভ এবং বিতর্কের ভয়ে মূল ধারার টুর্নামেন্টগুলোতে ভারতীয় লগ্নিকারীরা এই ঝুঁকি নিতে একেবারেই নারাজ।

এবারের 'দ্য হান্ড্রেড' নিলামের জন্য ১৮টি দেশের প্রায় হাজার খানেক ক্রিকেটার নাম লিখিয়েছেন। এর মধ্যে শাহিন শা আফ্রিদি, হ্যারিস রউফ এবং বর্তমান পাক অধিনায়ক সলমন আলি আঘা সহ পঞ্চাশেরও বেশি পাকিস্তানি ক্রিকেটার রয়েছেন। গত বছর মহম্মদ আমির বা ইমাদ ওয়াসিমরা এই টুর্নামেন্টে খেললেও, এবার ভারতীয় লগ্নির পর সমীকরণ পুরোপুরি বদলে গিয়েছে।

ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের দুনিয়ায় সমানাধিকারের চেয়ে অনেক বেশি কথা বলে ব্যবসায়িক স্বার্থ। প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন ফেয়ার প্লে-র দাবি তুললেও, নিলামের মঞ্চে ভারতীয় ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর টেবিলে যে পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের ফাইল খোলাই হবে না, তা একপ্রকার দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট। ব্রিটিশদের মাটিতেও অর্থের দাপটে আরও একবার কোণঠাসা হতে চলেছে পাকিস্তানের ক্রিকেট।

এমন ভাবনার কারণ

'দ্য হান্ড্রেড'-এর চার দল—ম্যাঞ্চেস্টার সুপার জায়েন্টস, সাদার্ন ব্রেভ, এমআই লন্ডন এবং সানরাইজার্স লিডস-এ বিপুল লগ্নি করেছে আইপিএল মালিকরা।

দেশের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক ক্ষোভ এবং বিতর্কের ভয়ে মূল ধারার টুর্নামেন্টগুলোতে ভারতীয় লগ্নিকারীরা পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের খেলানোর ঝুঁকি নিতে নারাজ।

দ্য হান্ড্রেডের নিলামে নাম লেখালেও খেলার সুযোগ কি পাবেন শাহিন শা আফ্রিদি?

আত্মবিশ্বাসই সাফল্যের মন্ত্র, বলছেন বেনেট

কলম্বো, ২০ ফেব্রুয়ারি : এবারের টি২০ বিশ্বকাপে সবচেয়ে বড় চমক জিম্বাবোয়ে।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে জয় যে নিছকই অঘটন ছিল না, দুরন্ত ছন্দে থাকা শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে তা প্রমাণ করেছে সিকন্দার রাজার দল। শক্তিশালী এই দুই দলের সঙ্গে একই গ্রুপে থেকেও গ্রুপ শীর্ষে শেষ করেছে জিম্বাবোয়ে। আর তাদের এই সাফল্যের অন্যতম এক কারিগরের নাম ব্রায়ান বেনেট।

কুড়ি বিশের বিশ্বকাপে তিন ম্যাচ খেলে ২২ বছর বয়সি এই তরুণ ক্রিকেটারের ঝুলিতে ১৭৫ রান। তিনটি ম্যাচেই অপরাজিত ইনিংস খেলেছেন। শ্রীলঙ্কা ম্যাচের পর সেই প্রসঙ্গ উঠতেই

হাসতে হাসতে বেনেটের জবাব, 'এগুলো নিয়ে খুব বেশি ভাবি না। আমার লক্ষ্য প্রতিটা ম্যাচে দলের জন্য অবদান রাখা।' তিনি আরও বলেন, 'বিশ্বকাপে পরপর অপরাজিত ইনিংস খেলা অবশ্যই বিশেষ অনুভূতি। তবে এটা আমার একার নয়, গোটা দলের কৃতিত্ব। আমি শুধুমাত্র ইনিংসের শেষ পর্যন্ত উইকেটে থাকতে চেয়েছিলাম।' বিশেষ করে অধিয়ানক সিকন্দার রাজার কথা উল্লেখ করেন জিম্বাবোয়ের তরুণ ব্যাটার। বলেছেন, 'রাজা ভাই সবসময়ই ইতিবাচক বার্তা দেন। চাপের মুখেও বলেন, ম্যাচ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিশ্বাস রাখতে।' এই মানসিকতাই লড়াইয়ের শক্তি বাড়িয়েছে বলে মনে করেন বেনেট।

টি২০ বিশ্বকাপ থেকে দূরে বাবা-মায়ের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন শুভমান গিল।

টানা ব্যর্থতায় চাপে বাটলার

কলম্বো, ২০ ফেব্রুয়ারি : ইংল্যান্ড ব্যাটিংয়ের অন্যতম ভরসা।

যদিও চলতি বিশ্বকাপে সেই ভরসার জায়গায় বড়সড়ো ফাটল। গোটা চারেক ম্যাচ খেলে ফেলেছেন গ্রুপ পর্বে। যদিও জস বাটলারকে এখনও স্বমেজাজে পাওয়া যায়নি। ২৬, ২১, ৩, ৩-অভিজ্ঞ ওপেনারের যে টানা ব্যর্থতা ভাবাচ্ছে থ্রি লায়ন্সকে। চাপটা ভালোমতো টের পাচ্ছেন খোদ বাটলারও।

রবিবার শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সুপার এইটের অভিযান শুরুর প্রাক্কালে বাটলার তা স্বীকারও করে নিলেন। বলেছেন, 'নাসেরকে (হুসেন) বলতে দেখলাম, '১৫ ওভার পর্যন্ত ব্যাট করার' পরামর্শ দিয়েছে। আমি নিজেও সেটা করতে ভালোবাসি। কিন্তু শুধু নিজের জন্য ১৫ ওভার ব্যাট করতে চাই না। ম্যাচ পরিস্থিতি, দলের চাহিদাকে অস্বীকার করা অসম্ভব।'

তবে রান না পাওয়ার হতাশা আড়াল করলেন না। এক পডকাস্টে শোয়ে বাটলার বলেছেন, 'এখনও পর্যন্ত যা খেলেছি, আমার জন্য হতাশার। আসলে ক্রিকেট মানে নিত্যনতুন চ্যালেঞ্জ। তুমি কেরিয়ারে যে পরিস্থিতিতে থাকো না কেন। গত ১৫ বছরের কেরিয়ারে একাধিকবার খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে গিয়েছি। শেষপর্যন্ত ফিরেও এসেছি। নিজের ওপর সেই আস্থা রয়েছে।'

টি২০ বিশ্বকাপে চার ম্যাচে মাত্র ৫৩ রান এসেছে জস বাটলারের থেকে।

সুপার এইটে আত্মবিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটে কি না, তাকিয়ে দল, সমর্থকরা। বাটলারের কথায়, রানের ফেরার লড়াই একান্তভাবে তাঁর নিজের। তাঁর হয়ে কেউ রান করে দেবে না। আপাতত চোখ পরবর্তী ম্যাচের দিকে। আশাবাদী, হতাশা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। শুরুটা শ্রীলঙ্কা ম্যাচ দিয়ে করতে চান।

টি২০ বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী অ্যাসোসিয়েটেড দেশগুলির পারফরমেন্সের কথাও আলাদা করে বলতে দেখা গেল বাটলারকে। তারকা ইংল্যান্ড ওপেনার বলেছেন, 'অ্যাসোসিয়েট দেশগুলি দুর্দান্ত খেলছে। হারানো কিছু নেই। পাওয়ার জন্য সবকিছু। আমি নিশ্চিত প্রতিটি অ্যাসোসিয়েট দেশ এই মানসিকতা নিয়ে বিশ্বকাপে খেলতে নেমেছিল। বড় দলগুলির সঙ্গে ব্যবধান ক্রমশ কমছে, তা পরিষ্কার ওদের পারফরমেন্সে।'

এশিয়ানের দলে উত্তরবঙ্গের দুই কন্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি : শুক্রবার এএফসি উইমেন্স এশিয়ান কাপের জন্য ২৬ সদস্যের চূড়ান্ত দল ঘোষণা করল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন।

এশিয়ান কাপের চূড়ান্ত দলে রয়েছেন উত্তরবঙ্গের দুই কন্যা। দীর্ঘদিন জাতীয় দলের নিয়মিত সদস্য আলিপুরদুয়ার বীরপাড়ার অঞ্জু তামাং। তিনি তো রয়েছেনই। ইন্ডিয়ান উইমেন্স লিগে ইস্টবেঙ্গল জার্সিতে নজর কাড়ায় প্রাথমিক দলে ডাক পেয়েছিলেন কালিম্পংয়ের সুস্মিতা লেপচা। এবার এশিয়ান কাপের চূড়ান্ত দলেও জায়গা করে নিয়েছেন পেডংয়ের এই মহিলা ফুটবলার।

মূল দলে যাঁরা রয়েছেন :

গোলরক্ষক : পান্থোই চানু, শ্রেয়া হুডা, সৌমিয়া নারায়ণস্বামী।

ডিফেন্ডার : অষ্টম ওরাওঁ, জুলি কিষান, মার্টিনা থকচম, নির্মলা দেবী, সঞ্জু, সরিতা ইয়ুমনাম, সিক্কি দেবী, সুস্মিতা লেপচা, সুইটি দেবী

মিডফিল্ডার : অঞ্জু তামাং, আভেকা সিং, ববিনা দেবী, যশোদা মুন্ডা, সানফিদা নংরুম, সংগীতা বাসফোর।

ফরোয়ার্ড : গ্রেস ডংমেই, কাব্য পাক্কিরিসামি, লিন্ডা কোম সেরতো, মালবিকা পি, মনীষা কল্যাণ, পিয়ারি জাক্সা, রিম্পা হালদার, সৌম্যা গুগুলোথ।

এশিয়ান কাপে দলের হেডকোচের ভূমিকায় দেখা যাবে অ্যামেলিয়া ভালভের্দেকে। তাঁর সহকারী হিসাবে কাজ করবেন ক্রিসপিন ছেত্রী।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ হেসে খেলে কুশল তুমি করলে তেরোটি বছর পার, এরূপভাবে শত বছর আসুক জীবনে বারবার। শুভ জন্মদিন। - বাবা, মা, দাদু-দিদা, ঠাকুরদা-ঠাকুমা, লাল ঠাকুর, শিলিগুড়ি।

টি২০ বিশ্বকাপে আজ

ICC MEN'S T20 WORLD CUP INDIA & SRI LANKA 2026

নিউজিল্যান্ড বনাম পাকিস্তান

সন্ধ্যা ৭টা, কলম্বো

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

সান্ত্বনার জয়ে বিদায় অজিদের

পাল্লেকেলে, ২০ ফেব্রুয়ারি : টি২০ বিশ্বকাপে নিয়মরক্ষার ম্যাচে দাপুটে জয় পেল অস্ট্রেলিয়া। শুক্রবার তারা ৬২ বল হাতে রেখে ক্রিকেটের 'লিলিপুট' ওমানকে চূর্ণ করেছে। অ্যাডাম জাম্পার (২১/৪) ঘূর্ণিতে নাস্তানাবুদ হয়ে ওমান ১৬.২ ওভারে ১০৪ রানে অল আউট হয়। ওয়াসিম আলি (৩২) ছাড়া তাদের কেউ কুড়ির গণ্ডি পেরোতে পারেনি। জবাবে অস্ট্রেলিয়া ৯.৪ ওভারে ১ উইকেটে ১০৮ রান তুলে নেয়। ৩৩ বলে ৬৪ রান করে অপরাজিত থাকেন অজি অধিনায়ক মিচেল মার্শ। ট্রাভিস হেড ১৯ বলে ৩২ রানে আউট হন। এই জয়ে অজিরা গ্রুপ 'বি' তে তিন নম্বরে শেষ করল।

সাব-জুনিয়ারে জয় লাল-হলুদের

কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি : অনূর্ধ্ব-১৪ সাব-জুনিয়ার লিগে জোনাল গ্রুপ পর্বের ম্যাচে অ্যাডামাস ইউনাইটেডকে ২-১ গোলে হারাল ইস্টবেঙ্গল। লাল-হলুদের হয়ে গোল দুটি করেছে হিদাম সিং ও প্রিয়াংশু নস্কর। অ্যাডামাসের একমাত্র গোলটি রজত বিশ্বাসের। এই জয়ের পর ৫ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ 'এইচ'এর দুই নম্বরে রইল ইস্টবেঙ্গল। সমসংখ্যক পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট।

ওডিশাকে হারাল বাংলা

রাঁচি, ২০ ফেব্রুয়ারি : খেলো ইন্ডিয়া ট্রাইবাল গেমস ফুটবলে প্রথম ম্যাচে ওডিশাকে ২-০ গোলে হারাল বাংলা। জোড়া গোল করে জয়ের নায়ক উত্তরবঙ্গের সুজল মুন্ডা। মঙ্গলবার পরের ম্যাচে রঞ্জন ভট্টাচার্যের বাংলার প্রতিপক্ষ আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ।

গ্রুপ সেরা শিলিগুড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ ফেব্রুয়ারি : সিএবি-র আন্তঃ জেলা অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেটে কোচবিহার কেন্দ্রে গ্রুপ সেরা হল শিলিগুড়ি। গ্রুপের শেষ ম্যাচে শুক্রবার তারা ৭ উইকেটে উত্তর দিনাজপুরকে হারিয়েছে। শিলিগুড়ির সিএবি প্রতিনিধি জয়ন্ত ভৌমিক বলেছেন, 'প্রতিযোগিতার ৬টি গ্রুপের

ম্যাচের সেরা নিরুপম বর্মন।

সেরা দলকে নিয়ে পরবর্তী রাউন্ড হবে। যেখানে ছয়টি দলকে দুইটি গ্রুপে ভাগ করা হবে। ওখানেও গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হতে পারলে ফাইনাল খেলার সুযোগ মিলবে। সিএবি এখনও পরবর্তী রাউন্ডের গ্রুপ বিন্যাস বা তারিখ দেয়নি।'

কোচবিহার স্টেডিয়ামে টসে হেরে প্রথমে উত্তর দিনাজপুর ৩৮.১ ওভারে ১৪১ রানে অল আউট হয়। শাহেদুল ইসলাম ৩৮ রান করে। দিব্যাংশ শর্মা ৩৯ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেছে প্রবীণ ছেত্রী (২১/২) ও যুবরাজ সিংও (৩০/২)। জবাবে শিলিগুড়ি ৩০ ওভারে ৩ উইকেটে ১৪৩ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা নিরুপম বর্মনের অবদান ৫৯ রান।

পিচ-ভাবনা, টিম বন্ডিং

মোতেরায় শুক্রবার ভারতের ডায়েরি

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ICC MEN'S T20 WORLD CUP INDIA & SRI LANKA 2026

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

অনুশীলনের ফাঁকে গৌতম গম্ভীরের ক্লাসে অভিষেক শর্মা। আহমেদাবাদে শুক্রবার।

আহমেদাবাদ, ২০ ফেব্রুয়ারি : যত কাণ্ড এই মোতেরাতেই!

দৃশ্য এক, ঘড়ির কাঁটায় তখন বিকেল ৫টা ২০। নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে সবেমাত্র ঢুকেছে টিম ইন্ডিয়ার বাস। হাতে তেরঙা নিয়ে বাইরে তখন সমর্থকদের 'ভারত মাতা কী জয়' স্লোগান। বাস থেকে নেমেই বোলিং কোচ মর্নি মরকেল সোজা হাঁটা লাগালেন প্রেস কনফারেন্স রুমের দিকে। আর হেডকোচ গৌতম গম্ভীর ছুটলেন বাইশ গজের চরিত্র বুঝতে, একেবারে মাঠের মাঝখানে!

দৃশ্য দুই, সন্ধে সাড়ে ছয়টা। ফ্লাডলাইটের নীচে শুরু হয়ে গিয়েছে দলের অনুশীলন। গম্ভীর তাঁর সহকারী সীতাংশু কোটাককে নিয়ে ফের হাজির সেই পিচের ধারেই। এবার ডাক পড়ল স্থানীয় কিউরেটর ও মাঠকর্মীদের। চলল প্রায় ১৫ মিনিটের গুরুগম্ভীর আলোচনা।

দৃশ্য তিন, দলের ট্রেনার আদ্রিয়ান লে রু গোটা দলকে ডাকলেন মাঠের এক ধারে। শুরু হল ওয়ার্ম-আপ সেশন। ছোট স্প্রিন্ট টানার ফাঁকেই আচমকা এক মজাদার ফ্রেম! ক্যাপ্টেন সূর্যকুমার যাদব হাতছানি দিয়ে ডেকে নিলেন কোচ গম্ভীরকে। ছেলেদের সঙ্গে দৌড় শুরু করলেন স্বয়ং কোচও! টিম বন্ডিংয়ের এই ফুরফুরে আসরে যেন কোচেরও 'ক্যাপ্টেন' হয়ে গেলেন স্কাই!

সুপার এইট শুরুর আগে কোচ-অধিনায়কের এই সম্মিলিত দৌড় নিশ্চিতভাবেই প্রতীকী। দূর থেকে দেখলে মনে হবে, টিম ইন্ডিয়ার এই 'সুখী পরিবারে' শুধুই বিশ্বজয়ের তাড়না। কিন্তু পরক্ষণেই মনে খটকা লাগে, সত্যিই কি তাই? ভিতরের ছবিটা কি এতটাই মসৃণ?

গ্রুপ পর্বের চার ম্যাচে অপরাজিত থেকে সুপার এইটে পা রেখেছে ভারত। কিন্তু প্রতিটা ম্যাচেই দলের টপ অর্ডার আর ক্যাচ ফসকানোর রোগ রীতিমতো ভুগিয়েছে। রবিবার প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধেও কি একই চিত্রনাট্য দেখা যাবে? উত্তর দেবে সময়। তবে শুক্রবার সন্ধের অনুশীলনে বেশ কিছু অস্বস্তিকর কাঁটা প্রকট হয়ে উঠল। এক, পিচ আর রাতের শিশির নিয়ে টিম ম্যানেজমেন্টের কপালে স্পষ্ট চিন্তার ভাঁজ। দুই, টপ অর্ডারের নড়বড়ে দশা আর ফিল্ডিংয়ের বেহাল অবস্থা।

সন্ধ্যার দিকে সাংবাদিক সম্মেলনে মর্নি অবশ্য ড্যামেজ কন্ট্রোলের চেষ্টা করলেন। বিশ্বকাপে 'শূন্যের হ্যাটট্রিক' করা অভিষেক শর্মার ফর্ম নিয়ে তিনি বললেন, 'অভিষেক বিশ্বমানের প্লেয়ার। ওর অফ ফর্ম নিয়ে দলের অন্দরে আলাদা করে কোনও আলোচনাই হয়নি। নেটে ও দারুণ ব্যাট করছে। আমরা সবাই ওর পাশে আছি, ওর ব্যাটে একটা বড় ইনিংস স্রেফ সময়ের অপেক্ষা।' ফিল্ডিংয়ের দৈন্যদশা নিয়েও তাঁর সাফাই, 'কোনও ক্যাচই সহজ নয়, তবে ক্যাচ ছাড়াটাও কাম্য নয়। আমরা ভুল শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করছি।' বোলিং কোচের মুখে অভয়বাণী থাকলেও, মাঠের ছবিটা কিন্তু অন্য কথা বলছে। শুক্রবার সন্ধের অনুশীলনে অভিষেক নেটে অনেকটা সময় বল করলেন। অনুশীলনের ফাঁকেই কোচ গম্ভীর তাঁকে ডেকে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ একান্তে কথা বললেন। তারপর তরুণ ওপেনারকে বেশ হতাশই দেখাচ্ছিল। জল্পনা আরও বাড়াল সোশ্যাল মিডিয়ার একটা রটনা, যেখানে অভিষেকের এই ব্যর্থতার জন্য তাঁর বোন কোমলকে অহেতুক কাঠগড়ায় তোলা হচ্ছে। তবে রাতের দিকে অনুশীলনের শেষের দিকে যখন দলের অধিকাংশ সদস্যই মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছেন তখন অভিষেককে দেখা যায় ব্যাট হাতে নেটে ফিরে আসতে। এদিন সবচেয়ে বড় চমক ছিল সঞ্জু স্যামসনের নেট সেশন। দীর্ঘক্ষণ নেটে ব্যাট করলেন রাজস্থান রয়্যালসের এই তারকা। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, রবিবার কি তবে অভিষেকের জায়গায় প্রথম একাদশে ঢুকছেন সঞ্জু?

> **অভিষেক বিশ্বমানের প্লেয়ার। ওর অফ ফর্ম নিয়ে দলের অন্দরে আলাদা করে কোনও আলোচনাই হয়নি। নেটে ও দারুণ ব্যাট করছে। আমরা সবাই ওর পাশে আছি, ওর ব্যাটে একটা বড় ইনিংস স্রেফ সময়ের অপেক্ষা।**
>
> **-মর্নি মরকেল**

মর্নির কাছে এই ম্যাচ আবার একটা ব্যক্তিগত চ্যালেঞ্জও বটে। একদিকে নিজের দেশ, অন্যদিকে বিপক্ষ দলের পরামর্শদাতা হিসেবে বসে আছেন তাঁর নিজের দাদা অ্যালবি মরকেল! তবে মর্নি এই সব আবেগ সরিয়ে আপাতত পিচ নিয়েই বেশি ভাবছেন। মন্থর বাইশ গজ নিয়ে তাঁর মন্তব্য, 'টপ অর্ডার নিয়ে একটু সমস্যা হয়েছে ঠিকই, তবে মন্থর পিচে মানিয়ে নিতে পারলে সব ঠিক হয়ে যাবে। কিউরেটররা সেরা পিচ দেওয়ারই চেষ্টা করছেন।'

বিস্তর কাঁটা আর নানা অঙ্ক কষার মাঝেই টিম ইন্ডিয়া সুপার এইটের জন্য তৈরি হচ্ছে। এখন দেখার, রবিবারের মহারণে এই অঙ্ক মেলে, নাকি মন্থর পিচের ফাঁদে পড়ে ভারতের মেজাজ বিগড়ে যায়!

প্রোটিয়াদের ত্রাস বুমরাহ-বরুণ

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ICC MEN'S T20 WORLD CUP INDIA & SRI LANKA 2026

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

বরুণ চক্রবর্তীকে সাপোর্ট দিতে তৈরি হচ্ছেন কুলদীপ যাদব।

ভারতীয় বোলিংয়ের বিরুদ্ধে এই ব্যাট চলবে কি না দেখে নিচ্ছেন ডেওয়াল্ড ব্রেভিস। শুক্রবার।

আহমেদাবাদ, ২০ ফেব্রুয়ারি : ২০২৪-এর মেগা ফাইনালের রিমেক! রবিবার মোতেরার নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে সুপার এইটের প্রথম লড়াইয়ে মুখোমুখি ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা। টুর্নামেন্টে এখনও পর্যন্ত সূর্যকুমার যাদবের দলের পারফরমেন্সে কোথাও কোনও বড় খামতি নেই। কিন্তু মোতেরার প্রেস বক্সে কান পাতলেই এখন একটা বিষয় নিয়েই জোর চর্চা - অভিষেক শর্মার 'শূন্যের হ্যাটট্রিক'!

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গোল্ডেন ডাক, তারপর পেটের সংক্রমণে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া। সেখান থেকে ফিরে পাকিস্তান ও নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে টানা শূন্য। এতটাই আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা দিয়েছে যে, গত ম্যাচে সৌভাগ্যের আশায় নিজের বদলে সতীর্থ মহম্মদ সিরাজের জার্সি গায়ে চাপিয়ে মাঠে নেমে পড়েছিলেন এই তরুণ বাঁহাতি ওপেনার! কিন্তু তাতেও ভাগ্যদেবী সদয় হননি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ওয়াংখেড়ে, কলম্বো বা মোতেরার মতো মন্থর পিচগুলো অভিষেকের এই বিশাল ব্যাট-সুইংয়ের জন্য একেবারেই আদর্শ নয়। আইপিএল-এর এক ব্যাটিং কোচের মতে, অভিষেকের সমস্যা স্পিনে নয়, আসল সমস্যা হল 'পেস-অফ' ডেলিভারি অর্থাৎ স্লোয়ার ও কাটারে।

রবিবার এই দুর্বলতাটাই কাজে লাগাতে পারেন প্রোটিয়া অধিনায়ক আইডেন মার্করাম। কাগিসো রাবাদা বা লুঙ্গি এনগিডির মতো গতিনির্ভর পেসারদের বদলে, শুরুতেই তিনি নিজে অফস্পিন বা জর্জ লিন্ডের বাঁহাতি স্পিন দিয়ে অভিষেকের কড়া পরীক্ষা নিতে পারেন। তবে ইতিহাস বলছে, ১৯৯৪ সালে মাস্টার ব্লাস্টার শচীন তেন্ডুলকারও টানা তিনবার শূন্য রানে আউট হওয়ার পর নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১১৫ রানের এক বিস্ফোরক ইনিংস খেলেছিলেন। কে বলতে পারে, রবিবার মোতেরার ফ্লাডলাইটের নীচেই হয়তো অভিষেকের চওড়া

নিশানায় অভিষেক

ব্যাট থেকে সেই শচীনের মতোই নতুন কোনও রূপকথা লেখা হবে!

তবে ভারতের টপ অর্ডার নিয়ে প্রোটিয়ারা যতই মগজাস্ত্র শানাক না কেন, তাঁদের রাতের ঘুম ওড়াচ্ছেন ভারতের দুই 'সাইলেন্ট কিলার' - জসপ্রীত বুমরাহ এবং বরুণ চক্রবর্তী। সুপার এইটের মহারণের আগে স্বয়ং দক্ষিণ আফ্রিকার কিংবদন্তি পেসার শন পোলক এই দুই ভারতীয় বোলারকে নিয়ে তাঁর দেশের ব্যাটারদের রীতিমতো সতর্কবাণী শুনিয়েছেন।

পোলকের স্পষ্ট কথা, 'দুই দলের ব্যাটিং লাইন আপ প্রায় সমান। কুইন্টন ডি কক যেমন ছন্দে, অভিষেক শর্মাও ফর্মে ফিরলে ওর সমকক্ষ। মার্করামও যে কোনও দিন একা ম্যাচ ঘোরাতে পারে। কিন্তু দুই দলের মধ্যে আসল পার্থক্য গড়ে দেবে ভারতের বোলিং। আমার মতে, বুমরাহ এবং বরুণই হল এই ম্যাচের আসল এক্স ফ্যাক্টর।'

পোলকের এই ভয়ের যথেষ্ট কারণও আছে। চলতি বিশ্বকাপে মিস্ট্রি স্পিনার বরুণ এক কথায় অপ্রতিরোধ্য! চার ম্যাচে ৯ উইকেট পকেটে, আর ইকোনমি রেট মাত্র ৫.১৬! মাঝের ওভারগুলোতে যে কোনও দলের কাছে তিনি এখন আস্ত এক দুঃস্বপ্ন। অন্যদিকে, বুমরাহ আছেন নিজের চেনা খুনে মেজাজেই। তাঁর সেই অদ্ভুত বোলিং অ্যাকশন আর পাওয়ার প্লে থেকে ডেথ ওভারে নিখুঁত ইয়র্কার বিপক্ষের ব্যাটারদের বুক কাঁপিয়ে দেয়। পোলকও মানছেন, বাঁহাতি বা ডানহাতি - যেই ক্রিজে থাকুক না কেন, বরুণের স্পিন-ফাঁস আর বুমরাহর গতির আগুনে প্রোটিয়াদের ঝলসে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

মোতেরার কালো মাটির পিচে রবিবার তাই সেয়ানে-সেয়ানে টক্কর। একদিকে শূন্যের গেরো কাটিয়ে অভিষেকের ছন্দে ফেরার মরিয়া লড়াই, অন্যদিকে প্রোটিয়া-বধে বুমরাহ-বরুণের যুগলবন্দি। সব মিলিয়ে, সুপার এইটের প্রথম ম্যাচেই মোতেরায় যে এক চরম ক্রিকেটীয় থ্রিলার অপেক্ষা করছে, তা এখন থেকেই বেশ টের পাওয়া যাচ্ছে!

বিশ্বকাপ বিতর্কে দাবি প্রাক্তন কর্তার

'নকভির ফাঁদে পা দিয়ে ছাঁটাই হয় বাংলাদেশ'

ঢাকা, ২০ ফেব্রুয়ারি : অভিযোগটা ছিল।

ক্রিকেটমহলে ইতিউতি কান পাতলে শোনাও যাচ্ছিল। এবার বোমাটা ফাটালেন বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় প্রাক্তন কর্তা সৈয়দ আশরাফুল হক। এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) প্রাক্তন সিইও-র দাবি, মহসিন নকভির পাতা ফাঁদে পড়ে নিজেদের পায়ে কুড়ুল মেরেছে বিসিবি। পাকিস্তান দিব্যি টি২০ বিশ্বকাপে, আর ছাঁটাই হয়ে 'দর্শক' লিটন দাসরা! বাংলাদেশের ক্রিকেটার, সমর্থকদের প্রতি যা অবিচার।

একসময় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সাধারণ সচিবের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন। সেই আশরাফুলের কাঠগড়ায় বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) বর্তমান প্রধান আমিনুল ইসলাম। নকভির দ্বারা প্রভাবিত হয়েই কি বয়কট, ভারত বিরোধিতায় সুর চড়িয়েছিলেন বিসিবি কর্তারা? জবাবে আশরাফুলের অভিযোগ, 'সম্ভবত। রাজনীতি নিয়ে আলোচনা পছন্দ করি না। ক্রিকেট প্রশাসক হিসেবে বরাবর নিজের কাজের প্রতি সৎ ও দায়বদ্ধ থেকেছি। আমিনুল ইসলাম (বর্তমান বিসিবি প্রধান) সম্ভবত মহসিন নকভির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। ওর কথা অন্ধের মতো অনুসরণ করেছে। নকভিও বয়কট চালিয়ে যেতে বলেছিল। দিনের শেষে ফল কী হল? কে জিতল?'

সরকার, ক্রীড়া উপদেষ্টার ভূমিকা নিয়েও অসন্তুষ্ট আশরাফুল হক। তাঁর কথায়, সিদ্ধান্তটা একান্তভাবেই সরকারের। গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল ক্রীড়া উপদেষ্টারও (আসিফ নজরুল)। অবিবেচকের মতো পদক্ষেপ। আশরাফুল বলেছেন, 'মুস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএলে খেলতে না দেওয়া নিয়ে বিশ্বকাপে হইচই বাধানো যুক্তিহীন। মুস্তাফিজুর ইস্যুর সমাধানে প্রচুর সময় ছিল হাতে। প্রয়োজনে ভারত সরকারের সঙ্গেও কথা বলা যেত। আর বিশ্বকাপ আইসিসি টুর্নামেন্ট। নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কা থাকলে ক্রিকেটারদের জন্য বাড়তি নিরাপত্তার অনুরোধ করা যেতেই পারত। যদিও তা হয়নি।'

> **লিটন দাস, মুস্তাফিজুর রহমান, নাজমুল হোসেন শান্তরা এখন মধ্য তিরিশে। একটা বিশ্বকাপ এভাবে খেলতে না পারাটা ওদের প্রতি অবিচার। অবিচার বাংলাদেশ সমর্থকদের প্রতিও। ভারতের পর সবচেয়ে ক্রিকেটপাগল দেশ হল বাংলাদেশ। সেই সমর্থকদের এভাবে বিশ্বকাপ-খুশি থেকে বঞ্চিত করা দুর্ভাগ্যজনক।**
>
> **-সৈয়দ আশরাফুল হক**
> বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) প্রাক্তন সাধারণ সচিব

বিসিবি, ক্রীড়া উপদেষ্টার পদে ছিলেন, তাঁদের বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কূটনীতি সম্পর্কে। তাই পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে আখেরে নিজেদেরই ক্ষতি করেছে। ক্রিকেটারদের সুরক্ষায় নয়, আদপে ভারত-বিরোধী তদানীন্তন সরকারকে সন্তুষ্ট করতেই বেশি ব্যস্ত ছিল বিসিবি কর্তারা। খেলোয়াড়রাই যে দেশের আসল সম্পদ, তা ভুলে গিয়েছিল।

আশরাফুলের আরও মন্তব্য, 'লিটন দাস, মুস্তাফিজুর রহমান, নাজমুল হোসেন শান্তরা এখন মধ্য তিরিশে। একটা বিশ্বকাপ এভাবে খেলতে না পারাটা ওদের প্রতি অবিচার। অবিচার বাংলাদেশ সমর্থকদের প্রতিও। ভারতের পর সবচেয়ে ক্রিকেটপাগল দেশ হল বাংলাদেশ। সেই সমর্থকদের এভাবে বিশ্বকাপ-খুশি থেকে বঞ্চিত করা দুর্ভাগ্যজনক।'

বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের সহকারী কোচ মহম্মদ সালাহউদ্দিনের ক্ষোভের মুখে প্রাক্তন ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। সালাহউদ্দিন বলেছেন, 'আমি নিজে একজন শিক্ষক। আর শিক্ষকরা তুলনায় কম মিথ্যা কথা বলে। কিন্তু প্রকাশ্যে যেভাবে একের পর এক মিথ্যা বলেছেন তিনি (ক্রীড়া উপদেষ্টা), তা আমার ভাবনার অতীত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করেন। এই রকম একজন যেভাবে মিথ্যা বলেছেন, তা লজ্জার। বিশ্বকাপ খেলা সবার স্বপ্ন। ক্রিকেটারদের সেই স্বপ্নটাকে উনি ধ্বংস করেছেন।'

ব্রিটিশ মুলুকেও ব্রাত্য পাক ক্রিকেটাররা!

- খবর তেরোর পাতায়

চ্যাম্পিয়ন হোলি ভিউ

ওদলাবাড়ি, ২০ ফেব্রুয়ারি : ডামডিমের একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের ব্যবস্থাপনায় ডামডিম মেলা গ্রাউন্ডে আয়োজিত চারটি স্কুলের একদিবসীয় ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল ওদলাবাড়ির হোলি ভিউ জুনিয়ার হাইস্কুল। শুক্রবার ১০-১০ ওভারের এই প্রতিযোগিতার ফাইনালে মালবাজারের সেন্ট টেরেসা স্কুলকে ৩৬ রানে হারিয়েছে হোলি ভিউ। প্রথমে হোলি ভিউ ৫ উইকেটে ১০১ রান করে। কৃষ্ণ রায়ের অবদান ৫৬ রান। জবাবে সেন্ট টেরেসা ৬৫ রানে গুটিয়ে যায়। ফাইনালের সেরা নির্বাচিত হয়েছে কৃষ্ণ।

আবারও হার রসদহীন মহমেডানের

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-০
এফসি গোয়া-২ (মোরেনো, ড্রাজিক)

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি : বছর ঘুরে যায়। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয় না।

শুক্রবার ঘরের মাঠে মহমেডান ২-০ গোলে হেরেছে এফসি গোয়ার কাছে। খাতায়-কলমে মানোলো মার্কুয়েজের দল অনেকটাই এগিয়ে। তবে ম্যাচ হারলেও শেষ মিনিট পর্যন্ত কিন্তু লড়ে গিয়েছে মেহরাজউদ্দিন ওয়াডুর ছেলেরা।

প্রত্যাশামতোই ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে

এফসি গোয়ার গোলস্কোরার ডেজান ড্রাজিককে ঘিরে উচ্ছ্বাস। - ডি মণ্ডল

এফসি গোয়া। দুই প্রান্ত থেকে ব্রাইসন ফার্নান্ডেজ, ডেজান ড্রাজিকরা নাভিশ্বাস তুলে দেয় মহমেডানের। ৪ মিনিটে প্রথম গোলটাও পেয়ে যায় এফসি গোয়া। ড্রাজিকের কর্নার থেকে হেডে গোল করে যান ডিফেন্ডার পল মোরেনো। এফসি গোয়া দ্বিতীয় গোল পায় ৩১ মিনিটে। একের বিরুদ্ধে এক পরিস্থিতিতে উদাস্তা সিংকে ফাউল করে পেনাল্টি উপহার দেন মহমেডান গোলরক্ষক শুভজিৎ ভট্টাচার্য। পেনাল্টি থেকে গোল করে যান ড্রাজিক।

দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচে ফিরতে মাকান চোটে, ফারদিন আলি মোল্লা, লালগাইসাকাকে নামিয়ে দেন মহমেডান কোচ। এরপরেই বেশ আক্রমণাত্মক দেখাল সাদা-কালো শিবিরকে। বিশেষ করে ম্যাচের ৭২ মিনিটে ম্যাচের সবচেয়ে সহজতম সুযোগটি পেয়েছিল তারা। লালথানকিমার পাস থেকে মহিতোষ রায়ের শট সেভ করেন হৃত্বিক তেওয়ারি। ফিরতি বলে মাকান চোটের শট বারপোস্টে লেগে বাইরে চলে যায়। ম্যাচের অন্তিমলগ্নে লালথানকিমার পাস থেকে ফারদিন গোল করতে ব্যর্থ। আসলে লড়াইয়ের মানসিকতা থাকলেও দলে রসদের অভাব রয়েছে। মহিতোষ, অমরজিৎ সিং কিয়ামরা লড়াই করলেও নিট ফল শূন্য। তাই প্রতি ম্যাচের মতো ভালো খেলিয়াও পরাজিত-এর তকমা নিয়ে এদিনও মাঠ ছাড়তে হল মহমেডানকে।

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব : শুভজিৎ, হিরা, গৌরব, দীনেশ, রেমসাঙ্গা (লালনগাইসাকা), ট্যাংভা (মাকান), অমরজিৎ, মহিতোষ, অ্যাডিসন (ফারদিন), ইসরাফিল (লালথানকিমা)।

টি২০ ফাইনালে সংঘশ্রী, সংঘমিত্রা

জলপাইগুড়ি, ২০ ফেব্রুয়ারি : সংঘশ্রী ক্লাবের শ্যামাপ্রসাদ সরকার ও অঞ্জনা গুহ ট্রফি টি২০ ক্রিকেটে ফাইনালে উঠল আয়োজকরা ও সংঘমিত্রা ক্লাব। শুক্রবার প্রথম সেমিফাইনালে সংঘশ্রী ৪৩ রানে হারিয়েছে ডিসিএ ধূপগুড়িকে। প্রথমে সংঘশ্রী ৭ উইকেটে ১৬০ রান করে। কবির চট্টোপাধ্যায় ৪৯ রান করেন। অভিনব রায় ৩০ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। রান তাড়ায় নেমে ডিসিএ ১১৭ রানে অল আউট হয়। তাদের সর্বাধিক ৩০ রান রাজিউলের। ধীরাজ রায় ১৪ রানে ৩ উইকেট পেয়েছেন। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে সংঘমিত্রা ৬ উইকেটে জিতেছে এবিপিসি-র বিরুদ্ধে। প্রথমে এবিপিসি ১৮ ওভারে ৭ উইকেটে ৮০ রান করে। বিকি দাস ২১ রান করেন। নান্টু রায় ৮ রানে নেন ২ উইকেট। এরপর ১৪তম ওভারেই ৪ উইকেটে সংঘমিত্রা লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। অরিজিৎ দাস ২২ রান করেন। অংশুমান সরকার ৩৪ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।